বন্দে মাতরম্

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

শ্রীপুলিনবিহারী দাস প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩১

উৎসর্গ পত্র।

ভবিষ্যতের আশাস্থল, স্বদেশভক্ত প্রিয়তম ছাত্র ও যুবকগণের করকমলে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সাদরে অর্পিত হইল।

সূচী-পত্র

সূচী-পত্র

চিত্র সূচী

শুদ্ধিপত্র

অনবধানতা বশতঃ এই পুস্তকে কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। সকলগুলি শুদ্ধিপত্রে দিতে গেলে লম্বা তালিকা হইয়া পড়ে। সাংঘাতিক ভুল কয়েকটি নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল।

৩৩ পৃষ্ঠায় ৪র্থ ছবিটির নীচে "অঙ্ক্" স্থলে "অঙ্ক্ দক্ষিণ" হইবে।

৩৫ পৃষ্ঠায় ১ম ছবিটির নীচে "ভ্রুকুটি উত্তর" স্থলে "ভ্রুকুটি দক্ষিণ" হইবে।

৪৪ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে নীচের দিক হইতে ৪র্থ লাইনে "অটস্তল" স্থানে "অধস্তল" হইবে।

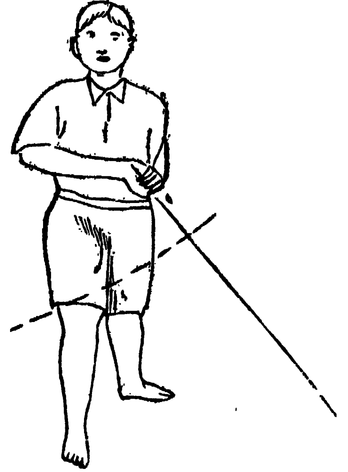
৪৫ পৃষ্ঠায় ১ম ছবিটির নীচে "গহ্বর অধস্তল" স্থানে শুধু "অধস্তল" হইবে।

এবং ছবিব নীচ হইতে যে লেখা তাহার Heading হইবে—'**গহ্বর**'।

নিম্নের ছবি দুইটি ৪১ পৃষ্ঠায় হইবে।



সাকম দক্ষিণ



আসর উত্তর

ভূমিকা

"শরীরমাদ্যম খলু ধর্ম্ম সাধনম্"। শরীর সুস্থ না থাকিলে মন সুস্থ থাকে না। মন সুস্থ না থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ না হইলে জ্ঞান-বল জন্মিতেই পারে না। জ্ঞান-বল না থাকিলে উন্নতি লাভও অসম্ভব। অনুন্নত অবস্থায় পতিত হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।*

জ্ঞান-বলের ন্যায় চরিত্র-বলও একটি প্রধান বল। চরিত্রের অভাবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়; চরিত্র-বলের অভাব হেতুই অনেক যোগ্য ব্যক্তিও তাহাদের যোগ্যতা দেশের ও জগতের গুরুতর অনিষ্টসাধনে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ছাত্র-জীবনে ও যৌবন-প্রারম্ভে অনেকে না বুঝিয়া কুসংসর্গে পড়িয়া চরিত্র-বল হারাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ ও সমস্ত যোগ্যতা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। যাহাতে ছাত্রগণ ও যুবকবর্গ কুসংসর্গে না পড়িতে পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন দেশ-হিতকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ ও যুবকবৃন্দই ভবিষ্যতের আশাস্থল।

যাহাদের চরিত্র-বল নাই, তাহারা সাধারণতঃ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া থাকে। আবার আত্মরক্ষার শক্তির অভাব হেতু যাহারা সর্ব্বদাই ভয়ে ভীত ও জড়সড় হইয়া থাকে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃত। তাহাদের উন্নতিই কোথায়, সুখই কোথায়, আনন্দই কোথায়, এবং জীবনধারণেরই বা সার্থকতা কোথায়?

শরীর ও মনের সুস্থতা-সাধন এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা-রক্ষা-হেতু বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশল ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা অন্যতম। আমার বিশ্বাস—সমস্ত নিয়ম-প্রণালী, প্রতিজ্ঞা ও গুরুর শাসন (discipline) প্রতিপালন করিয়া বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা অভ্যাস করিলে, অন্যান্য ব্যায়াম-পদ্ধতি অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে ও অতি সহজে শরীরের লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা, চরিত্র ও চিত্তের দৃঢ়তা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা সাধন করিয়া মানব নির্ভীক ও কর্ম্মঠ হইয়া দেশের ও জগতের প্রভূত কল্যাণ-সাধনের উপযোগী হইতে পারে।

"ভীম" কিম্বা "স্যাণ্ডোর" ন্যায় স্বাভাবিক শারীরিক বল সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না; কিন্তু চেষ্টা ও অনুশীলন দ্বারা কৌশল অধিকাংশ লোকেই আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; এমন কি, শিক্ষার কৌশল দ্বারা অকৌশলী "ভীম" কিম্বা "স্যাণ্ডো"র ন্যায় বলশালীকেও নিরস্ত করা অসম্ভব হয় না।

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা-সম্বন্ধে আমার সামান্য অভিজ্ঞতাটুকু,—যাহা "প্রবাসীতে" ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত, পরিশোধিত, ও পরিবর্ত্তিত করিয়া পুস্তকাকারে দেশবাসীদের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। সহৃদয় দেশবাসীদের মধ্যে যদি কাহারো এ-বিষয়ে সামান্য মনোযোগও আকৃষ্ট হয়, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এ-সম্বন্ধে গুণিগণ কোনও নূতন তত্ত্ব জানাইয়া দিলে, কিম্বা ভ্রম, ভ্রান্তি ও ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিলে নিতান্তই বাধিত হইব।

বিভিন্ন কারণে চিত্রগুলির মধ্যে সামান্য-সামান্য ত্রুটী রহিয়া গেল,—আশা করি শিক্ষার্থীগণ তাহা উপেক্ষা করিবেন; এবং চিত্র ও বর্ণনা, এই উভয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াই শিক্ষা-পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবেন।

চিত্রগুলির গঠন-কার্য্যে "প্রবাসী"-সম্পাদক, মাননীয় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ অশোক চট্টোপাধ্যায় বি-এ (ক্যাণ্টাব্) এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ শরদিন্দু ঘোষাল এম্ বি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ

জানাইতেছি; মর্ম্মস্থল-নির্দ্দেশ ও মর্ম্মচিত্র-গঠন-কার্য্যে সহায়তা হেতু শ্রীমান্ শরদিন্দুর নিকট আমি নিতান্তই কৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

পূর্ব্বাভাস

অতি পুরাকালে, যে-সময়ে গুণহীন ও অযোগ্য অসুর প্রকৃতি ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক শারীরিক বলে দৃপ্ত হইয়া স্পর্দ্ধা-সহকারে গুণী ও যোগ্য দেব-প্রকৃতি ব্যক্তি-গণের সমানাধিকার লাভের জন্য,ও তাঁহাদের যোগ্যতালব্ধ-ফলে পূর্ণ-ভোগ-লালসায় প্রলুব্ধ হইয়া,এবং আধিপত্য-হেতু নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নে রত হইয়া পৃথিবীতে ধারাবাহিক উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত করিতেছিল, তখন ঐ সমস্ত দেব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থে নানা আয়ুধ ও অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার করিতে থাকেন; ঐ সময়েই অসিও আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজন-সাধন ও বিভিন্ন আকৃতি-অনুযায়ী অসির বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল, যথা:—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ও ধর্ম্মপাল; অসির অপর এক নাম নিস্ত্রিংশ,—তদ্ভিন্ন তরবারি, করবাল প্রভৃতি অপরাপর নামও প্রচলিত রহিয়াছে। বিভিন্ন নামীয় অস্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের বিশিষ্টতা নির্ণয় করা বর্ত্তমানে অসম্ভব।

দূর হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে শরাসন, নালীক, শতঘ্নী, কামান, বন্দুক প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। জনসঙ্ঘ মধ্যে পতিত হইলে কিম্বা প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইলে অসি ও গদা প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু গদা-ধারী অপেক্ষা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত ও পবিত্রতা-সম্পন্ন সুকৌশলী অসি-ধারীই শ্রেষ্ঠ; কারণ অসি-চালন অপেক্ষা গদা-চালনে সহজেই ক্লান্তি আনয়ন করে।

শম-দম-সম্পন্ন মন্ত্রাভিজ্ঞ (মন্ত্র অর্থে গুপ্ত কৌশল) অসি-ধারী একাকী অসিপাণি হইয়া দ্রুতপদে বিচিত্র রূপে বিচরণ করিতে থাকিলে প্রতিপক্ষগণ তাহাকে সহস্রবৎ জ্ঞান করিতে থাকে, এবং অসিবেগে প্রভগ্ন হইয়া কেহ কেহ ছিন্নবাহু, কেহ কেহ ছিন্নোরু, কেহ কেহ ছিন্ন-বক্ষ এবং কেহ কেহ ছিন্ন-মস্তক হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে থাকে; আবার কেহ কেহ বা অসি-ঘাতে প্রপীড়িত হওয়াতে ভ্রষ্টবুদ্ধি ও প্রমাদগ্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় কিম্বা অব্যক্ত দেখিতে থাকে, এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আক্রোশ করতঃ স্বপক্ষীয়গণকেই প্রহার করিতে থাকে।

এরূপ ঘটনা যাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যন্ত্রযুক্ত অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে বোধ হয় অসিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত; নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত "অসি-বন্দনা" হইতে ঐরূপই আভাস পাওয়া যায়, যথা:—

বন্দে অসি, বীরকরচারি, হুঙ্কারি, অরাতি-বিদারি,
অত্যাচার প্রতিকারি, সমর-ভূমি-বিহারি।

অসিধারণ বঞ্চিতানাম্ ভিক্ষা সদা সম্বলম্,
অধীনতা চির জীবনম্,
অসিধারকঃ পরদাস্য মোচনকারী॥

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তব তেজসা হি অসি,
ত্বংহি অধীনতা ছেদক, রিপু-রুধির-রঞ্জিত,
ত্বং হি ভীতি-নিবারী।

বিজ্ঞান-জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্ম-ধন-ধান্যানাম্,
গৃহ-সুত-কলত্র-শৌর্য্য-সাহস-কীর্ত্তিনাম্
ত্বং হি রক্ষণকারী॥

মুরলীং ত্যক্ত্বা মুরারি, তব সহায়েন তরবারি,
কারাগারে শৃঙ্খলিত-স্বজননী-দেবকী-পাশ-নাশনকারী।

সর্ব্বাবরণ-পরিত্যক্তা, তব হি শক্ত্যা, অসি,
সর্ব্বাসুর-বিমর্দ্দিনী, ভৈরবী ভয়ঙ্করী, ভীমা ভীষণা চ
কালী করালী॥

বর্ত্তমান যুগে অসির ঐ সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নাই বটে, তথাপিও নীচ প্রকৃতির দুর্বৃত্তগণ হইতে আত্মরক্ষা অনেক সময়েই লাঠি কিম্বা অসি দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে।

দুষ্ট লোক, চোর, ডাকাত প্রভৃতি হইতে সাধুজনের রক্ষা. এবং ধর্ম্মতঃ সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব রকমে দেশের উন্নতি ও কল্যাণ-সাধন-হেতু নানারূপ বাধা, বিঘ্ন, উৎপাত,

উৎপীড়ন ও অত্যাচার দূর করিবার নিমিত্তই লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যেরূপ সিংহের গুহা হইতে বন্য পশু দূরে পলায়ন করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ যে-নগরে একটীমাত্র প্রসিদ্ধ অসিধারী থাকে, সে নগর হইতে ভীত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় জন-শত্রুগণ দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু যে-স্থানে অসিধারী পুরুষ রাজকোপে নিগৃহীত, কিম্বা জনশত্রুগণ অপর কোনও শক্তিদ্বারা সমর্থিত, তথায় অবশ্যই অন্য কথা।

বৌদ্ধ যুগের শেষভাগে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বাক্যের নানারূপ বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে এক দিকে যেমন তথাকথিত বিবেকের তাড়নায় তথাকথিত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিগণ, কীট, পতঙ্গ ও হিংস্র পশু প্রভৃতির প্রতি দয়ার্দ্র-চিত্ত হইতেছিলেন, এবং মানুষের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া মানুষের রক্ত দ্বারাই ছারপোকার আহার যোগাইতে-ছিলেন, তেমনই প্রতিক্রিয়া-ফলে অপর দিকে এক সম্প্রদায়ের তথাকথিত উপাসকগণ নরবলি, নরহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ অত্যাচার-উৎপীড়নে দেশকে জ্বালাতন করিতেছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে ক্ষত্রিয়-সমাজ পুনর্গঠিত, ও ঐ সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন বাহ্যতঃ ক্ষান্ত হইলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও দুর্বৃত্তগণ অরণ্য ও পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি ও কাপালিক বৃত্তি অবলম্বন করিল। কিন্তু "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভাব ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইল না। তথাকথিত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিগণ তথাকথিত জ্ঞানচর্চ্চার আতিশয্য হেতু সংসার অনিত্য দেখিতে লাগিল, এবং আত্মরক্ষা ও দেশের প্রকৃত উন্নতি-সম্পর্কে সর্ব্ব রকমে উদাসীন হইয়া পড়িল; তাহাদের প্রভাব ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সমাজে পতিত হওয়ায় দেশ ক্রমে নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য হইয়া বৈদেশিকগণের করকবলিত হইয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতিও জন-সমাজ হইতে ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল।

কিন্তু তখনও কতিপয় দস্যু-সঙ্ঘ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া লাঠি, অসি, গদা, ধনু, ছুরিকা প্রভৃতির অভ্যাস করিতেছিল। কালক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে "ঠগ" নামে এক প্রবল সম্প্রদায় গঠিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল।

বিভিন্ন-ভাষী ও বিভিন্ন-দেশবাসী শিক্ষিত, অশিক্ষিত নানা প্রকৃতির লোক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইত বলিয়া তাহাদের মধ্যে অসি-শিক্ষা প্রদানকালে, অবস্থা বিশেষে শিক্ষা সৌকার্য্যার্থে নানা ভাষার নানারূপ সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইত; অধিকন্তু তাহাদের মন্ত্র-গুপ্তির সুবিধা-হেতু অপরের অবোধ্য "রামাশী"-নামে এক সাঙ্কেতিক ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিশেষে বিভিন্ন দেশ, কাল ও পাত্রের সম্পর্কে বিজড়িত হওয়াতে এই পদ্ধতির বর্ণনায় সংস্কৃত, হিন্দী, রামাশী ও বিভিন্ন প্রাদেশিক এবং সামান্য বৈদেশিক ভাষারও সংমিশ্রণে নানারূপ সাঙ্কেতিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সমস্ত শব্দের প্রকৃতিগত বিশ্লেষণ এ স্থানে অসম্ভব; শব্দগুলি ও তাহাদের সাঙ্কেতিক অভিপ্রায় যথাস্থানেই সন্নিবেশিত হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অসি লইয়া অভ্যাস করা নিতান্তই বিপজ্জনক। প্রথম প্রথম তাহাদের লাঠি লইয়াই অভ্যাস করিতে হইবে। শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে লাঠি ও অসি পরিচালনে সমান দক্ষতাই জন্মিয়া থাকে। লাঠির আঘাতে শরীর গুরুতর আঘাত-প্রাপ্ত হয়, অসির আঘাতে শরীর কাটিয়া যায়। অসি লইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করা অসম্ভব, কিন্তু লাঠি সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিলে অধিকাংশস্থলেই আত্মরক্ষা সম্ভবপর হয়, এবং অন্যান্য নানারূপ প্রয়োজনও সাধিত হইয়া থাকে। লাঠি ও অসি শিক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণই একরূপ, তাই এই পুস্তিকার নাম "লাঠি খেলা ও অসি-শিক্ষা" হইল। বর্ণনা মধ্যে বিভিন্ন বিষয় পরিস্ফুট করিবার সুবিধা হেতু কখনও বা "অসি" কখনও বা "লাঠি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা আয়ত্ত করা একটু কষ্টকর বটে; তবে গণিত বিজ্ঞান-দর্শনাদি শাস্ত্র যেরূপ পুস্তক ও শিক্ষক উভয়ের সাহায্যে সহজে আয়ত্ত করা যায়, লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইতে পারে।

লাঠি ও অসি শিক্ষা কদাচ একক হইতে পারে না, অথবা পুস্তকাগারে বসিয়া সমালোচকের গরিমায় পৃষ্ঠার

পর পৃষ্ঠা পড়িয়া গেলেও কোনই ফল লাভের কিম্বা অর্থ-বোধের সম্ভাবনা থাকে না। যাহার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারা যাইবে, এরূপ একজন সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়; এবং তাহার সঙ্গে একযোগে উপক্রমণিকা, প্রথম পাঠ ও বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে লিখিত পদ্ধতির অনুসরণ করিতে থাকিলে,—আমার সম্পূর্ণই বিশ্বাস যে, লাঠি ও অসিশিক্ষা সম্পূর্ণ সম্ভবপর হইতে পারে। শুধু পাঠ করিয়া লিখিত বর্ণনা যেরূপ অবোধ্য মনে হয়,—দুইজনে লাঠি লইয়া নিয়ম পদ্ধতির অনুরূপে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষভাবে ক্রমে লিখিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া গেলে আর সেরূপ অবোধ্য বলিয়া মনে হইবে না।

আবার যেরূপ গণিতে প্রথম গণন শেষ না করিলে যোগ বিয়োগ অবোধ্য হয়, এবং যোগ-বিয়োগ-পদ্ধতি আয়ত্ত না করিলে মিশ্রভাগ, লঘুকরণ প্রভৃতি অবোধ্য হয়, এবং ধারাবাহিক ক্রম অনুসরণ না করিলে যেরূপ জটিল-সম্পাদ্য গণিত-ফল অবোধ্য হয়,—লাঠি ও অসি-শিক্ষা সম্পর্কেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট ধারাবাহিক ক্রম অনুসরণ করিয়া অভ্যাসে রত না থাকিলে সমস্তই অবোধ্য বলিয়া মনে হইবে। তাই শিক্ষার্থীগণকেও অনুরোধ জানাইতেছি, যেন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসী বন্ধুর সহযোগে একেবারে প্রথম হইতেই প্রত্যক্ষভাবে লিখিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষাভ্যাসে রত থাকেন; তবেই দেখিতে পাইবেন যে, ক্রমে সমস্তই বুঝিতে পারিতেছেন। অবশ্য উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য পাইলে শিক্ষালাভ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইতে পড়ে।

উপক্রমণিকা

স্থান নির্দ্দেশ ঃ—

পবিত্র, সমতল ও ছায়াপ্রধান স্থানই শিক্ষা-প্রদানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বায়ুপথ উন্মুক্ত থাকিলেই ভাল হয়, স্থানটি যেন এরূপ না হয় যে, মস্তক সূর্য্যকিরণে এবং পদ ছায়াতে থাকে, কিম্বা অন্য কারণে মস্তকে অধিক উত্তাপ ও পদে অপেক্ষাকৃত অধিক ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। প্রথম শিক্ষারম্ভকালে সম্পূর্ণ ছায়াপূর্ণ স্থানই শ্রেষ্ঠ। ক্রমে কষ্টসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ রৌদ্রমধ্যে ধীরে ধীরে অভ্যাস করাই সঙ্গত।

আর্দ্র, পিচ্ছিল, কর্দ্দমময় ও বালুকাময় প্রভৃতি স্থান,—যেখানে পদস্থাপনা দৃঢ় থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে উপযোগী নহে।

শিক্ষাপ্রদান-স্থানে প্রবেশ করিয়া অবিশ্বাসী ও অনিষ্টাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ যাহাতে নানারূপ কূট দৃষ্টি নিক্ষেপ কিম্বা কূট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রথম শিক্ষার্থীগণের চঞ্চলতা ও প্রমাদ উৎপাদন করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীগণ শিক্ষায় কতক দূর অগ্রসর হইলে এবং একবার তাহাদের এই বিদ্যার প্রতি আসক্তি জন্মিলে, আর দুষ্টগণের দুষ্ট চেষ্টায় কোনই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারিবে না।

সময় নির্দ্দেশ ঃ—

সাধারণতঃ প্রাতঃকাল ও বৈকাল বেলায় শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট সময়; সম্পূর্ণ অভুক্তাবস্থায় কিম্বা পূর্ণ ভোজনের অব্যবহিত পরেই শিক্ষালাভ করিতে নাই। অতি শীত ও অতি উষ্ণ মুহূর্ত্তও প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময় নহে। শিক্ষায় কতকদূর অগ্রসর হইলে ক্রমে কষ্টসহিষ্ণুতা আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অল্পে অল্পে অতি শীত ও অতি উত্তাপে পুরাতন পাঠ অভ্যাস করা যাইতে পারে।

বৃষ্টির মধ্যে, অসুস্থ শরীরে, মানসিক অবসাদ ও ও চঞ্চলতার অবস্থায়, কিম্বা যে সময়ে নৈসর্গিক অথবা আকস্মিক যে কোন কারণেই মনের একাগ্রতা সাধন সম্ভব হইবে না, তাহাও শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ সময় নহে।

প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অতি পরিশ্রম কোনও ক্রমেই সঙ্গত নয়। প্রথম প্রথম কক্ষপুটে (বগলে) ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইলেই শিক্ষায় বিরত হওয়া কর্ত্তব্য; কতিপয় দিবস পরে মস্তকে ও ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিলেই শিক্ষায় ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য; ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলেও অবসন্নতা আসিবে না। ক্রমে সমস্ত দিন খেলায় রত থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট বোধ হইবে না। কিন্তু ক্রমাগত চালনা করিতে করিতে হস্তদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িলে তখনই খেলায় ও শিক্ষায় ক্ষান্ত হওয়া বিধেয়।

শিক্ষাগুরু ও আচার্য্য লক্ষণ ঃ—

যাঁহারা অসি শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমুদায় বিভাগ, অঙ্গ ও বিশেষত্ব সম্পর্কে সর্ব্ব রকমে অভিজ্ঞ ও সর্ব্বরূপ-সংশয় পরিশূন্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্ণয়ে ও সর্ব্ব বিষয় পরিব্যক্তকরণে সুদক্ষ; শম, দম, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা-সম্পন্ন; কদাচ কোনও নিন্দনীয় কর্ম্মে লিপ্ত হন না, সর্ব্বদাই মধুরভাষী; আদিগুরু ও আচার্য্যগণের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, এবং লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা-সম্পর্কে তাঁহাদের প্রিয় ও হিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন; তাঁহারাই উপযুক্ত আচার্য্য ও শিক্ষাগুরু।

শম—সর্ব্বপ্রকারে মন ও চিত্তকে সংযত রাখিবার শক্তি।

দম—সর্ব্ব অবস্থাতে বাহ্যেন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শারীরিক চেষ্টা সংযত রাখিবার শক্তি।

নিষ্ঠা—সর্ব্ব বিষয় ও সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা।

শিক্ষাগুরুগণ সুপরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষার্থীগণকেই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন; লোভী, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন (উপকার হন্তা), মন্দবুদ্ধি (মূর্খ) ব্যক্তিকে কদাচ অসিশিক্ষা দান করেন না।

শিক্ষার্থী লক্ষণ ঃ—

যে সমস্ত শিক্ষার্থী শুদ্ধবংশাগত ও তরুণ-বয়স্ক; এবং শীল, শৌর্য্য, শৌচ;আচার, বিনয়, শক্তি, বল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, মতি ও প্রতিপত্তি বিশিষ্ট; যাহাদের জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্তাগ্র সূক্ষ্ম,—মুখ, চক্ষু ও নাসিকা সরল,—চিত্ত, বাক্ ও চেষ্টা বিশুদ্ধ; এবং যাহারা কষ্ট-সহিষ্ণু, তাহারাই শ্রেষ্ঠ; যাহারা ইহার বিপরীত গুণান্বিত তাহারই অধম।

মানুষ কখনও সর্ব্বরকমে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হয় না; তাই গুণ ও দোষের তারতম্য বিচারে গুণাধিক্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াই শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য; যাহাদের মধ্যে দোষের আধিক্য, তাহারই পরিবর্জ্জনীয়, যাহারা অবাধ্য, অমনোযোগী, গুরুদ্রোহী ও নিন্দাকারী; যাহারা প্রবঞ্চক, লোভী, কপটাচারী ও নিয়ম শাসনের অবমাননাকারী; তাহারা সর্ব্বতোরূপেই অযোগ্য ও অস্পৃশ্য।

শুদ্ধবংশ—যে বংশে কোনরূপ নিন্দনীয় ও জঘন্য কর্ম্মের সম্পর্ক নাই।

শীল—সৎস্বভাব।

শৌর্য্য—নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতা।

শৌচ—অস্বাস্থ্যকর ও অপবিত্র আহার, বিহার ও মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ।

আচার—প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শাসনে ভক্তি, বিশ্বাস, ও অনুরক্তি।

বিনয়—নম্রতা ও গুরুজনগণের আদেশ পালনে তৎপরতা।

শক্তি—পরিশ্রম ক্ষমতা।

বল—শারীরিক সামর্থ্য।

মেধা—এক সঙ্গে ও এক সময়ে বহু বিষয় মনে ধারণ করিয়া তৎসম্পর্কে বিচার ও আলোচনা করিবার ক্ষমতা।

ধৃতি—বহু পুরাতন বিষয়ও স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা।

স্মৃতি—উপযুক্ত মুহূর্ত্তে, ও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ করিবার ক্ষমতা।

মতি—ঐকান্তিকতা; প্রকৃত আকাঙ্খা।

প্রতিপত্তি—নিশ্চিত জ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি।

চিত্ত—অনুভব শক্তি; অভিনিবিষ্টতা; যে শক্তি মনকে কোন বিষয় সম্পর্কে চেতনাযুক্ত করিয়া রাখে।

চেষ্টা—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গণের হাব, ভাব, ভঙ্গী।

সমস্ত শিক্ষার্থীগণকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্য্যা, কর্কশতা, পিশুনতা মিথ্যাকথন আলস্য ও অযশস্কর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে; আহার, বিহার ও পরিধান-সম্পর্কে পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে; অবশ্য-সত্য-ব্রত ব্রহ্মচর্য্য ও অভিবাদন-পরায়ণ হইতে হইবে; আদিগুরু ও আচার্য্যগণের প্রিয় ও হিতকর কর্ম্মে রত থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকিতে হইবে, এবং তাঁহাদের অনুমতি অনুসারেই লাঠি ও অসিবিদ্যা-সম্পর্কিত কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

কাম—হিতাহিত বিচারশূন্য হইয়া বাসনা কামনার পরিতৃপ্তি সাধনে ঐকান্তিক আসক্তি।

মোহ—কোনওরূপ উত্তেজনা কিম্বা আতঙ্কের বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিত বিচার শূন্য ভাব।

অভিমান—কল্পিত নিজ গৌরবের অবহেলা অনুভবে যে ক্ষোভের উদয় হয়।

অহঙ্কার—নিজের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি কিংবা সংস্কার।

ঈর্ষা—অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে অসুখানুভব।

কর্কশতা—কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ।

পিশুনতা—কুটিল ব্যবহার।

পবিত্রতা—নির্দ্দোষ অথচ বিলাসিতা-সম্পর্ক শূন্য হিতকর ও প্রীতিকর অবস্থা।

ব্রহ্মচর্য্য—যাহা চিরস্থায়ী ও চিরসত্য তাহাই ব্রহ্ম; সেই চিরসত্যের অনুভূতি ও সম্পর্কলাভ হেতু যে সমস্ত উপায়, কৌশল, শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্ম্মচেষ্টা; তাহার সমষ্টিভূত নিয়ম-প্রণালীর অনুসরণই ব্রহ্মচর্য্য। "ব্রহ্ম" অর্থাৎ "চিরসত্য" সম্পর্কিত যে "চর্য্যা" অর্থাৎ "আচরণ" তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

অভিবাদন প্রয়োজন ঃ—

শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, গুণী ও গুরুজনের অভিবাদনে মানব বিনয়ী হইয়া থাকে, এবং মন হইতে ক্রমে অভিমান অহঙ্কারাদি লোপ পাইতে থাকে; আবার উহাতে গুণিগণের গুণের প্রতিও সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহারা গুণ ও গুণীর সম্মান করে না, তাহারা জগতের শত্রু।

শিক্ষাগুরু ও আচার্য্যগণ সমস্ত শিক্ষার্থীগণকেই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে বাধ্য রাখিবেন। যাহারা ইহার অন্যথা করিবেন, কিম্বা যে সমস্ত শিক্ষার্থী, ঐ সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে অবহেলা করিবে, তাহাদের অধর্ম্ম হইবে, বিদ্যা নিষ্ফলা হইবে ও তাহা প্রকাশ পাইবে না; এবং তাহারা সর্ব্বরূপে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও সমগ্র মানব জাতির শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

অসির বর্ণনা ঃ—

অসি কিম্বা লাঠি, শিক্ষার্থীগণের প্রত্যেকের নিজের দুই হস্ত অষ্ট অঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ হওয়াই বিধেয়। ইহার অধিক দীর্ঘ হইলে ঘুরাইতে ফিরাইতে অসুবিধা হইবে, এবং সময়ে সময়ে ভূমিতেও রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। আবার প্রমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ কার্য্যকারী হইবে না। সুতরাং দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির পক্ষে যে অসি কিম্বা লাঠি প্রমাণ-স্বরূপ হইবে, তাহা খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না।

অসির আকৃতি ঠিক সরল নহে, কিঞ্চিৎ বক্র ; ঠিক সরলভাবে দাঁড়াইলে মুষ্টিসহ অসি লম্বভাবে ভূমি হইতে নাভি পর্য্যন্ত হইবে ! কিন্তু অসির ধারের দিকের বক্রাকৃতি দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করিলে, অসিধারীগণের নিজ নিজ হস্তের দুই হস্ত ত্রয়োদশ অঙ্গুলী হইবে।

লাঠি কিম্বা অসি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলে কর পৃষ্ঠের সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে চারিটি অঙ্গুলীর যে প্রথম সন্ধি রেখা হইবে, তাহার পরবর্ত্তী সন্ধি রেখার সমসূত্রে, অর্থাৎ ঐ অঙ্গুলীগুলির তিনটি সন্ধি রেখার ঠিক মধ্য সন্ধি রেখার সমসূত্রে অসির ধারের দিক কল্পনা করিয়া লইতে হইবে ; এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যের দিকে অসি-পৃষ্ঠ কল্পনা করিতে হইবে। আঘাত করিবার কালে, বিশেষতঃ শিক্ষা লাভ কালে, আততায়ীর কিম্বা প্রতিপক্ষের শরীরে ধারের দিক ঠিক লক্ষ্য স্থানে পড়িতেছে কি না, সে বিষয়ে প্রথম হইতেই সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অসি কিম্বা লাঠি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধারণ করিলে, মুষ্টি ব্যতিরেকে যে অংশ বাকী থাকিবে, তাহার মুষ্টির দিকের প্রথম অর্দ্ধাংশ প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হইবে, যেন প্রতি পক্ষের আঘাত নিজ লাঠি কিম্বা অসির ঐ অংশের মধ্যেই পতিত হয় ; তবে উরু দেশের নিম্নের দিকের আঘাতগুলি-সম্বন্ধে অনেক সময়েই ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

মুষ্টির নিকবর্ত্তী অংশের আঘাত বিশেষ কার্য্যকারী হয় না ; সুতরাং ঐ অংশের ধার নষ্ট হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না ; আবার ঐ অংশের প্রতিবন্ধকতা দেওয়ার ক্ষমতাও অনেক অধিক,—মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশে অতি গুরু আঘাত পতিত হইলেও, মুষ্টি স্থিরভাবে ধৃত থাকিলে নিজ লাঠি কিম্বা অসি বিশেষ কিছুই বিচলিত হয় না।

অসির পূর্ব্ব কথিত অর্দ্ধাংশের পরবর্ত্তী যে অংশ বাকী রহিল, তাহার প্রথম অর্দ্ধাংশ,—অর্থাৎ মুষ্টি ব্যতিরেকে অসির অগ্রভাগের চতুর্থাংশ, ও মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অর্দ্ধাংশ,—এই উভয় অংশের মধ্যবর্ত্তী যে চতুর্থাংশ, তাহা দ্বারাই প্রতিপক্ষ কিম্বা আততায়ীকে আঘাত করিতে হইবে ; কারণ ঐ অংশটুকুরই কার্য্যকারী আঘাত করিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

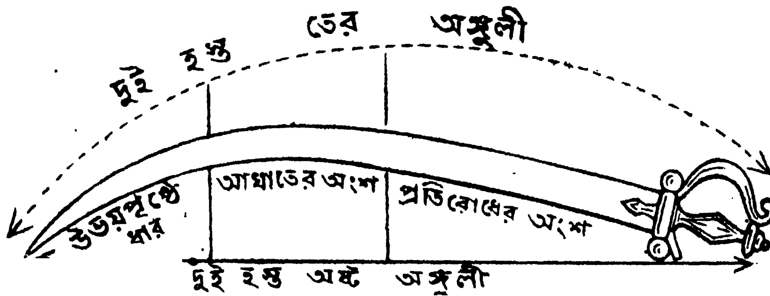
যেরূপ ক্রিকেট কিম্বা ডাংগুলি খেলার মধ্যে দেখা যায় যে, যে আঘাত ব্যাট কিম্বা দণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে সাধারণতঃ আহত পদার্থ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নিকটেই পতিত হয় (কট্ উঠে ও অধিক দূরে যায় না) ; এবং যে আঘাত মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশ দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে হাতে ঝাঁঝ লাগে এবং আহত পদার্থ একেবারেই দূরে যায় না। কিন্তু পূর্ব্বকথিত মধ্যবর্ত্তী চতুর্থাংশ দ্বারা যে আঘাত সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে অল্প আয়াসেই আহত পদার্থ বহু দূরে চলিয়া যায়;—অসি কিম্বা লাঠির বিভিন্ন অংশের কার্য্যকারিতা ও তদনুরূপ। যে কোনও বিশিষ্ঠ সরল দণ্ডের ঐ নিরূপিত মধ্যবর্ত্তী চতুর্থাংশের কোনও বিশেষ স্থানকে পদার্থ-বিজ্ঞানে দোলন কেন্দ্র (centre of oscillation) করিয়া থাকে। ঐ স্থানের কার্য্যকারিতা বিজ্ঞানে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

প্রতিপক্ষকে আঘাত করিবার কালে, সে (প্রতি-পক্ষ) প্রতিরোধ নিমিত্ত তাহার লাঠি কিম্বা অসি কি ভাবে ধারণ করিল, শিক্ষার্থী আঘাত কারী তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কদাচ আঘাত করিবে না। প্রতিপক্ষ বিশুদ্ধ ভাবে তাহার লাঠি কিম্বা অসি ধারণ না করিলে, কিম্বা আঘাত কারীর আঘাতের প্রতিরোধ করিতে না পারিলে আঘাত কারীর অসির কিম্বা লাঠির ঐ নিরূপিত মধ্যবর্ত্ত চতুর্থাংশ ও ধারের দিক ঠিক যেন প্রতিপক্ষের শরীরের প্রকৃত লক্ষ্য স্থানেই পতিত হয়। আঘাত বিশুদ্ধ ভাবে

পতিত হইলে, এবং প্রতিপক্ষ বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারিলে, উভয়ের মুষ্টির সন্নিকটবর্ত্তী অংশেই উভয়ের লাঠি কিম্বা অসির পরস্পর সংঘর্ষ হইবে; সুতরাং কাহারও ধারের অংশ নষ্ট হইবে না।

অসির আকৃতি সম্পূর্ণ সরল নয়, দিকের অর্দ্ধাংশ অতি সামান্য রকমে ক্রমে বক্র হইয়া থাকে, মধ্য চতুর্থাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক বক্র, এবং অগ্রভাগের চতুর্থাংশ আরও কিঞ্চিৎ অধিক বক্র। অগ্রভাগের চতুর্থাংশের উভয় দিকেই ধার থাকে; এই অংশ দ্বারাই 'হুল' "চির" প্রভৃতি আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয়, এবং আততায়ীর শরীরের মধ্যে অসি প্রবেশ করাইয়া দিতে সুবিধা হয়, অথবা অসি-পৃষ্ঠ দ্বারা পায়ু-মুলের মধ্য হইতে উর্দ্ধ দিকে আততায়ীর শরীর চিরিয়া ফেলা যায়; কিম্বা সম্মুখ হইতেই আততায়ীর গলদেশের পশ্চাদ্দিক কাটিয়া ফেলা যায়। নিম্নে মুষ্টি সহ অসির এক চিত্র দেওয়া গেল—



মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশের স্থূলতা ও প্রস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। এবং অগ্রভাগের দিক ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া আসিবে। অসিটি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইবে যেন মুষ্টি ভিন্ন অসির ভারকেন্দ্র (centre of gravity) মুষ্টির নিকবর্ত্তী অর্দ্ধাংশের ঠিক মধ্যদেশে অবস্থিত হয়।

ভারকেন্দ্র মুষ্টি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত না থাকিলে সংক্রামিত অসিবেগ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হইবে; তাহাতে আঘাতের তীব্রতা সাধনে কোনই সহায়তা পাওয়া যাইবে না; আবার ভারকেন্দ্র মুষ্টি হইতে অত্যধিক দূরে হইলেও অসি সঞ্চালনে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে হস্ত সন্ধি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।

অসি মুষ্টি :—

অসি মুষ্টির আকৃতির উপরেও অসির কার্য্যকারিতা যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকে। মুষ্টিও অসিধারীর হস্তের ঠিক পরিমাপ অনুযায়ীই হওয়া বিধেয়। অসিমুষ্টি সাধারণতঃ ছয় অঙ্গুলী দীর্ঘ হইয়া থাকে। মুষ্টির ধরিবার স্থানটি দৈর্ঘ্যে তর্জ্জনীর হস্ত সন্ধির উপরের দিক হইতে কনিষ্ঠার হস্ত সন্ধির নিম্ন পর্য্যন্ত হইবে, এবং ঐ স্থানটির আকৃতি প্রায় বাদামের অনুরূপ হইবে। যে অংশটি কনিষ্ঠাঙ্গুলী-সংলগ্ন থাকিবে তাহার স্থূলতা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইবে, যে অংশ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী সংলগ্ন থাকিবে, তাহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল হইবে; যে অংশ মধ্যমাঙ্গুলী-সংলগ্ন থাকিবে তাহার স্থূলতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য চারিটি অঙ্গুলী এক সঙ্গে বক্র করিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সহিত হস্ত-সন্ধিস্থলের নিম্নাংশে সংলগ্ন করিলে, ঐ স্থানের প্রত্যেক অঙ্গুলী-সংলগ্ন স্থান হইতে সেই সেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাপ লইয়াই বিভিন্ন অসিধারী ব্যক্তির নিজ নিজ অসি মুষ্টির বিভিন্ন স্থানের স্থূলতা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ও বিশুদ্ধ পরিমাপ-অনুসারে অসি ও অসি-মুষ্টি প্রস্তুত হইলে, এবং ভারকেন্দ্র ও দোলনকেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পতিত হইলে, অসিধারী ব্যক্তির অসি-চালনাতে আয়াস না হইয়া বরং আরাম ও আনন্দই অনুভব হইবে; এবং ক্রমে অসি-মুষ্টি হস্তের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হইয়া থাকিবে যে, অসিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে না হইয়া হস্তেরই অংশ বলিয়া মনে হইবে।

দ্রবীভূত লাক্ষার সঙ্গে সূক্ষ্ম বালুকা কিম্বা সূক্ষ্ম প্রস্তর চূর্ণ উত্তমরূপে মিলিত করিয়া অসিমুষ্টির শূন্যগর্ভে প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যে অসির পশ্চাৎ-প্রান্তস্থ অতিরিক্ত অংশটুকু সম্পূর্ণ দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিয়া দিলেই, অসি ও মুষ্টি অনেক দিন পর্য্যন্ত দৃঢ় সংলগ্ন থাকিবে।

অসির দৃঢ়তা-সম্পর্কে উৎকর্ষ সাধন করিয়া অসিকে গুরুত্বে যত লঘু করা যাইবে, অসিধারী ব্যক্তির পক্ষে অসি ততই আনন্দ-দায়ক হইবে।

অসির গতি ঃ—

হস্তের বিভিন্নরূপ গতি হইতেই অসি কিম্বা লাঠির বিভিন্নরূপ গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লাঠি কিম্বা অসির যে গতি হস্তের মণিবন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে "গুড়্দিশ্" (গরদেশ, বৃত্তগতি) বলে; গুড়্দিশের আঘাতে মণিবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া লাঠি কিম্বা অসি চক্রাকারে ঘুরিয়া আইসে। এইরূপ আঘাতে হস্তের অন্য দুই সন্ধির বিশেষ ক্রিয়া হয় না।

লাঠি কিম্বা অসির যে গতি কফোণি (কনুই) হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে "জড়্বেশ" (জড় প্রবেশ) বলে; "জড়্বেশের" আঘাতের গুরুত্ব সাধারণতঃ পেশীর শক্তি ও অসির ভারের উপরেই নির্ভর করে, গতির উপরে ততটা নয়।

লাঠি কিম্বা অসির যে গতি স্কন্ধ-সন্ধি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে "ত্রাস" (তরাস) বলে; ত্রাসের আঘাতে লাঠি কিম্বা অসি অপেক্ষাকৃত অধিক দূর ব্যাপিয়া চালিত হয় (sweeping stroke), এবং আঘাতের গুরুত্বও আপক্ষাকৃত অধিক বলিয়াই ধারণা জন্মে।

ক্রীড়াকালে কিম্বা আততায়ী-সংঘর্ষে শুধু একটিমাত্র সন্ধির ক্রিয়া হয়, এবং অপর দুইটি সন্ধি নিষ্ক্রিয় থাকে এরূপ ঘটনা অতি বিরল। তবে আঘাতটি প্রধানতঃ হস্তের যে সন্ধি হইতে উৎপন্ন হয়, তদনুযায়ীই তাহার নাম হইয়া থাকে। যেমন,—অশিক্ষিত হস্তে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আঘাতের উপক্রম করিলে, হস্তকে প্রথমতঃ উচ্চে তুলিবার ও পরিশেষে নিম্নে নামাইবার নিমিত্ত স্কন্ধ-দেশের ক্রিয়া হইলেও, কফোণির (কনুইর) সন্ধি হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আঘাতটি সম্পন্ন হয় বলিয়া উহাকে "জড়্বেশের" আঘাতই বলা হয়।

শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই, প্রত্যেকটি আঘাত প্রয়োগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, বিশেষ মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিয়া, কোন্‌টি "গুড়্দিশের" কোন্‌টি "জড়্বেশের" ও কোন্‌টি "ত্রাসের" আঘাত,—তাহা নির্ণয়, পর্য্যালোচনা ও অনুশীলন করিতে হইবে। এবিষয়ে প্রথম হইতেই সম্যক জ্ঞান না জন্মিলে, "নির্ঘাত" ক্রীড়া কালে, কিম্বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রকৃত শক্তি পরীক্ষায়, অথবা প্রকৃত আততায়ী-সংঘর্ষ-কালে নিঃশঙ্করূপে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করা যাইবে না।

যেমন অসির আঘাত তিন প্রকার, যথা—"গুড়্দিশ" "জড়্বেশ" ও "ত্রাস," সেইরূপ সর্পের আঘাতও তিন প্রকার, যথা—"টান্", "টিপ্" ও "ছোল্"। আবার সর্পের বিষ-দাঁতের সঙ্গে বিশেষ ভাবে শরীরের সংস্পর্শ হইলে সাধারণতঃ যেরূপ আর রক্ষা থাকে না, সেইরূপ বিশেষভাবে অসির তীক্ষ্ণ ধারের সঙ্গে শরীরের সংস্পর্শ হইলে সাধারণতঃ ত্রাণ পাওয়া যায় না। সেইজন্যই সর্প-দংশনের সঙ্গে অসির আঘাতের তুলনা হইয়া থাকে।

সর্পের বিষ দাঁত অন্যান্য দন্তগুলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। অধিকাংশ সর্পেরই বিষ-দাঁতের মধ্যভাগের উভয় পার্শ্বে দুইটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে; সেইহেতু ফণাধারী বিষাক্ত সর্পগণ আঘাত করিবার কালে, মস্তক পার্শ্বের দিকে হেলাইয়া দেয়; তাহাতে বিষ বিষরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া দাঁত বাহিয়া পড়িতে থাকে, এবং ক্রমে ক্ষত-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

সর্পের বিষ-দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই যদি তাড়াতাড়ি শরীর সরাইয়া লওয়া যায়, তবে শরীরে সামান্য একটি আঁচড় লাগিবে মাত্র এবং সাধারণতঃ বিষ-রন্ধ্র হইতে বিষ গড়াইয়া আসিয়া রক্তের সহিত মিলিত হইতে অবসর পাইবে না। এইরূপ দংশনকে "টান" বলে; সাধারণতঃ ইহা সাংঘাতিক হয় না।

সর্পের যে দংশনে বিষ-দাঁতটি সম্পূর্ণ শরীর-মধ্যে বিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে "টিপ" বলে; এই প্রকার দংশনে সাধারণতঃ রক্ষা পাওয়া যায় না, কারণ ইহাতে ক্ষতও অধিক গভীর হয় এবং বিষও অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

যে-প্রকার দংশনে বিষ-দাঁতের কিয়দংশমাত্র শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু বিষ-রন্ধ্র প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই কোন-রূপে শরীর কিম্বা সর্পের মস্তক অপসারিত করা যায়,

সে-প্রকার দংশনকে "ছোল" বলে; তাহাতে শরীরে একটি অগভীর রেখা অঙ্কিত হয় ও সামান্য রক্তও নির্গত হয়। এইরূপ দংশনে কখনও জীবন নাশ হয়, কখনও বা হয় না।

সর্পের যে দংশন সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু অর্থাৎ "টান" তৎসদৃশ অসির আঘাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর; কারণ "গুড়দিশের" আঘাতে অসি যেরূপ বিদ্যুৎ-গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে, অন্য দুই প্রকার আঘাতে সেরূপ হয় না। অসির আঘাতের তীব্রতা দ্রুতগতির উপরেই অধিক নির্ভর করে।

তীক্ষ্ণধার অসির দ্রুতগতির দ্বারাই অতীব গুরুতর ও আপাত-অসম্ভব কর্ম্মও সাধিত হইয়া থাকে, শারীরিক বলের অধিক প্রয়োজন হয় না; অসিখানা আরামের সহিত চালনা করিতে যে সামান্য বলের প্রয়োজন হয় তাহাই যথেষ্ট। তবে শারীরিক দৃঢ়তা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্থৈর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতারও যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া থাকে।

প্রবল ঝটিকাবাতের দ্রুতগতিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোনও শক্তি নাই, তথাপিও উহা বৃহৎ বৃহৎ গৃহ, বৃক্ষাদিও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে সমর্থ হয়। শুনা গিয়াছে, কোনও ঘূর্ণীপাক-প্রবল-ঝটিকাতে একটি দীর্ঘ বংশ-শলাকা একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষকে ভেদ করিয়া অর্দ্ধ-নির্গত হইয়া অবস্থিত ছিল। শলাকাটির অগ্রমুখ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় থাকিলে ইহা অসম্ভব নহে; কারণ আম্রবৃক্ষের অভ্যন্তরে বল-প্রয়োগ-সহ শলাকাটিকে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে উহা আম্রবৃক্ষকে যে আঘাত করিবে, ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মানুসারে আম্রবৃক্ষও সমশক্তিদ্বারা শলাকাটিকে বিপরীত দিকে আঘাত করিবে। সেই আঘাতের ফলেই সাধারণ অবস্থায় আম্রবৃক্ষকে ভেদ করিতে যে সময় লাগিবে, সে-সময়ের মধ্যে শলাকাটি বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু ঝটিকাবাতের প্রবল দ্রুতগতি হেতু শলাকাটি এত বিদ্যুদ্বেগে চলিয়াছিল যে আম্রবৃক্ষের প্রতিঘাত হেতু শলাকাটি ভাঙ্গিবার অবকাশ হওয়ার পূর্ব্বেই, উহা সরলভাবে বৃক্ষকে ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; শলাকাটির কোনও অংশ অবসন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই দ্রুতগতি-নিবন্ধন অন্যান্য অংশের দৃঢ়তা আসিয়া উপর্য্যুপরিভাবে সেই অংশকে সাহায্য করিয়াছিল, পদার্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যাপারকে ক্ষুদ্র শক্তির সমবায় (superposition of small effects) কহিয়া থাকে। গুড়দিশের আঘাতের কার্য্যকারিতাও এইরূপ; তীক্ষ্ণধারের বিভিন্ন বিন্দুগুলি উপর্য্যুপরিভাবে প্রায় একই সময়ে প্রযুক্ত হইয়া অতর্কিতে আশ্চর্য্য ফল দেখাইয়া থাকে।

সর্পের যে দংশন সর্ব্বাপেক্ষা সাজ্ঘাতিক, অর্থাৎ "টিপ" তৎসদৃশ অসির আঘাত, অর্থাৎ "জড়বেশ" অন্য দুই প্রকার আঘাত হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সাজ্ঘাতিক; কারণ "জড়বেশের" আঘাতে সাধারণতঃ হস্তপেশীর শক্তি ও অসির গুরুত্ব-হেতু যত দূর সম্ভব ততদূরই প্রতিপক্ষের শরীরে অসি প্রবিষ্ট হইবে,—পরন্তু প্রতি-পক্ষের শরীর হইতে অসি আপনা হইতে মুক্ত হইয়াও আসিবে না; তাহা মুক্ত করিতেও অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন হইবে। সেই হেতু,—এবং প্রতিপক্ষ "জড়বেশের" আঘাত প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলে তাহাকে পুনরাঘাত করিতে কিম্বা প্রতিপক্ষের প্রতি-আঘাতের প্রতিরোধ করিতে অনেক বিলম্ব হইবে।

বহু লোকের মধ্যে পতিত হইয়া সংগ্রাম কিম্বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে "ত্রাসের" আঘাত বিশেষ কার্য্যকারী ও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় যখনই যাহাকে যে আঘাত করিতে হইবে, তাহা অবস্থা-নুসারে "গুড়দিশে" কিম্বা "জড়বেশে" আরম্ভ ও প্রয়োগ করিয়া "ত্রাসে" অসি চালনা করিয়া তৎক্ষণাৎই অপর কোনও আঘাতের উপক্রম সহকারে সংগ্রামে রত থাকিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

কোনও আঘাতের প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া, অর্থাৎ আঘাতটি ক্ষেপণ করিয়া, পুনরায় সংহরণ কিম্বা প্রত্যাহরণ করিতে হইলে, অধিকাংশ সময়েই কফোণির (কনুইর) ক্রিয়ার সংযমনের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। সমস্ত হস্ত-সন্ধির ক্রিয়ার উপরেই সংযমন আয়ত্ত করিতে পারিলে ক্ষিপ্রকারিতা হেতু ও "ধাঁধাঁর" প্রয়োগে প্রতিপক্ষের ভ্রান্তি উৎপাদনে কৃতিত্ব জন্মিবার সম্ভাবনা।

"গুড়্‌দিশে" প্রয়োগ করিলে আঘাতের তীব্র গতি সাধিত হয়।

"জড়্‌বেশে" প্রয়োগ করিলে আঘাতের সংযমন সহজ-সাধ্য হয়।

"ত্রাসে" প্রয়োগ করিলে আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হয়।

যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের যথাযোগ্য সমাবেশ ও সমন্বয়ে ব্রহ্মসত্ত্বার উপলব্ধি হয়; যেমন বাত, পিত্ত, কফের যথাযোগ্য সমাবেশ ও সমন্বয়ে শরীর, মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্যক্‌ বিকাশ হয়; যেমন নীল, পীত, লোহিতের যথা-যোগ্য সমাবেশ ও সংমিশ্রণে উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হয়; যেমন উদারা, মুদারা, তারার যথাযোগ্য সমাবেশ ও সমন্বয়ে স্বরলিপি সম্যক্‌ পরিস্ফুট হয়; সেইরূপ "গুড়্‌দিশ" "জড়্‌বেশ" ও "ত্রাসের" যথাযোগ্য সমাবেশ ও সমন্বয়ে অসি-চালনা সম্পর্কে সম্যক্‌ উৎকর্ষ প্রতিভাত হইয়া থাকে। "গুড়্‌দিশ", "জড়্‌বেশ" ও "ত্রাসের" সংমিশ্রণে যে গতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "ত্রিত্রাস"।

আততায়ীর সহিত ক্রীড়াকালে আততায়ীকে কত অধিক আঘাত করা হইল তৎপ্রতি অধিক মনোযোগ অপেক্ষা, আততায়ীর সমস্ত আঘাতই প্রতিহত করিতে পারা গেল কি না সেবিষয়েই সম্পূর্ণ মনোযোগ স্থির রাখিয়া সুযোগ অনুসারে আততায়ীকে আঘাতের চেষ্টা দেখাই শ্রেয়স্কর। আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয়; কারণ আততায়ীকে সহস্র আঘাত করিয়াও যদি, তাহার একটি বিশেষ আঘাত প্রতিহত করিতে পারা না যায়, তবেই সর্ব্বনাশ হইবে। তবে শিক্ষায় পূর্ণতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে অনেক সময় আত্মরক্ষা-হেতুই আক্রমণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তথাপিও শিক্ষালাভ-কালে আক্রমণের কৌশল অপেক্ষা আত্মরক্ষার কৌশলের প্রতিই সবিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখাই সঙ্গত। সমস্ত বিষয়-ব্যাপার, ও সমস্ত কার্য্য-কর্ম্মেই আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকিলে, আপদ্‌-বিপদ্‌ ও ভয়-বাধা-বিঘ্ন-হেতু অচির-কাল মধ্যেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইতে কিম্বা অপরের নিগ্রহানুগ্রহভাজন হইয়া থাকিতে হয়।

আত্মরক্ষা-হেতু প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়:—

প্রথমতঃ—হস্তের মুষ্টি হইতে অসির অর্দ্ধাংশের ঠিক মধ্যভাগদ্বারাই,—অর্থাৎ মুষ্টি ব্যতিরেকে অসির ভার-কেন্দ্রের স্থান দ্বারাই প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে। এ-বিষয়ের আবশ্যকতা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে। এই ভার-কেন্দ্র হইতে অসির অগ্রবিন্দুর দিকে যত অধিক দূরের অংশ দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিকার করা হইবে, প্রতিকারও তত অধিক ক্ষীণ হইবে; আবার ঐ ভার-কেন্দ্র হইতে মুষ্টির যত অধিক সন্নিকটবর্ত্তী অংশ দ্বারা প্রতিকার করা হইবে, প্রতিপক্ষও তত অধিক পুনরাক্রমণের (বিশেষতঃ হস্তোপরি) সুযোগ পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিরোধ-হেতু নিজ অসি কিম্বা লাঠি সর্ব্বদা শরীর হইতে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ নাসিকাগ্র ও পুরোবর্ত্তী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংলগ্ন করিলে যে সরল রেখা হইবে, তাহা হইতে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে বক্ষস্থলের সমান্তরাল-ক্ষেত্রে অসি কিম্বা লাঠির মুষ্টি ধারণ করিতে হইবে, এবং সমগ্র অসি কিম্বা লাঠি সর্ব্বদা ঐ ক্ষেত্র অবলম্বনে বক্ষস্থলের সমান্তরাল থাকিবে।

প্রতিপক্ষের আঘাত যেই দিক্‌ হইতে আসিতে থাকিবে, প্রতিরোধ হেতু লাঠি কিম্বা অসি এরূপভাবে ধরিতে হইবে যেন, যে স্থল লক্ষ্য করিয়া আঘাত আসিতেছে, অসি কিম্বা লাঠির মুষ্টির দিকের অর্দ্ধাংশের মধ্যবিন্দু (অর্থাৎ মুষ্টি ব্যতিরেকে অসির ভারকেন্দ্র), সেই দিকেতেই, সেই স্থান হইতে অর্দ্ধহস্ত দূরে থাকে; এবং মুষ্টি ও সমগ্র অসি কিম্বা লাঠি পূর্ব্ব-কথিতভাবে বক্ষের সমান্তরালক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া থাকে।

কারণ, প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অসি কিম্বা লাঠি এইভাবে ধারণ করিলে ইচ্ছানুরূপে হস্তকে সম্মুখেও চালনা করা যায়, এবং প্রয়োজনমতে সঙ্কুচিত করিতেও পারা যায়; কিন্তু হস্ত সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া অসি কিম্বা লাঠি ধরিতে গেলে হস্তের সমস্ত শক্তি পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইয়া যায়, আর ইচ্ছানুরূপে হস্ত-প্রসারণ কিম্বা সাময়িক বল-প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না কেবলমাত্র

ভিতরের দিকে হস্তকে সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় ; কিন্তু এইরূপে সঙ্কুচিত করিতে গেলে, অধিকাংশ সময়েই প্রতি-পক্ষের আঘাতের তীব্রতা-হেতু নিজ হস্তের অসি কিম্বা লাঠি নিজ শরীরেই পতিত হয় ; আবার একেবারে শরীরের সহিত সংলগ্ন করিয়া ধরিলেও প্রতিপক্ষের আঘাত অতি সামান্য মাত্রই প্রতিহত হইবে।

তৃতীয়তঃ—প্রতিপক্ষ কোনও স্থান লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে, সেই লক্ষ্যস্থান ও প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা অসির মধ্যে, যে কোনও রূপে নিজ লাঠি কিম্বা অসি ধারণ করিলে, প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা অসির সঙ্গে এক প্রকার সংঘর্ষ হইবে বটে, কিন্তু ঠিকভাবে ধারণ না করিলে, প্রতিপক্ষের আঘাত ঠিক লক্ষ্য স্থানে পতিত না হইলেও ছুটিয়া যাইয়া অন্য কোনও স্থানে পতিত হইতে পারে ; তাহাতে কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা হইবে না। সুতরাং লাঠি কিম্বা অসি এরূপভাবে ধরিতে হইবে, যে প্রতিপক্ষের আঘাত কোনরূপেই নিজ শরীরের কোনও স্থানে পতিত হইতে না পারে। এইরূপ করিতে হইলে একটি বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে!

যেমন কোনও গোলা (ball) ঠিক লম্বভাবে ঊর্দ্ধ হইতে ভূমিতে আহত হইলে প্রতিঘাত-হেতু ঠিক লম্বভাবেই যে পথে পড়িয়াছিল সে পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, কিন্তু একটু বক্রভাবে ভূমিতে পতিত হইলে অনুরূপ বক্রভাবেই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইবে, সেইরূপ প্রতিপক্ষের আঘাত যে দিক লক্ষ্যে আসিতেছে, সেই দিকের সহিত নিজ লাঠি কিম্বা অসি ঠিক "সমকোণ" করিয়া ধরিলে, প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা অসি চ্যুত হইয়া কোন দিকেই ছুটিয়া যাইতে পারিবে না,—নিজ হস্ত ও অসি কিম্বা লাঠি বিশুদ্ধভাবে ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলে, প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা লাঠি যে পথে আসিবে, প্রতিঘাত-হেতু হয় সে পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, নতুবা যে স্থানে পতিত হইবে সেই স্থানেই স্থির থাকিবে।

ঐভাবে "সমকোণ" করিয়া ধরিতে গেলে অনেক সময়েই নিজ লাঠি কিম্বা অসি নিম্ন-মুখ হইয়া থাকিবে, এমতাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিজ লাঠি কিম্বা অসির স্থিতি ক্রম-নিম্ন থাকাহেতু তদুপরি প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা লাঠি পতিত হইয়া ঐ নিম্ন-পথে গড়াইয়া যাইয়া শরীরের অন্যত্র যাইয়া লাগিতে পারে ;—কিন্তু এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, মুক্ত ও ভারী পদার্থই কোনও ক্রম-নিম্ন পথে লম্বভাবে পতিত লইলেও নিম্নাভিমুখেই চলিয়া যায় ; ক্রীড়াকালে অসি কিম্বা লাঠি হস্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযত থাকে, কাজেই মুক্ত পদার্থের ন্যায় নিম্নাভিমুখে গড়াইয়া যাইতে পারে না ; আবার লাঠি কিম্বা অসির আঘাত যেরূপ দ্রুতগতিতে চলিয়া থাকে, তাহার তুলনায় লাঠি কিম্বা অসির ভার-হেতু বেগ এত ক্ষুদ্র, যে, তাহাতে অসির গতি হেতু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল অতিক্রম করিয়া নিম্নাভিমুখে অসির গড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনাও একেবারেই থাকিতে পারে না।

এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রথম শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষকগণের লাঠি ইত্যাদি সহযোগে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াই সঙ্গত।

স্থিতি

(দাঁড়াইবার ভঙ্গী)।

শিক্ষালাভ-কালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সম্মুখ-ভাবে প্রমাণ এক লাঠির দূরত্বে, অর্থাৎ দুই হস্ত অষ্ট অঙ্গুলী দূরে দাঁড়াইতে হইবে। একটি প্রমাণ লাঠি ভূমিতে রাখিয়া ঐ লাঠির প্রান্তদ্বয়ে বিপরীতভাবে উভয়ের দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া ঐ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্বদেশ ঐ লাঠির সঙ্গে এক সরল রেখাতে রাখিতে হইবে, তৎপর উভয়ের বাম পদ দক্ষিণ পদের সমান্তারালভাবে দক্ষিণ পদ হইতে চারি অঙ্গুলী ব্যবধানে সরল-ভাবে পশ্চাৎদিকে লইয়া গিয়া দক্ষিণ জানু এরূপভাবে ভঙ্গ করিয়া দিতে হইবে, যেন, দক্ষিণ জঙ্ঘা ভূমির উপর ঠিক লম্বভাবে থাকে। তৎপর উভয়ের বক্ষস্থল ঠিক সমান্তরালভাবে অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে, যেন, নিজ নিজ দক্ষিণ স্কন্ধ ও দক্ষিণ জানু লম্বভাবে এক সরল রেখাতে থাকে। বামপদ পশ্চাদ্দিকে এরূপ-ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যেন, মস্তক, সমগ্র শরীর ও সমগ্র বাম উরু, জানু ও জঙ্ঘা এক সরল রেখাতে থাকে এবং বাম জঙ্ঘা ভূমির সঙ্গে এক সমকোণের

আনুমানিক দুইএর তৃতীয় অংশ কোণ করিয়া থাকে তৎপর কটীতে ভর করিয়া বক্ষস্থল ও গ্রীবাদেশ দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সে অবস্থায় বামপদসহ শরীরটি সম্মুখের দিকে ধনুকের ন্যায় বক্রাকৃতি হইবে, এবং দক্ষিণ জানু সম্মুখের দিকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া পড়িবে, তখন দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ জানু ও নাসিকাগ্র লম্ব-ভাবে এক সরল রেখাতে থাকিবে। সে সময়ে নিজ পাদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্বের সমসূত্রে দুইটি সরল রেখা কল্পনা করিয়া বর্দ্ধিত করিলে ঐ সরল রেখাদ্বয় অর্দ্ধ সমকোণ-ব্যবধানে মিলিত হইবে। সেইহেতু বামপদের অগ্রভাগ ঈষৎ বামে যাইবে।

চক্ষু সর্ব্বদা প্রতিপক্ষের চক্ষুর উপরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে, তবেই উভয়ের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, চেষ্টা ও ক্রিয়াকলাপ চক্ষুতে চক্ষুতে প্রতিফলিত হইয়া মন ও বুদ্ধিকে সতর্ক করিয়া দিবে।

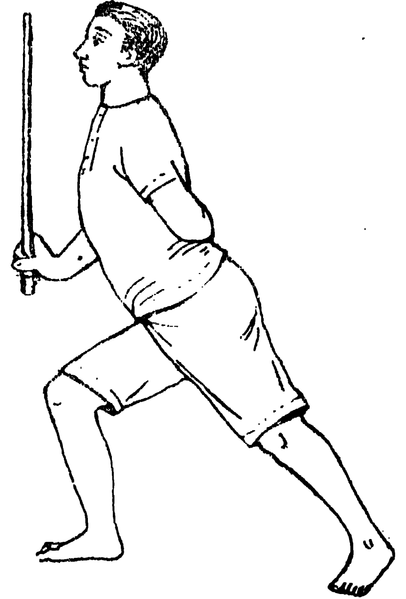
ক্রীড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বামহস্ত কণুই অবধি পশ্চাদ্দিকে কটীতে সংলগ্ন থাকিবে; তাহাতে বামস্কন্ধ বক্রভাবে দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে ঈষৎ মাত্র পশ্চাতে যাইবে; এই পদ্ধতিতে দাঁড়াইবার ভঙ্গীর নাম "একাঙ্গ স্থিতি।"

দক্ষিণ কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে ভূমিতে একটি লম্বরেখা কল্পনা করিলে, দক্ষিণ হস্তমুষ্টি তাহা হইতে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠি কিম্বা অসি বক্ষস্থলের সমান্তরাল ক্ষেত্র অবলম্বনে থাকিবে, ও অসির অগ্রবিন্দু বামকর্ণের সমসূত্রে বামদিকে অর্দ্ধহস্ত দূরে ও সম্মুখে থাকিবে; এইভাবে লাঠি কিম্বা অসি ধারণ করাকে "ভদ্রকান্তি" বলে। এইভাবে লাঠি কিম্বা অসি ধারণ করিলে সকল দিকেই সমান ভাবে চালনা করিবার স্থবিধা থাকে। "ভদ্রকান্তি" সহ "একাঙ্গের" ভঙ্গীতে দাঁড়াইবার নাম "একাঙ্গের অভিযান স্থিতি।"

বাম হস্তে অভ্যাস করিবার কালে বামপদ অগ্রে থাকিবে, এবং উল্লিখিত বর্ণনা মধ্যে "বাম" শব্দ স্থলে "দক্ষিণ" এবং দক্ষিণ শব্দস্থলে "বাম" ধরিয়া লইলেই হইবে।

ক্রীড়াকালে কদাচ যেন মুখদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস চালিত না হয়, পরিধেয় বসন (প্যাণ্ট, লেঙ্গুটী, ধুতি, যাহাই হউক না কেন) যেন সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, অথচ যেন অতি দৃঢ় না হয়; যেন অণ্ডকোষ ও মূত্রনালী দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে, অথচ যেন কোনরূপ আবদ্ধতা কিম্বা বন্ধনের তীব্রতা অনুভূত না হয়।

নিম্নে "একাঙ্গ স্থিতির" একটী চিত্র দেওয়া গেল :—



একাঙ্গের অভিযান স্থিতি

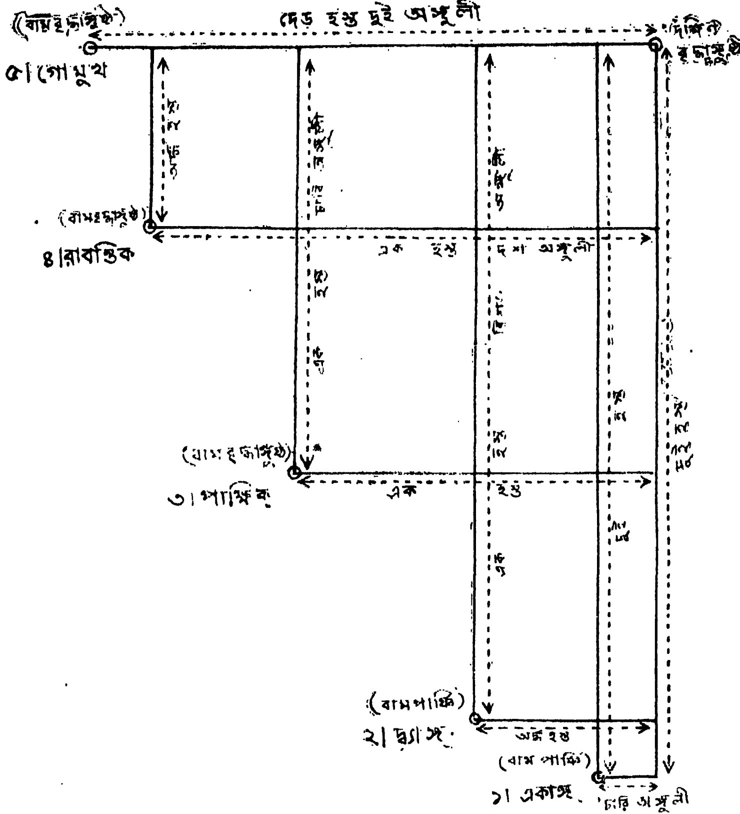
এইভাবে দাঁড়াইতে প্রথমতঃ একটু কষ্ট বোধ হইবে বটে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা এরূপ করিতে হইবে যেন, সমস্ত দিন এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে ও কষ্টানুভব না হয়।

"শরীরের নাম মহাশয়,
যা সহাবে তাই সয়"।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

যেমন ঘর, বাড়ী, দালান প্রভৃতির ভিত্তি দৃঢ় না হইলে, তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সেইরূপ দাঁড়াইবার পদ্ধতি দৃঢ় ও বিশুদ্ধ না হইলেও অধিক সময় প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যায় না; সেইহেতু প্রথম হইতেই দাঁড়াইবার পদ্ধতির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্তই আবশ্যক।

দাঁড়াইবার পদ্ধতি সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার যথা :— একাঙ্গ, দ্ব্যঙ্গ, পাক্ষিক, রাবাস্তিক, ও গোমুখ। এতৎ-সম্পর্কে একটি চিত্র দেওয়া গেল :—



"স্থিতি"-চিত্র

"একাঙ্গ স্থিতিতে" দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ও বামপদের পাষ্ণির (গোড়ালীর) দূরত্ব পশ্চাদ্দিকে লম্বভাবে প্রায় দুই হস্ত এবং পার্শ্বের দিকে লম্বভাবে চারি অঙ্গুলী হইবে।

এক হস্তে লাঠি কিম্বা অসি ও অপর হস্ত নিষ্ক্রিয় থাকিলে "একাঙ্গ স্থিতি" প্রশস্ত।

"দ্ব্যঙ্গ স্থিতিতে" দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ও বামপদের পাষ্ণির (গোড়ালীর) দূরত্ব পশ্চাদ্দিকে লম্বভাবে একহস্ত বিশ অঙ্গুলী এবং পার্শ্বের দিকে লম্বভাবে অৰ্দ্ধহস্ত হইবে।

এক হস্তে লাঠি কিম্বা অসি ও অপর হস্তে শৃঙ্গসহ ক্রীড়াকালে "দ্ব্যঙ্গ স্থিতি" প্রশস্ত।

"পাক্ষিক স্থিতিতে" উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দূরত্ব পশ্চাদ্দিকে লম্বভাবে সাধারণতঃ এক হস্ত চারি অঙ্গুলী এবং পার্শ্বের দিকে এক হস্ত হইয়া থাকে ; "পাক্ষিক" স্থিতিতে বামপদ অঙ্গুলীতে ভর করিয়া থাকে এবং প্রয়োজন মতে ঐ পদ স্থান পরিবর্ত্তনও করিয়া থাকে, সময় সময় পশ্চাদ্দিক দিয়া দক্ষিণ পদেরও দক্ষিণে চলিয়া যায়।

উভয় হস্তে লাঠি কিম্বা অসিসহ ক্রীড়াকালে "পাক্ষিক স্থিতি" প্রশস্ত।

"রাবাস্তিক স্থিতিতে" উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দূরত্ব পশ্চাদ্দিকে লম্বভাবে অৰ্দ্ধহস্ত হইয়া থাকে, এবং পার্শ্বের দিকে এক হস্ত দশ অঙ্গুলী হইয়া থাকে। "রাবাস্তিক" স্থিতিতে পদদ্বয়ের স্থান নির্দ্দেশ অবস্থানুসারে সম্মুখে কিম্বা পশ্চাতে উভয় দিকেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রীড়ায় রত হইতে হইলে, "রাবাস্তিক স্থিতি"ই প্রশস্ত।

"গোমুখ স্থিতিতে" উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযোগ করিলে যে সরল রেখা হইবে, তাহা বক্ষস্থলের সমান্তরাল হইবে, এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দূরত্ব দেড় হস্ত দুই অঙ্গুলী হইবে।

বহু আততায়ীর মধ্যে পতিত হইলে এবং চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিতে হইলে "গোমুখ স্থিতি"ই প্রশস্ত।

সর্ব্বপ্রকার স্থিতিতেই পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকের পার্শ্বের সমসূত্রে সরল রেখা কল্পনা করিয়া বর্দ্ধিত করিলে রেখাদ্বয় অৰ্দ্ধ সমকোণ ব্যবধানে মিলিত হইবে ; এবং যে হস্তে লাঠি কিম্বা অসি থাকিবে, সেই দিকের জানু সম্মুখের দিকে বক্র-ভাবে থাকিবে।

হস্ত, পদ, শরীর প্রভৃতির দৈর্ঘ্য সকল ব্যক্তির সমান অনুপাতে হয় না, তাই বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থিতিগুলির সম্পর্কে পদ প্রভৃতির দূরত্বেরও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

ঢাল ও শৃঙ্গ

চর্ম্ম, বেত্র কিম্বা দারুময় ঢাল যতই দৃঢ় হউক না কেন, সুশিক্ষিত অসিধারীর অসির আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না; আবার লৌহময় ঢালও অত্যন্ত গুরুভার লইয়া পড়ে বলিয়া তৎসহ অসি পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে; লৌহময় ঢাল ধারণ করিলে অসিধারীর ক্ষিপ্রকারিতা বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়; তাই দস্যুগণ ও ঠগ্‌গণ প্রথমতঃ অরণ্য-মধ্যে সহজলব্ধ কৃষ্ণসার মৃগের (antelope) মোড়ান শৃঙ্গ দুইটিকে বিপরীতভাবে সংলগ্ন করিয়া তাহা দ্বারাই ঢালের কাজ করিত, কিন্তু তাহাও অসির আঘাতে কাটিয়া যাইত; কালক্রমে অসিধারিগণ ঐরূপ শৃঙ্গের সম্মুখে চারি অঙ্গুলী ব্যাসের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহঢাল সংলগ্ন করিয়া লইত এবং অভ্যাসদ্বারা প্রতিপক্ষের সমস্ত আঘাতই ঐ ক্ষুদ্র ঢালদ্বারা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইত, অধিকন্তু শৃঙ্গ দুইটির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগদ্বারা সময়ে সময়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেও সমর্থ হইত। পরিশেষে কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গের অনুরূপে ইস্পাত-নির্ম্মিত কৃত্রিম শৃঙ্গ প্রস্তুত করিয়াও অসিধারিগণ ঢালের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিত।

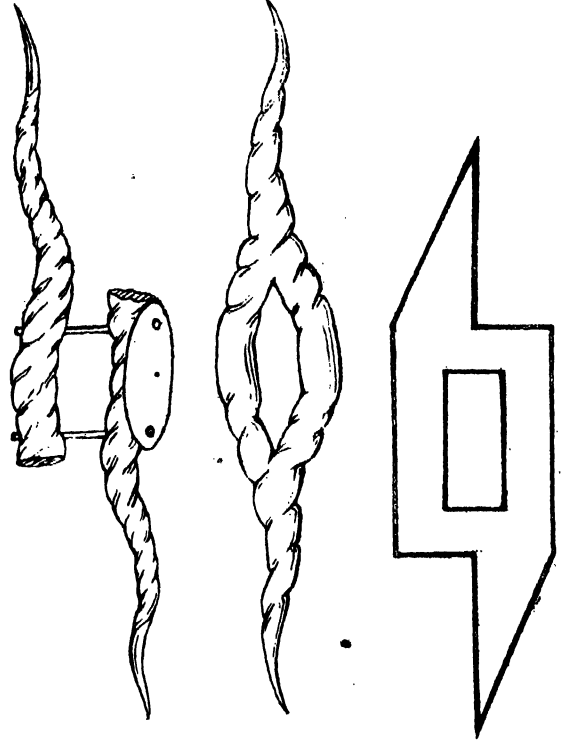
যে-পদ্ধতির লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা বর্ণনা করিতে যাইতেছি, তাহাতে ঢালের পরিবর্ত্তে "শৃঙ্গ"ই উল্লিখিত হইবে।

পার্শ্বে কয়েক প্রকার শৃঙ্গের আকৃতি প্রদর্শিত হইল :—

প্রথম অভ্যাসকালে কাষ্ঠ নির্ম্মিত শৃঙ্গই সুবিধাজনক হইয়া থাকে।

সাধারণ হিত-বাক্য

১। যে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক না কেন, এবং শক্তি সামর্থ্য যতই প্রবল থাকুক না কেন, সামান্য নির্ব্বুদ্ধিতা কিম্বা অসতর্কতা-হেতু সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে; সুতরাং বুদ্ধির প্রাধান্য সর্ব্ব-প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। যে কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা সম্পন্ন করিবার উপযোগী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সতর্কতা অর্জ্জন ও অর্চ্চনা না করিয়া, সেই কর্ম্মে অগ্রসর হওয়ার দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাচ কল্যাণকর নহে। বিনয়, ঐকান্তিকতা ও সদ্‌গুরুতে ভক্তি না থাকিলে কদাচ বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সতর্কতা লাভ করিতে পারা যায় না।



শৃঙ্গ (কৃষ্ণসার শৃঙ্গ নির্ম্মিত) শৃঙ্গ (ইস্পাত নির্ম্মিত) শৃঙ্গ (কাষ্ঠ নির্ম্মিত)

বিপদ্ নিত্য উপস্থিত হয় না বটে, কিন্তু মূর্খতা কিম্বা অসতর্কতা নিবন্ধন বিপদ্ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া একদিনেই সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারে।

২। সাহসে বুক বাঁধিতে না পারিলে কদাচ কোনও গুরুতর কিম্বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। সাহসে ভর করিয়া অনুশীলনসহকারে কর্ম্মপথে অগ্রসর না হইলে কদাচ অপরিজ্ঞাত কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে না। সুতরাং বুদ্ধির পরবর্ত্তী অবলম্বনীয় বিষয়ই সাহস; অভ্যাসের দ্বারাই, অর্থাৎ জ্ঞানবিচার পরিচালনা সহকারে সাহসিক কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইতেই সাহস বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৩। বুদ্ধি এবং সাহস বর্ত্তমান থাকিলেও তৎপরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় বিষয় কৌশল। কোনও বিষয়ে কৌশলী হইতে হইলে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিনীতভাবে ভক্তি ও নিষ্ঠাসহকারে সেই বিষয়ে সর্ব্বদা গুরুবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত ও মনোযোগী হইয়া গুরু-উপদেশ অনুযায়ী কর্ম্মে রত থাকিতে হয়। যাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নাই, তাহারা কদাচ কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

৪। বুদ্ধি, সাহস এবং কৌশলের পরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় বিষয় ক্ষিপ্রকারিতা। দীর্ঘসূত্রতা এবং আলস্য ও জড়তা দূর করাই ক্ষিপ্রকারিতা লাভের প্রধান উপায়। কোনও একটি কৌশল শিখিয়া আর তাহার অভ্যাস ও আলোচনা না করিয়া নিজ মনে নিজকে কৌশলী জ্ঞান করিলেই কোনও সুফল পাওয়া যায় না; কার্য্যকালে ঐ কৌশল প্রয়োগ করিতেও পারা যায় না। শিক্ষিত কৌশলের বারম্বার আলোচনা ও অনুশীলনদ্বারা ক্ষিপ্রকারী হইতে পারিলে, ক্রমে কৌশল প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। মন, চক্ষু, হস্ত, পদ ও শরীর সম্পর্কিত ক্ষিপ্রকারিতা পর্য্যায়-ক্রমে শেষের দিক হইতে ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়।

মন ও বুদ্ধির ক্ষিপ্রকারিতা, ওজস্বিতা ও তীক্ষ্ণতার নাম "ফুরৎ" (স্ফূর্ত্তি); দৃষ্টিশক্তির ক্ষিপ্রকারিতা, প্রখরতা ও বিশুদ্ধতার নাম "তুড়ৎ" (তড়িত্বৎ); এবং অঙ্গ-চেষ্টার ক্ষিপ্রকারিতা, উৎফুল্লতা ও লঘু গতির নাম "ঝুড়ৎ'; (ঝটিত, ঝট্‌পট্)।

অসি ক্রীড়াকালে "ফুরৎ" সহযোগে আক্রমণ, আঘাত-প্রয়োগ ও প্রতিকার করিবে; „তুড়ৎ" সহযোগে প্রবৃত্ত হইবে ও লিপ্ত থাকিবে; এবং "ঝুড়ৎ" সহযোগে (ঝট্‌পটে) অঙ্গ-চেষ্টা করিবে।

৫। বুদ্ধি, সাহস, কৌশল এবং ক্ষিপ্রকারিতা থাকিলেও বল ও শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। বল ও শক্তি লাভের প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য, সৎগ্রন্থপাঠ, সৎসংসর্গ, সৎ বিষয়ের আলোচনা, দুষ্ট-সংসর্গ পরিত্যাগ, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সত্যানুরক্তি, পরিমিত আহার, বিহার ও বাক্য প্রয়োগ, ব্যায়াম-চর্চ্চা, পরিশ্রম, কষ্ট সহিষ্ণুতা, শীত-বাত-গ্রীষ্ম-রৌদ্র-বৃষ্টি ও অনাহারাদির কঠোরতা সহ্য করিবার অভ্যাস, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন, মানসিক প্রফুল্লতা, তুষ্টি ইত্যাদি।

শারীরিক বলের নাম "যুদ্" (যোধ, যুদ্ধকারী) অন্যান্য শক্তির প্রয়োজন থাকিলে ও শারীরিক বল অথবা লোকবল না থাকিলে প্রকৃত যুদ্ধকারী হওয়া অসম্ভব। "লোকবল" বহু শারীরিক বলের সমষ্টি মাত্র।

মানসিক বলের নাম "মুদ্" (মুদ, মুদা = হর্ষ, প্রীতি) যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক প্রকৃত আনন্দ (মুদা) বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত মানসিক বল ও স্থির থাকে।

বুদ্ধি বলের নাম "সুদ্" (সুধী; সু = উত্তম, শ্রেষ্ঠ; ধী = ধারণাসহ বিচার শক্তি),

৬। এই পাঁচটি বিষয়ের উপর সমভাবে ধৈর্য্যের প্রাধান্য, সাধারণতঃ যাহা "দম" (শম-দম) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানব ধৈর্য্যচ্যুত হইলে, অর্থাৎ দম-হারা হইলে, তাহার বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত সৎগুণই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং সে প্রমাদগ্রস্ত হইয়া হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও দম বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায় মনের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অধ্যবসায়। চঞ্চলতা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

যদিও বুদ্ধি প্রভৃতির গুণের উপরে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও দমেরই প্রাধান্য তথাপি বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলী না থাকিলে শুধু ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও দমের সাহায্যে কোন ফলই লাভ হয় না।

যদিও বল এবং শক্তি অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারিতা, কৌশল প্রভৃতিরই প্রাধান্য অধিক, তথাপিও কিঞ্চিৎ বল ও শক্তি না থাকিলে, শুধু ক্ষিপ্রকারিতা কিম্বা কৌশলে কোনই ফল লাভ হয় না; এবং বল ও শক্তির অভাবে সময় সময় কৌশল ও যথাযোগ্য রূপে প্রয়োগ করা যায় না; এমন কি, বল ও শক্তির অভাবে কোন কোন কৌশল অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই হেতুই শিশুগণের অস্থি ও মাংস দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ বৈজ্ঞানিক কৌশল অভ্যাস করা সঙ্গত নহে। শিশুকাল জটিল ব্যায়াম-কৌশলেরর অভ্যাস আরম্ভ

করিলে অনেক স্থলেই শিশুগণের অস্থি প্রভৃতি সম্যক-রূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না; এবং অধিক বয়স হইলেও তাহাদের খর্ব্বাকৃতি কিম্বা পঙ্গু হইয়া থাকিবারই সম্ভাবনা অধিক।

যদিও ক্ষিপ্রকারিতা অপেক্ষা কৌশলেরই প্রাধান্য অধিক, তথাপিও ক্ষিপ্রকারিতার অভাবে অনেক সময়ে কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়।

যদিও বল, কৌশল প্রভৃতি হইতে সাহসেরই প্রাধান্য অধিক, তথাপিও বল, ক্ষিপ্রকারিতা, কৌশল প্রভৃতি কোনরূপ গুণ না থাকিলে সাহস করিতে যাওয়া বৃথা ও বিপজ্জনক মাত্র।

আবার বুদ্ধির প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও, সাহস, বল, কৌশল, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলে মানব হস্ত-পদ-বিহীন মস্তকের ন্যায় অকর্ম্মণ্য এবং অধিকাংশ স্থলেই জগতের উৎপাত-স্বরূপ হইয়া থাকে।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, "যুদ্ধের চাই তিনটি, যথা,—সময়, সুবিধা ও সহিষ্ণুতা"। তাই এই জীবন-যুদ্ধে কদাচ সময় হারাইতে নাই; কোনও সুযোগ-সুবিধাই নিষ্ফলে ছাড়িয়া দিতে নাই; কদাচ অধৈর্য্য হইতে নাই; এবং সর্ব্বদাই ভবিষ্যৎ কল্যাণ-লাভ-হেতু যত্নবান থাকিতে হয়; আবার অসময়ে কোন কর্ম্মেই অগ্রসর হইতে নাই।

সাধারণতঃ সপ্ত-সাদি-সম্পন্ন সুদক্ষ অসিধারীগণই অসি-যুদ্ধে অজেয় হইয়া থাকে; সপ্তসাদি যথা,—

সময়, সুবিধা, সহিষ্ণুতা, সাহস, সতর্কতা, সৎসঙ্গ (সদ্বুদ্ধি), ও স্ফূর্ত্তি।

পাঠারম্ভ

প্রথম পাঠগুলি কেবলমাত্র সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের—বিশেষতঃ মন, চক্ষু ও হস্ত-সন্ধিগুলির জড়ত্ব দূর করিয়া লঘুত্ব সাধনের নিমিত্ত; এবং বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন স্থানীয় আঘাতগুলির ক্ষেপণ (প্রয়োগ-করণ), প্রত্যাহরণ ও সংহরণ (ফিরাইয়া লওয়া), সংহরণ ও সম্বরণ (সংযত করিয়া রাখিয়া দেওয়া সম্পর্কে পূর্ণ শিক্ষালাভ ও আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের সর্ব্বপ্রকার আঘাতই কর্ত্তন করিবার (প্রতিহত কিম্বা নিষ্ফল করিবার) নিমিত্ত বিভিন্ন কৌশল-সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্ষিপ্রকারিতা, প্রজ্ঞা ও দিব্যজ্ঞান (instinctive intuition) লাভের জন্যই বুঝিতে হইবে।

প্রথম-শিক্ষার্থীগণ যেন কদাচ এরূপ মনে না করেন, যে, প্রকৃত আততায়ীর সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ-কালে প্রথম পাঠানুযায়ী নিয়ম ও ভঙ্গীগুলির অনুকরণ করিয়াই আঘাত-প্রতিঘাতাদি করিতে হইবে। ঐরূপ করিতে গেলে নিতান্তই অপদস্থ হইতে হইবে।

আততায়ীর সঙ্গে সংঘর্ষ-কালে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে মন, চক্ষু, হস্ত-পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির বিভিন্ন কর্ম্ম-চেষ্টাগুলি ক্ষিপ্রকারিতা-সহ আপনা-আপনিই যথাযোগ্য স্থানে ও যথাযোগ্য-রূপে প্রযুক্ত হইয়া অভীষ্ট ফল সাধন করিয়া থাকে। তবে সংঘর্ষ-কালে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই জয়লাভ করিয়া থাকে।

ক্ষিপ্রকারিতা-নিবন্ধন অধিকাংশ স্থলেই প্রয়োগ-কর্ত্তা নিজেই নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিভূত কর্ম্ম-চেষ্টাগুলির অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না।

এতদনুরূপে দিব্যজ্ঞান-লাভের সাহায্য হেতুই বিভিন্ন পাঠগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বহু পরীক্ষার ফলেই পাঠগুলির বিভিন্ন সমাবেশ ও সমন্বয় এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেন শিক্ষার্থীগণ প্রকৃত নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকিলে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্রকারিতা ও দিব্যজ্ঞান-লাভের পথ যথেষ্ট সুগম হইয়া পড়ে। ধৈর্য্যের সহিত প্রথম পাঠগুলি ধীরে-ধীরেই অভ্যাস করিতে হইবে; দ্রুত-চালনা ক্রমে অভ্যাস করাই সঙ্গত। কখন কি ভাবে, কত পরিমাণে দ্রুত চালনার অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা যথাস্থানেই নির্দ্দিষ্ট হইবে; সে সম্বন্ধে উপযুক্ততা-অনুসারেই শিক্ষকগণ যথাসময়ে উপদেশ দিবেন।

কিন্তু সর্ব্বদাই সমস্ত আঘাতের প্রয়োগ, কর্ত্তন (প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিকার), দাঁড়াইবার ভঙ্গী প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা-সম্বন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। শিক্ষা-সম্পর্কে বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা না থাকিলে (বিশেষতঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কে), শিক্ষার্থীগণ কদাচ উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয় না।

পাঠ-পর্য্যায় মূলতঃ ছয় অঙ্গে বিভক্ত, যথা,—(১) ঘাত, (২) সমঘাত (শ্যামঘাত), (৩) বিষমঘাত (মিল্‌বাট্‌), (৪) চতুর্ম্মুখী, (৫) মিশ্রঘাত, ও (৬) নির্ঘাত (ছুট্‌)।

ঘাত ঃ—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতির বিভিন্ন আঘাত ও তাহার প্রতিকার-সম্বন্ধে শিক্ষালাভ, ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গ-চালনা আয়ত্ত করাই "ঘাত"-পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য। "ঘাত"-শিক্ষা-কালে ধীরে-ধীরে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর। প্রথম প্রথম তাড়াতাড়ি করিতে গেলে আঘাত ও প্রতিকার-সম্পর্কে বিশুদ্ধতা জন্মিতে পারে না। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন "ঘাত"-অভ্যাসে সম্পূর্ণ দক্ষতা না জন্মিলে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব।

সমঘাত (শ্যামঘাত) ঃ—"সমঘাত"-পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত উভয় ব্যক্তিকেই সমান-ভাবে পর্য্যায়-ক্রমে এক-একটি আঘাতের প্রয়োগ ও প্রতিকারের (কর্ত্তনের) অভ্যাস করিতে হয়। "ঘাত"-শিক্ষা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে পরিসমাপ্ত হইলে "সমঘাত"-পর্য্যায়েই দ্রুত ও অতি দ্রুত চালনার অভ্যাসে কৃতিত্ব জন্মিয়া থাকে।

বিরুদ্ধ গতির দুই মেঘের সংস্পর্শে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় বলিয়া যে ধারণা আছে, সেইরূপ "সমঘাত" ক্রীড়া-কালে দ্রুত চালনায় উভয় পক্ষীয় লাঠির ঘাত-প্রতিঘাতে বিদ্যুৎ-বৎ প্রত্যক্ষ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই হেতুই "সমঘাতের" অপর এক নাম **"শ্যামঘাত"**। মেঘের এক নাম "শ্যাম"। "শ্যামঘাত"-ক্রীড়াকালে লাঠির ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, ক্রীড়ারত উভয়েরই "শ্যামঘাত"-পর্য্যায়ে কৃতিত্ব জন্মিয়াছে। হস্তচালনায় ক্ষিপ্রকারিতা-সাধনই "সমঘাত"-পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য।

বিষমঘাত ঃ—"বিষমঘাত"-পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত ব্যক্তি-দ্বয়কে নিয়ম-পদ্ধতি-অনুসারে অসমানভাবে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন আঘাতের প্রয়োগে ও প্রতিকারের (কর্ত্তনের) অভ্যাস করিতে হয়। মন ও চক্ষুর ক্ষিপ্রকারিতা-সাধনই "বিষমঘাত" পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য। "বিষমঘাত পর্য্যায়ে" আঘাত-সমাবেশের বিভিন্ন আঘাতগুলি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বণ্টন করিয়া মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই পর্য্যায়ের অপর এক নাম "মিল্‌বাট্‌"।

"চতুর্ম্মুখী"—"চতুর্ম্মুখী"-পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত উভয় ব্যক্তিকেই এক হস্তে লাঠি ও অপর হস্তে শৃঙ্গ লইয়া সমানভাবে একসঙ্গে পরস্পর লাঠিদ্বারা আঘাত ও শৃঙ্গদ্বারা পরস্পরের আঘাতের প্রতিকার করিতে হয়। "চতুর্ম্মুখী"-পর্য্যায় হইতেই শৃঙ্গ-চালনার প্রকৃত অভ্যাস আরম্ভ হইয়া থাকে। দুই লাঠি, ও দুই শৃঙ্গ, এই চারিটি এক সঙ্গেই প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই পর্য্যায়ের নাম "চতুর্ম্মুখী"।

"মিশ্রঘাত" ঃ—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ পর্য্যায়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণেই মিশ্রঘাত-পর্য্যায়ের বিভিন্ন সমাবেশগুলির উদ্ভব হইয়াছে। "মিশ্রঘাতের" অভ্যাস হইতেই ক্রমে "নির্ঘাত" খেলিবার অর্থাৎ আততায়ীসহ প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে।

নির্ঘাত ঃ—"নির্ঘাত"-শিক্ষা-কালে আততায়ীকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত নির্দ্দয়ভাবে নিশ্চিত ও অমোঘ আঘাত করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হয় বলিয়াই এই পর্য্যায়ের নাম "নির্ঘাত।" "নির্ঘাতের" অপর নাম "ছুট"; কারণ, এই পর্যায়ে পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়গুলির বিধি-নির্দ্দিষ্ট (বিধি অর্থে স্থির) নিয়ম-শাসনগুলির তীব্রতা-সম্পর্কে সবিশেষ মনোযোগী হওয়ার দরকার হয় না; "ছুট" অর্থে বন্ধনহীন, মুক্ত।

ঘাত-অভ্যাসে হস্ত-চালনায় বিশুদ্ধতার সূত্রপাত হইতে থাকে।

শ্যামঘাত-অভ্যাসে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষিপ্রকারিতা জন্মিয়া থাকে।

বিষমঘাত-অভ্যাসে বুদ্ধি-বৃত্তির স্থিরতা, মনের ক্ষিপ্রকারিতা ও দৃষ্টি-শক্তির বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

চতুর্ম্মুখী-অভ্যাসে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সমবেত-ভাবে উভয়-হস্ত-চালনায় দক্ষতা জন্মিয়া থাকে।

নির্ঘাত-অভ্যাসে সর্ব্বরূপ আতঙ্ক দূর হয় এবং সাহস বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পদ-চালনার বিভিন্ন পদ্ধতি-অনুসারে "নির্ঘাত" মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা :—১। হনুমন্তী ; ২। শঙ্খাসুরী ; ৩। শূরসেনী। পদ-চালনার প্রাকৃত নাম পাদ-তাড়ি (পায়তারা, পাইতারা)।

হনুমন্তী :—"হনুমন্তী"-পদ্ধতিতে অত্যধিক লম্ফ-ঝম্ফ-সহকারে ঘুরিতে-ফিরিতে হয় এবং ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কখনও অগ্রে, কখনও পশ্চাতে ধাবিত হইয়া সুকৌশলে ও উপযুক্ত অবসরে আততায়ীকে আঘাত করিতে ও আততায়ীর আঘাতকে প্রতিহত কিম্বা ব্যর্থ করিতে হয়। কথিত আছে যে, উরু-ভঙ্গ-কালে ভীম ও দুর্য্যোধন এই পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শঙ্খাসুরী :——"শঙ্খাসুরী"-পদ্ধতিতে তীব্রবেগে শত্রুর ও শত্রু-আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয় ; শত্রুকে আহত, প্রতিহত কিম্বা বশীভূত না করিয়া কদাচ ফিরিতে হয় না ; কদাচ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে নাই ; এবং কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতা-সহকারে পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশদ্বয়ের সংরক্ষা-সাধন করিতে-করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। শঙ্খ-নামে কোনও বিখ্যাত অসুর এইভাবে যুদ্ধ করিত বলিয়াই এই পদ্ধতির নাম "শঙ্খাসুরী" হইয়াছে।

শূরসেনী :—"শূরসেনী"-পদ্ধতিতে দ্রুত-গতিই সর্ব্ব-প্রধান বিশেষত্ব। ভূমিতে পতিত হইলেও গতির দ্রুততা-নিবন্ধন যোদ্ধা কখনও উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) পতিত হয় না। এই পদ্ধতিতে দ্রুতগতি-সহকারেই বহু আততায়ীকেও একাকী বেষ্টন করিয়া আঘাত করিতে হয়, অপেক্ষাকৃত হীনবল আততায়ি-গণ সর্ব্বদাই গতির বেষ্টনের মধ্যে পতিত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, এবং কোনক্রমেই আক্রমণ কারীর পার্শ্ব কিম্বা পৃষ্ঠদেশ-আক্রমণের অবসর পায় না। এই পদ্ধতিতেই সুকৌশলে অতি-দ্রুতবেগে বিভিন্ন গতিতে ধাবিত হইয়া শত্রু-ব্যূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা সম্ভব হয়,—তাহার ফলে শত্রু-পক্ষীয়গণ প্রমাদগ্রস্ত হইয়া স্বপক্ষীয়গণকেই প্রহার করিতে থাকে। কেবলমাত্র শূরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গো-হরণকারী কৌরব-পক্ষীয়গণকে, (রথারূঢ় হইলেও) এই পদ্ধতিতেই প্রতিহত করিয়া পরিশেষে সম্মোহন-অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সমস্ত পাঠগুলিই দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই সমান ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া অভ্যাস-কালে দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও বাম পদ পশ্চাতে থাকিবে ; সেইরূপ বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া অভ্যাস-কালে বামপদ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে থাকিবে।

বাম হস্তে অভ্যাসের প্রয়োজন :—হল-চালনা-কালে যেরূপ একদিকে বলিবর্দ্দ যোজনা করিয়া, অপর দিক শূন্য রাখিলে, কিম্বা তথায় সামান্য বৎসতরী যোজনা করিয়া দিলে, কর্ষণ সুবিধামত হয় না, অথবা যেরূপ এক পদ কিম্বা এক হস্ত, কিম্বা কোনও অর্দ্ধাঙ্গ বদ্ধিত থাকিলে, অসামঞ্জস্যহেতু গমনাগমন কিম্বা বিভিন্ন কর্ম্ম-সম্পাদন প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই নানারূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে ; অথবা যেরূপ, সমাজের অর্দ্ধভাগ,—রমণীগণ,—অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত থাকিলে সমগ্র জাতি অবনতি ও ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতে থাকে,—তদ্রূপ বাম-অঙ্গ অপরিপুষ্ট এবং অক্ষম থাকিলে ও কেবলমাত্র দক্ষিণ অঙ্গের শক্তিদ্বারা সর্ব্বাবস্থায় আত্মরক্ষা সম্পর্কে সম্যক সুফল-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে না, এবং পদে-পদেই বিঘ্ন ও ধ্বংস-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

তবে উভয় হস্তে সমান অভ্যাস থাকিলেও অতি শ্রেষ্ঠ আততায়ী-সহ সংঘর্ষ-কালে বিশেষ ফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না বটে।

অভিবাদন

প্রতিবারেই ক্রীড়ারম্ভ-কালে ও ক্রীড়া-সমাপ্তি-কালে পরস্পর অভিবাদন করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষালাভ-কালে যাঁহারা উভয়ে পরস্পর ক্রীড়া করিতে থাকেন, তাহারা কেহই প্রকৃত আততায়ী নহেন ; কিন্তু আঘাত ও প্রতিঘাতাদি-সম্পর্কে শিক্ষালাভ-হেতু একে অন্যকে আততায়ী কল্পনা করিয়াই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে আঘাত-

প্রতিঘাতাদি করিতে হয়; তাই, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতির তীব্রতা অনুসরণ করিতে যাইয়া সাময়িক ভাবেও প্রকৃত আততায়ী-ভাব না জন্মিতে পারে, সেই হেতুই অন্তরে সখ্য-ভাবের বীজ ও অঙ্কুর স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত ক্রীড়ারম্ভকালে ও ক্রীড়া-সমাপ্তি-কালে অভিবাদন-প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্রীড়াকারী উভয় ব্যক্তি পরস্পর সম্মুখীন হইয়া এক লাঠির (দুই হস্ত অষ্ট অঙ্গুলীর) ব্যবধানে একাঙ্গের অভি-যান স্থিতিতে, "ভদ্রকান্তি"-সহ বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে দাঁড়াইবে; পরে যে-ভঙ্গীতে অসি কোষমধ্যে কটিতে আবদ্ধ থাকে, লাঠিকে সেই ভাবে রাখিয়া দক্ষিণ মুষ্টির নিম্নে বাম হস্ত দ্বারা মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া ধরিবে,—তদবস্থায় দক্ষিণ-মুষ্টি নাভির সম্মুখে এবং বামবাহু বাম পার্শ্বে লম্ব-ভাবে থাকিবে; তৎপর বাম হস্তের মুষ্টির ভিতর দিয়া সমগ্র লাঠি টানিয়া তুলিয়া উভয়ে অপরের বাম কর্ণ-রন্ধ্র হইতে দক্ষিণ-কর্ণের নিম্ন মূল-অভিমুখে আঘাতের উপক্রম করিয়াই, মধ্যস্থলে উভয়ে উভয়ের লাঠিকে নিজ-নিজ লাঠি-দ্বারা পরস্পর প্রতিহত করিবে। তৎপর বামহস্ত-দ্বারা লাঠি ধরিয়া, লাঠিকে বক্ষের সমান্তরাল-ভাবে রাখিয়া ও অগ্র বিন্দু দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া দিয়া, উভয়ে উভয়ের দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারাই নিজ-নিজ ললাট ও মস্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে। ইহার নাম "তামেচার অভিবাদন"। "চতুর্মুখী"-পর্য্যায়ের আরম্ভ হইতে "বাহেরার অভিবাদনের" প্রথাই প্রচলিত রহিয়াছে।

বামহস্তে অভ্যাস-কালে বাম পদ অগ্রে রাখিয়া একাঙ্গের অভিযান স্থিতিতে দাঁড়াইতে হইবে, এবং অভিবাদনাদি সমস্ত ক্রিয়াই দক্ষিণ হস্তের অনুরূপে বাম হস্তদ্বারাই করিতে হইবে।

ঘাত

পরবর্ত্তী বর্ণনা সমস্তই দক্ষিণ হস্ত-সম্পর্কে দেওয়া হইল; বাম হস্ত-সম্পর্কে বর্ণনা প্রায় তদনুরূপই ধরিয়া লইতে হইবে, বিশেষ বিভিন্নতাগুলি ও সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব যথাস্থানেই উক্ত হইবে। তবে, সাধারণতঃ দক্ষিণ অঙ্গের বিভিন্ন আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে দক্ষিণ হস্তদ্বারা যে-যে ভঙ্গীতে লাঠি ধরিতে হইবে, বাম অঙ্গের তৎ-তৎ সদৃশ আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে বাম হস্ত দ্বারা সেই-সেই অনুরূপ ভঙ্গীতেই লাঠি ধরিতে হইবে। আবার, বাম অঙ্গের বিভিন্ন আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যে-যে ভঙ্গীতে লাঠি ধরিতে হইবে, দক্ষিণ অঙ্গের তৎ-তৎ সদৃশ আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে বাম হস্তদ্বারা সেই সেই অনুরূপ ভঙ্গীতেই লাঠি ধরিতে হইবে।

একঘাত (একের বাড়ি)

১। ⫽⁄শির

শির = মস্তকের ঠিক মধ্যস্থিত সিঁথির দুই অঙ্গুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া, বাম ভ্রূ, বাম চক্ষু, নাসিকার অগ্র-ভাগ এবং দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া অসি নির্গত করিয়া লওয়ার জন্য আঘাত।

[যে আঘাতগুলির সঙ্গে ⫽⁄ এই চিহ্ন সংযুক্ত থাকিবে তাহা "ত্রাসে" প্রয়োগ করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে ⁄⁄ এই চিহ্ন সংযুক্ত থাকিবে, তাহা "জড়বেশে" প্রয়োগ করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে ⁄ এই চিহ্ন সংযুক্ত থাকিবে তাহা "গুড়্দিশে" প্রয়োগ করিতে হইবে। যে আঘাতগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই থাকিবে না, তাহাও মূলতঃ "গুড়্দিশে"ই প্রয়োগ করিতে হইবে, তবে "জড়্বেশ" এবং "ত্রাসের"ও সামান্য সংযোগ থাকিবে মাত্র; অর্থাৎ তাহা "ত্রিত্রাসের" আভাসে প্রযুক্ত হইবে।]

বর্ণনা :—

লাঠি বাম হইতে পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে পশ্চাৎ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া,—হস্ত-মুষ্টি দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে আসিলে,—লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া, হস্ত সম্পূর্ণ সরল করিয়া, স্থির লক্ষ্যে "শির" মারিয়া প্রতি-পক্ষের কটী-পার্শ্ব-অভিমুখে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া,—দক্ষিণ হস্ত বাম পার্শ্বে আসিলে পর,—ঐ ভাবেই ক্রমে লাঠিসহ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাতের প্রতিরোধ-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

(প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিরোধ করিবার বিভিন্ন নাম, যথা,—"প্রতিরোধ করা," "রোখা", "কর্ত্তন করা,"

"কাট্না", "প্রতিহত করা," "ফিরান," "প্রতিকার করা", "ব্যর্থ-করা" প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং "মারা" ও "প্রয়োগ করা" একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

"শির"-প্রতিরোধ-হেতু লাঠি ঠিকভাবে ধারণ করিলে, হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী নিজ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে ও অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ-ভাবে বাম স্কন্ধ-মোড় হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত বামে ও সম্মুখে থাকিবে; লাঠি বক্ষ ক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।

নিম্নে চিত্রদ্বারা "শির"-প্রতিকারের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল; শরীরোপরি অঙ্কিত রেখা-নির্দ্দেশে আঘাতের গতি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।



শির

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সাধারণতঃ সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, প্রতিপক্ষের শরীরোপরি আঘাত পতিত হওয়ার কালে সমগ্র বাহু যেন সম্পূর্ণ সরল থাকে এবং বাহু ও লাঠি যেন যথাসম্ভব প্রায় এক সরল রেখাতে থাকে।

দ্বিঘাত (দুই এর বাড়ি)।

১। ,,শির, ,,মোড়া।

২। ,,অন্তর, ,,কুচ।

মোড়া = দক্ষিণ কক্ষ-মুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) হইতে আরম্ভ করিয়া বাম স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী নিম্নে বাম বক্ষ-পার্শ্ব-পর্য্যন্ত ছেদন-করা-হেতু আঘাত।

"মোড়া"—প্রতিরোধ-কালে লাঠি ঠিকভাবে ধারণ করিলে হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণে ও চারি অঙ্গুলী নিম্নে এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে; লাঠির অগ্র বিন্দু বাম স্কন্ধ-মোড় হইতে অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে লম্বরেখার সমসূত্রে ঊর্দ্ধে থাকিবে। লাঠি বক্ষ-ক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।



মোড়া

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিরোধ-কালে সর্ব্বদাই নিজ লাঠি-দ্বারা প্রতিপক্ষের লাঠিকে, তাহার গতির বিপরীত দিক্-অভিমুখে সামান্য বেগে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে।

অন্তর = দক্ষিণ কর্ণ-মূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক ও গল-দেশের ঠিক সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া বাম কর্ণ-মূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত-ছিন্ন-করিয়া-দেওয়া-হেতু আঘাত।

"অন্তর" = প্রতিরোধ-কালে লাঠি ঠিক লম্বভাবে ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া থাকিবে, হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধের

প্রায় চারি অঙ্গুলী নিম্নে, চারি দক্ষিণে এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে।



কূচ—গুল্‌ফের (পাদ-সন্ধির) বাম পার্শ্বের ঘুন্টিকাটি (গুটিকাবৎ উন্নত অংশটি) ব্যাপিয়া চারি অঙ্গুলী স্থান মধ্যে, ঈষৎ নিম্নাভিমুখে বক্রভাবে ঐ গুল্‌ফ (পাদ-সন্ধি) বিচ্ছন্ন-করা-হেতু আঘাত।

বর্ণনা :—

১। "শিরের" প্রয়োগ পূর্ণ করিয়া, লাঠি ত্রাসে চালনা করিয়া, দক্ষিণ হস্ত নিজ বাম পার্শ্বে আসিলে পর,—ক্রমে কফোণি (কনুই) ভঙ্গ করিয়া লাঠি উপরে তুলিয়া হস্ত-মুষ্টি বাম স্কন্ধ-দেশের উপরে আসিলে পর,—হস্ত সবল করিয়া লাঠি ফিরাইয়া স্থির লক্ষ্যে "মোড়া" মারিয়া "ত্রাসে" চালনা করিয়া ক্রমে কফোণি (কনুই) ভঙ্গ করিয়া লাঠি পশ্চাৎ দিক্ দিয়া সামান্য "গুড়্দিশে" ঘুরাইয়া মাথার উপরে আনিয়া প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাতের প্রতিরোধ-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

২। হস্ত-মুষ্টি বাম স্কন্ধ-দেশের উপরে আনিয়া লাঠিকে প্রায় ভূমির সমান্তরাল-ভাবে চালনা করিয়া স্থির লক্ষ্যে "জড়্বেশে" "অন্তর" মারিয়া, প্রতিপক্ষের লাঠিতে নিজ



লাঠি প্রতিহত হইলে, বিপরীত গতিতে মাথার উপর দিয়া বামাবর্ত্তে লাঠি ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ জানু ঈষৎ অবনত করিয়া, ("স্থিতির" ভঙ্গী প্রায় ঠিক রাখিয়াই), সমগ্র শরীর সম্মুখে সামান্য অগ্রসর করাইয়া "কূচ" মারিয়া "ত্রাসে" চালনা করিয়া আনিয়া বামদিক দিয়া লাঠি তুলিয়া প্রতিপক্ষের "অন্তরে" আঘাত প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে।

"অন্তর" প্রতিরোধ করিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া দিয়া লাঠিকে নিম্নমুখ-ভাবে "গুড়দিশে" চালনা করিতে করিতে হস্ত-মুষ্টি নাভির সম্মুখে আসিলে পর, লাঠি ভূমির উপরে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে ও প্রায় অর্দ্ধ হস্ত বামে আসিবে ; প্রতিপক্ষের লাঠির গতির অনুযায়ী নিজ লাঠিকে এরূপভাবে চালনা করিতে হইবে যে, লাঠি যেন চালিত অবস্থাতেই পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত স্থানে প্রতিপক্ষের "কূচের" আঘাত প্রতিরোধ করিয়া, তাহার লাঠিকে আঘাত করিয়া দুর করিয়া দিয়া অব্যাহত গতিতেই বাম পার্শ্ব

দিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বক্ষদেশে সমান্তরাল-ভাবে ঘুরিয়া আইসে; পরে হস্তমুষ্টি বাম স্কন্ধের উপরে আনিয়া পুনরায় "অন্তর" মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

দক্ষিণ পদ অগ্রে স্থাপিত অবস্থায় একাঙ্গস্থিতি কল্পনা করিয়াই সমস্ত আঘাতগুলি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বাম হস্তে ক্রীড়াকালে বামপদ অগ্রে থাকিবে, সুতরাং "কূচ" প্রভৃতি আঘাতের স্থানগুলি যথাস্থানে থাকিবে না; তাঁই ঐ সমস্ত আঘাতগুলির বামহস্তে প্রয়োগ ও প্রতিকার-কালে প্রকৃত বাম পদকেই দক্ষিণ পদ কল্পনা করিয়া, তদনুরূপেই পদ-সম্পর্কিত সমস্ত আঘাতের কল্পনা ও ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

ত্রিঘাত (তিনের বাড়ি)

১। তামেচা, বাহেরা, শির।
২। বাহেরা, তামেচা, শির।
৩। শির, তামেচা, বাহেরা।
৪। তামেচা, শির, বাহেরা।
৫। বাহেরা, শির, তামেচা।
৬। শির, বাহেরা, তামেচা।
৭। তামেচা, কটী, শির।

তামেচা=বাম কর্ণরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূল পর্য্যন্ত ছেদন করিবার নিমিত্ত আঘাত।

"তামেচা"—প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম স্কন্ধ মোড়ের প্রায় চারি অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণস্কন্ধ মোড়ের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ হইতে লম্বরেখার সমসূত্রে ঊর্দ্ধে থাকিবে।

বাহেরা—দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ ভেদ করিয়া, বাম কর্ণমূল পর্য্যন্ত ছেদন করিবার নিমিত্ত আঘাত।

"বাহেরা"—প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধ মোড়ের প্রায় চারি অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ-হস্ত সম্মুখে থাকিবে; এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বামস্কন্ধ



তামেচা

মোড়ের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ হইতে লম্বরেখার সমসূত্রে ঊর্দ্ধে থাকিবে।

কটী—দক্ষিণ কটী পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ঠিক সরল-ভাবে বাম কটী পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছেদন করা-হেতু আঘাত।

"কটীর" প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টি দক্ষিণ বক্ষ-পার্শ্ব হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণে ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠি ভূমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।

বর্ণনা :—

১ম। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ করিয়া বামপার্শ্ব হইতে লাঠি পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে পশ্চাৎ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া হস্ত সরল করিয়া "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া, পরে "জড়বেশের" ক্রিয়ায় হস্তমুষ্টি বাম কর্ণের

ঈষৎ উপরে গেলে,—"বাহেরায়" আঘাত করিয়া স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে লাঠি ঈষৎ



বাহেরা

গুড় দিশে ঘুরাইয়া হস্ত একটু উঁচু করিয়া "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের



কটী

"তামেচার" আঘাতের প্রতিরোধ-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

২য়। হস্তমুষ্টি বাম কর্ণের ঈষৎ উর্দ্ধে ও বামে তুলিয়া "বাহেরা" মারিয়া লাঠি স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিলে পর,—হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কর্ণের ঈষৎ উর্দ্ধে ও দক্ষিণে আসিলে,—"তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে ত্রাসে চালনা করিয়া লাঠি নিম্নমুখ-ভাবে পশ্চাৎ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া তুলিয়া হস্তমুষ্টি মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের উর্দ্ধে আসিলে "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া হস্ত-মুষ্টি বাম কটী পার্শ্বের সমসূত্রে আসিলে পর,—লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের "বাহেরার" আঘাতের প্রতিকার-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

৩য়। "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে অসি ত্রাসে চালনা করিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ-ভাবে রাখিয়া, বাম পার্শ্ব ও পশ্চাৎ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া ক্রমে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কর্ণের ঈষৎ উর্দ্ধে ও দক্ষিণে আসিলে "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া "জড়বেশের" ক্রিয়ার হস্তমুষ্টি বাম কর্ণের ঈষৎ উর্দ্ধে ও বামে আসিলে পর, "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে হস্ত ও লাঠি নিম্ন-মুখ-ভাবে এক সরল রেখায় হইলে পর,—ক্রমে পশ্চাৎ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাতের প্রতিকার-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

৪র্থ। "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া লাঠি নিম্নমুখ-ভাবে বাম পার্শ্ব ও পশ্চাৎ দিক্ দিরা ঘুরাইয়া আনিয়া,—হস্তমুষ্টি মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের উর্দ্ধে আসিলে পর,—"শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া,—হস্তমুষ্টি বাম কটী পার্শ্বে আসিলে,—"জড়বেশের" ক্রিয়ায় বাম পার্শ্ব দিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া,—হস্তমুষ্টি বাম কর্ণের ঈষৎ উর্দ্ধে ও বামে আসিলে পর,—"বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া পশ্চাৎ দিক্ দিয়া লাঠি ঘুরাইয়া উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাতের প্রতিকার-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

৫ম। "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া, বাম পার্শ্বে লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া, প্রতিপক্ষের "বাহেরার" আঘাতের প্রতিকার-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

৬ষ্ঠ। "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে চালনা করিয়া "বাহেরা" মারিয়া লাঠি স্থির লক্ষ্যে "ত্রাসে" চালনা করিয়া "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া ক্রমে হস্ত-মুষ্টি উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাতের প্রতিকার-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

৭ম। "তামেচা" মারিয়া,—নিজ লাঠি প্রতিপক্ষের লাঠিতে প্রতিহত হইলে,—বিপরীত গতিতে লাঠি মাথার উপর দিয়া "গুড়্‌দিশে' ঘুরাইয়া, "কটী" মারিয়া,—প্রতিপক্ষের লাঠিতে লাঠি প্রতিহত হইলে, হস্তমুষ্টি দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইয়া,—হস্ততলের ঠিক্ উর্দ্ধমুখ হইলে,—লাঠিকে নিম্নমুখ ভাবে "গুড়্‌দিশে" ঘুরাইয়া আনিয়া হস্তমুষ্টি উর্দ্ধে তুলিয়া "শির" মারিয়া, স্থির লক্ষ্যে লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাতের প্রতিরোধ-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

"ত্রিঘাতের" সপ্তম ঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ ঘাত-পর্য্যন্ত সমস্ত আঘাতের প্রয়োগই প্রধানতঃ "গুড়্‌দিশে" করিতে হইবে; স্বাভাবিক গতিতে কোন কোন স্থলে আপনা হইতেই "জড়বেশ" কিম্বা "ত্রাসের" ক্রিয়া হইয়া পড়িবে; তবে "চির", "হুল", "আনী", "অংসহুল", "পঞ্জর" প্রভৃতি যে সমস্ত আঘাতে অসির অগ্রবিন্দু প্রতিপক্ষের শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়, সেগুলির ঠিক্ পূর্ব্বে যে কোন আঘাতই থাকুক না কেন, তাহার প্রয়োগ করিয়া সাধারণতঃ অসি "ত্রাসে" চালনা করিয়া আনিতে হয়।

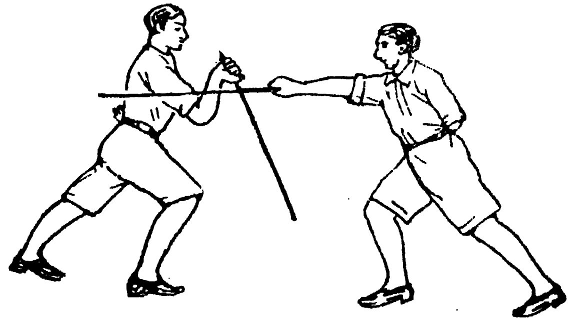
চতুর্ঘাত (চারের বাড়ি)

১। শির, হাতকাটি, তামেচা, কটী।
২। তামেচা ,,, বাহেরা, চির, , শির।
৩। তামেচা ,, কটী, চির, ,,, শির।
৪। শির, তামেচা, বাহেরা, ,,, ভাণ্ডার
৫। তামেচা, পালট্, ভাণ্ডার, ,,, শির।
৬। গ্রীবাণ, হাতকাটি, কটী, , শির।

হাতকাটি—প্রতিপক্ষের-হস্তের কফোণি (কনুই) ও মণিবন্ধের মধ্য দেশে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ঈষৎ নিম্নমুখে অসি হেলাইয়া বক্রভাবে ঐ হস্তাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হেতু আঘাত।

"হাতকাটির" প্রতিকার হেতু :মণিবন্ধ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইয়া, বদ্ধমুষ্টি ঈষৎ শিথিল করিয়া, হস্ততলের দিক্ উর্দ্ধমুখ করিয়া হস্তমুষ্টি ঈষৎ নামাইতে নামাইতে—লাঠি নিম্নমুখ ভাবে "গুড়্‌দিশে ঘুরাইয়া হস্তপ্রকোষ্ঠের (মণিবন্ধ হইতে কফোনি (কনুই) পর্য্যন্ত বাহুভাগের) সম্মুখে আনিয়া ও হস্ততল সম্মুখের দিকে করিয়া, এবং হস্তমুষ্টি বক্ষ ও গ্রীবার সম্মুখে আনিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে ঈষৎ বেগে আঘাত করিয়া উর্দ্ধদিকাভিমুখে দূর করিয়া দিতে হইবে।

হাতকাটির প্রতিরোধ-কালে অধিকাংশ সময়েই লাঠি প্রধানতঃ মধ্যমা, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারাই ধৃত থাকে।



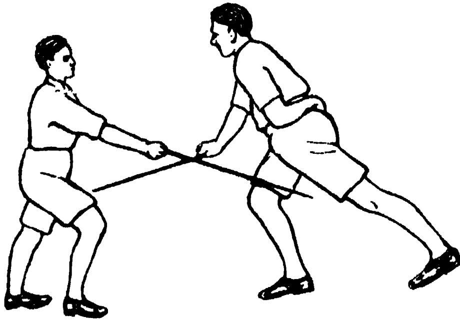
হাতকাটি

শুধু লাঠি-সহ ক্রীড়াকালে বামহস্ত দ্বারা "হাতকাটির" প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রতিপক্ষের বাম হস্তেই অনুরূপ আঘাত করিতে হইবে।

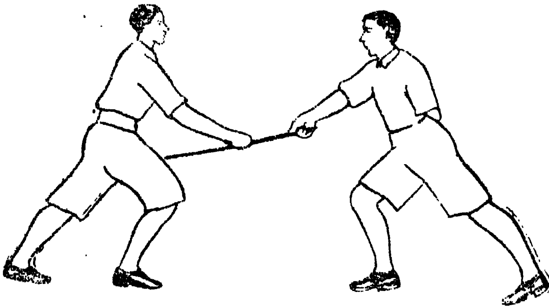
চির—অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা প্রতিপক্ষের পায়ু-মূল হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করা-হেতু আঘাত।

অসি মেরুদণ্ডের পার্শ্ব ঘেঁসিয়া যাইবে; দক্ষিণ হস্ত দ্বারা "চির" প্রয়োগ করিলে, অসির অগ্রভাগ দক্ষিণ পৃষ্ঠের দিকে এবং অসির মধ্যভাগ বাম উদরেব দিকে থাকিবে।

"চিরের" প্রতিকার-হেতু নিজ লাঠি উর্দ্ধ হইতে বেগে চালনা করিয়া ক্রমে বক্ষ ও ভূমির সমান্তরাল-ভাবে নিম্নাভিমুখে নামাইতে নামাইতে, প্রতিপক্ষের লাঠিকে আঘাত করিয়া নিম্নের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



চির

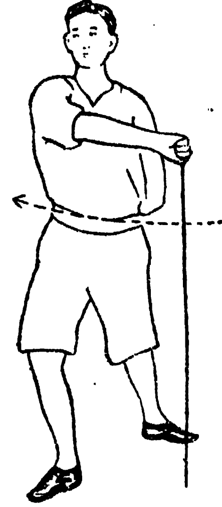


চির—অপর পার্শ্ব হইতে

[প্রতিরোধকারীর লাঠি বাম দিকের ব্যক্তির হস্তের অন্তরালে রহিয়াছে।]

ভাণ্ডার—বাম কটীপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ঠিক সরল-ভাবে দক্ষিণ কটীপার্শ্ব পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

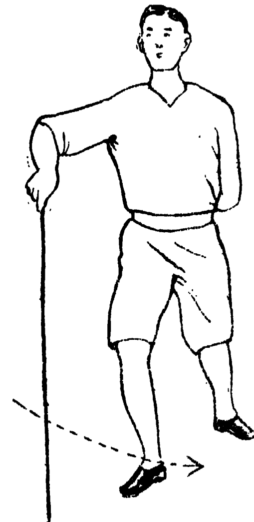
"ভাণ্ডার"—প্রতিরোধ-হেতু হস্ত-মুষ্টি বাম বক্ষ পার্শ্বের প্রায় অর্দ্ধহস্ত বামে ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠি ভূমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।



ভাণ্ডার

পালটু—গুল্‌ফদেশ বিচ্ছিন্ন করা-হেতু পাদ-গুল্‌ফের দক্ষিণ পার্শ্বের ঘুন্টিকার (গুটিকাবৎ উচ্চ অংশের) মধ্যভাগ হইতে চারি অঙ্গুলী উর্দ্ধ পর্য্যন্ত অংশ-মধ্যে আঘাত।

"পালটের" প্রতিরোধ-হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু পদ-পল্লবের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণে এবং হইতে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে। লাঠি নিম্ন



পালট

মুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে। মণিবন্ধ প্রায় কটীদেশের সমপরিমাণ উর্দ্ধে থাকিবে।

গ্রীবাণ—বাম স্কন্ধ ও গ্রীবার সন্ধি মূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কটীপার্শ্ব পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"গ্রীবাণ"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী ভ্রূমধ্যের প্রায় অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্র-বিন্দু বামকক্ষ-মুণ্ড (স্কন্ধ মোড়) হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী বামে ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে; লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।


গ্রীবাণ

বর্ণনা :—

সাধারণতঃ সমস্ত আঘাতই "গুড়্‌দিশে" প্রয়োগ করিতে হইবে, কেবল শেষের আঘাতগুলি, এবং "চিরের" ঠিক পূর্ব্বের আঘাত প্রয়োগ করিয়া, অসি "ত্রাসে" চালনা করিয়া নিতে হইবে।

"গুড়্‌দিশে" প্রয়োগ-হেতু মণিবন্ধ এরূপ-ভাবে ঘুরাইয়া অসি চালনা করিতে হইবে, যেন পূর্ব্ব হইতেই চক্রাকারে ঘুরিয়া আসিয়া অসি নিজ গতিতেই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট আঘাত সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারে।

নিজ লাঠি কিম্বা অসি প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা অসিতে প্রতিহত হইলে, তৎপর অপর কোনও আঘাত "গুড়্‌দিশে" প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ প্রতি-পক্ষের লাঠির যে পার্শ্বে নিজ লাঠি থাকিবে সেই পার্শ্বেতেই নিজ লাঠিকে চক্রাকারে ঘুরাইতে আরম্ভ করিতে হইবে; নিজ লাঠির অগ্রবিন্দু প্রতিপক্ষের লাঠির এক পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া অপর পার্শ্বে যাইবে না।

২য়, ৩য়। যথা নিয়মে "তামেচা" ও "বাহেরা" কিম্বা "কটীর" আঘাত প্রয়োগ করিয়া লাঠি "ত্রাসে" চালনা করিয়া, অগ্রবিন্দু নিম্নাভিমুখে রাখিয়া হস্তমুষ্টি দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চাৎ দিকে লইয়া, মণিবন্ধ বক্র করিয়া, মুষ্টির কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্ব সম্মুখ হইতে ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া, হস্ত অগ্রসর করিতে করিতে "গুড়্‌দিশের" ক্রিয়ায় অসি পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা "চির" প্রয়োগ করিতে হইবে; এবং প্রতিপক্ষের আঘাতে লাঠি প্রতিহত হইলে হস্তমুষ্টি দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইয়া লাঠি নিম্নমুখ-ভাবে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে "গুড়্‌দিশে" ঘুরাইয়া, হস্তমুষ্টি ও লাঠি উপরে তুলিয়া, যথা নিয়মে "শিরের" আঘাত প্রয়োগ করিয়া, যথা নিয়মে প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাতের প্রতিরোধ-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে।

"চির" প্রয়োগ হেতু কফোনি (কনুই দেশ) পশ্চাৎ দিকে প্রায় স্কন্ধদেশের সমসূত্রে উর্দ্ধে উঠিবে।

৫ম। যথা নিয়মে "তামেচার" প্রতিরোধ করিয়া বাম পার্শ্বের দিকে লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ করিতে করিতে, "গুড়্‌দিশে" লাঠি চালনা করিয়া, চালিত অবস্থায়ই লাঠি দ্বারা যথা স্থানে প্রতিপক্ষের "পালটের" আঘাতকে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিয়া, নিম্নমুখ ভাবেই লাঠিকে বিপরীত গতিতে চালনা করিয়া আনিয়া যথা নিয়মে "ভাণ্ডারের" প্রতিরোধ-হেতু প্রস্তুত হইতে হইবে। "ভাণ্ডারের" প্রতিরোধ করিয়া যথানিয়মে "শিরের" প্রতিরোধ করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। "গ্রীবাণের" প্রতিরোধ করিয়া যথানিয়মে "হাত কাটির" প্রতিকার করিয়া লাঠি নিম্নমুখ ভাবেই রাখিয়া হস্তমুষ্টি বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া হস্ত পৃষ্ঠ ক্রমে উর্দ্ধ

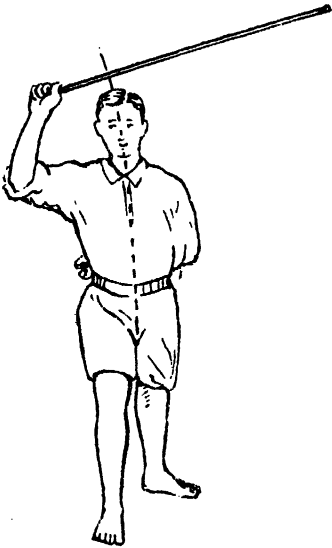
সম্মুখ ও বাম দিকাভিমুখে করিয়া, যথানিয়মে "কটীর" প্রতিকার করিতে হইবে; পরে যথা নিয়মে শিরের প্রতিকার করিতে হইবে।

পঞ্চঘাত (পাঁচের বাড়ি)

১। তামেচা, কটী, ভাণ্ডার, পালট, ষাণ্ড্য।
২। তামেচা, কটী, ভাণ্ডার, পালট, শির।
৩। তামেচা, কটী, শির, কড়ক, বাহেরা।
৪। শির' কড়ক, পালট, হুল, ভাণ্ডার।
৫। বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, ষাণ্ড্য, তামেচা।
৬। তামেচা, পালট, হুল, শির, গ্রীবাণ।
৭। তামেচা, কটী, হুল, শির, গ্রীবাণ।

ষাণ্ড্য—মস্তকের ঠিক মধ্যস্থিত সিঁথির দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ভ্রূমধ্য দিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্ব ঘেরিয়া পায়ু মূল পর্য্যন্ত ছেদন করা-হেতু আঘাত।

অসির অগ্রভাগে দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশ ছেদিত হইবে, এবং অসির মধ্যভাগে বাম বক্ষ ও বাম উদর ছেদিত হইবে। এই আঘাতের দ্বারা সরল-ভাবে উপবিষ্ট অশ্বারোহী-সহ অশ্ব ছেদিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।



ষাণ্ড্য

"ষাণ্ড্যের" প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ মস্তক পার্শ্ব হইতে প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী দক্ষিণে ও অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া, বাম স্কন্ধমোড় হইতে প্রায় একহস্ত বামে ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখস্থ লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।

কড়ক—গুল্‌ফের (পাদসন্ধির) বাম পার্শ্বের ঘুন্টিকার উর্দ্ধ সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে চারি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে,—(বক্রভাবে পাদসন্ধি বিচ্ছিন্ন করা-হেতু),—আঘাত।

পদাঙ্গুষ্ঠের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে ও বামে ভূমি সংলগ্ন করিয়া লাঠিকে ভূমির উপরে লম্ব-ভাবে রাখিয়া "কড়কের" প্রতিকার করিতে হইবে।

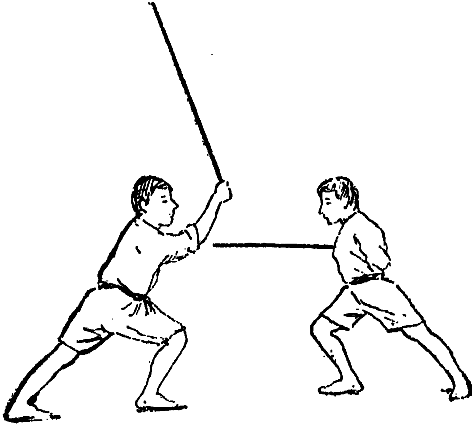


কড়ক

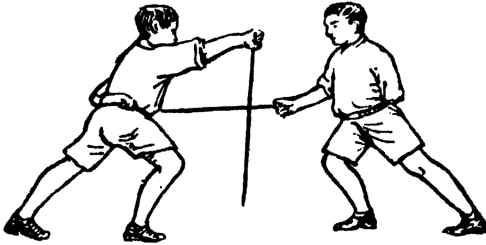
হুল—নাভিকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসিকে ভূমির সমান্তরাল-ভাবে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করা-হেতু আঘাত।

"হুলের" প্রতিকার-হেতু লাঠিকে বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল-ভাবে চালনা করিয়া অগ্রবিন্দু বাম পার্শ্বের দিক দিয়া উপরে তুলিয়া বেগে আঘাত করিয়া প্রতি-পক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। সে সময়ে প্রয়োজন হইলে "স্থিতির"

অন্যান্য ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া সম্মুখের জানু একটু সরল করা যাইতে পারে।



(হুল) প্রারম্ভকালে



হুল (শেষভাগে)

৩য়, ৪র্থ। এস্থলে তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠ-মধ্যে "ঝড়কের" প্রয়োগ করিয়া "ত্রাস" কিম্বা "গুড়দিশ" উভয় প্রাকারেই লাঠির চালনা হইতে পারে।

ষড়্ঘাত (ছয়ের বাড়ি)

১। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কটী, কড়ক. বাহেরা।

২। শির, বাহেরা, তামেচা, কটী, চির, ষাণ্ড্য।

৩। তামেচা, চির, শির, হুল, বাহেরা, ভাণ্ডার।

৪। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কটী, শির, গ্রীবাণ।

৫। তামেচা, কটী, ভাণ্ডার, শির, কড়ক, বাহেরা।

৬। তামেচা, শির, চির, হুল, ষাণ্ড্য, কটী।

৭। বাহেরা, হুল, চির, গ্রীবাণ, ভাণ্ডার, কড়ক।

সপ্তঘাত (সাতের বাড়ি)

১। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, চির, হুল, শির।

২। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, চির, হুল, শিরদক্ষিণ।

৩। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, চির, হুল, ষাণ্ড্য।

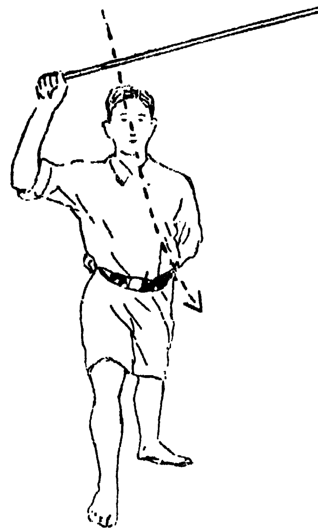
৪। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, চির, হুল, ষাণ্ড্যউত্তর।

৫। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কটী, হুল, শির, গ্রীবাণ।

"শির", "শিরদক্ষিণ", "ষাণ্ড্য" ও "ষাণ্ড্যউত্তর" এই চারিটি আঘাতের বিভিন্নতা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ-হেতুই "সপ্তঘাতের" প্রথম চারিটি পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শির দক্ষিণ—মস্তকের ঠিক মধ্যস্থিত সিঁথির দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ ভ্রূ, দক্ষিণ চক্ষু ও নাসিকার অগ্রভাগ ভেদ করিয়া বাম কটী-পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"শির-দক্ষিণ"—প্রতিরোধ-কালে হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ মস্তক-পার্শ্ব হইতে প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী দক্ষিণে ও অর্দ্ধ-হস্ত সম্মুখে থাকিবে; লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল-ভাবে থাকিবে, এবং অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধ মোড়) হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত বামে ষোড়শ-অঙ্গুলী সম্মুখস্থ লম্বরেখার সমসূত্রে উর্দ্ধে থাকিবে।

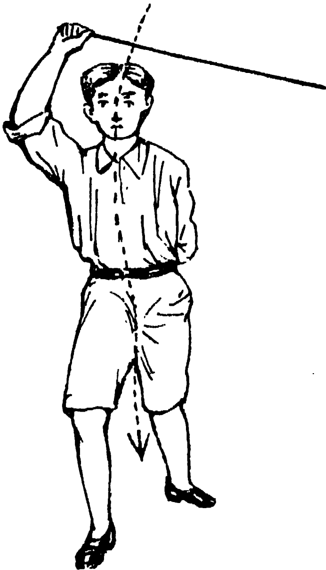


শির দক্ষিণ

ষাণ্ড্য-উত্তর ঃ—মস্তকের ঠিক মধ্যস্থিত সিঁথির দুই অঙ্গুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ভ্রূমধ্য দিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেষিয়া পায়ুমূল পর্য্যন্ত ছেদন করা-হেতু আঘাত।

অসির অগ্রভাগে বাম পৃষ্ঠ দেশ ছেদিত হইবে, এবং অসির মধ্যভাগে দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উদর ছেদিত হইবে।

"ষাণ্ড্য-উত্তর"-প্রতিরোধ-কালে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত উর্দ্ধে ও অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিম্নমুখ হইয়া বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধ মোড়) হইতে অর্দ্ধ হস্ত বামে ও সম্মুখে থাকিবে। লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।



ষাণ্ড্য-উত্তর

অষ্টঘাত (আটের বাড়ি)

১। শির, কড়ক, বাহেরা, ভাণ্ডার, কটী, চির, হুল, ষাণ্ড্য।

২। শির, মোড়া, কড়ক, পালট, চির, হুল, ভাণ্ডার, ষাণ্ড্য।

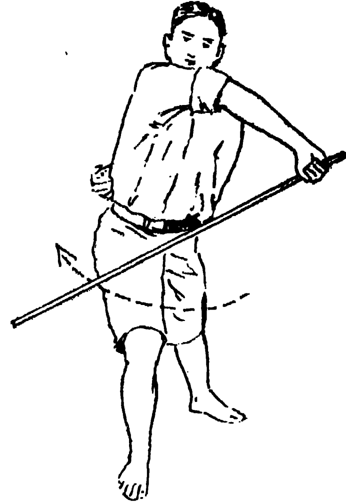
৩। শির, বাহেরা, পালট, ভাণ্ডার, কটী, চির, হুল, ষাণ্ড্য।

৪। বাহেরা, অন্তর, মোড়া, কটী, পালট, হুল, চির, ষাণ্ড্য।

৫। বাহেরা, ভাণ্ডার, পালট, শির, সাকম্, মোড়া, কটী, তামেচা।

সাকম্ (সাকম উত্তর)—অসির অগ্রভাগ দ্বারা বাম জানুর চারি অঙ্গুলী উর্দ্ধে, এবং অসির মধ্যভাগ দ্বারা দক্ষিণ জানুর প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলী উর্দ্ধে,—একসঙ্গে পদদ্বয় (সকৃথি যুগল) ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"সাকম্"—প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টি বাম কটী পার্শ্ব হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে থাকিবে।



সাকম্ (সাকম উত্তর)

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে "অষ্টঘাতের" অভ্যাস সম্পন্ন করিয়া ক্রমে অল্পে অল্পে দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। এবং পর্য্যায়-ক্রমে এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে ও অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ও মাঝে-মাঝে পরস্পর বিভিন্ন প্যাঁঠের অভ্যাস করিতে হইবে।

নবঘাত (ন'য়ের বাড়ি)

১। তামেচা, কটী, চির, হুল, বাহেরা, কড়ক, পালট, ভাণ্ডার, ত্রিহর।

২। তামেচা, কটী, চির, শির, হুল, বাহেরা, কড়ক, পালট, ভাণ্ডার।

৩। তামেচা, পালট, গ্রীবাণ, কটী, ভুজ, মোড়া, কড়ক, ষাণ্ড্য, ভাণ্ডার।

৪। শির, তামেচা, গ্রীবাণ, মোড়া-উত্তর, মন্, ভাণ্ডার, সাকম, কড়ক, ষাণ্ড্য।

৫। হীনায়ন, ভাণ্ডার, আসর, মন্, ত্রিহর, সাকম্, পালট, তামেচা, ষাণ্ড্য।

ত্রিহর, (ত্রিহরা)—দক্ষিণ কর্ণের প্রায় তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কর্ণমূলের তুই অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

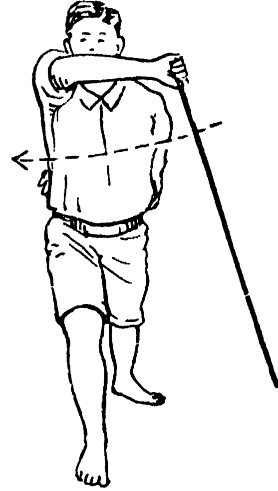
"ত্রিহর"—প্রতিরোধ-কালে মণিবন্ধ দক্ষিণ কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কক্ষ মুণ্ড হইতে প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী বামে ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখস্থ লম্বরেখার সমসূত্রে উর্দ্ধে থাকিবে।



ত্রিহর (ত্রিহরা)

ভুজ—বামস্কন্ধ ও কফোনির (কনুইর) মাঝামাঝি বামবাহুর মধ্যভাগ ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

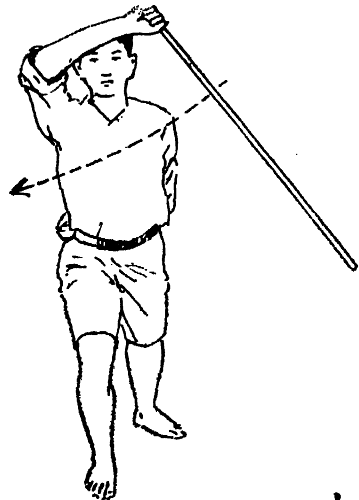
"ভূজ"—প্রতিরোধ কালে হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী বামে ও প্রায় অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বামদিকে ঈষৎ হেলিয়া থাকিবে।



ভুজ

মোড়া-উত্তর—বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ স্তন-চুচুকের তুই অঙ্গুলী নিম্নে ও বামে দক্ষিণ বক্ষ পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"মোড়া-উত্তর"—প্রতিরোধ-কালে হস্ত-মুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম ভ্রূর অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কুক্ষি হইতে প্রায় দেড় হস্ত বামে ও সম্মুখে থাকিবে।



মোড়া-উত্তর

মন—বাম বক্ষ-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ গলপার্শ্বের মূল পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"মন"—প্রতিরোধ-হেতু,—লাঠি চালনায় হস্তমুষ্টি বাম বক্ষপার্শ্বের বামে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণজানুর দক্ষিণে গেলে পর,—লাঠির অগ্রবিন্দু ঈষৎ উৰ্দ্ধে তুলিয়া, প্রতিপক্ষের আঘাতকে বামে ও নিম্নে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে।



মোন

হীনায়ন—দক্ষিণ গলপার্শ্বের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কটী-পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

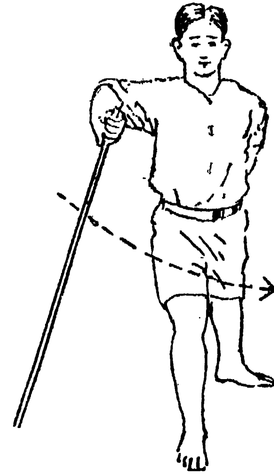


হীমায়ন

"হীনায়ন"—প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কক্ষমুণ্ড হইতে কিঞ্চিদধিক অৰ্দ্ধ-হস্ত বাম ও সম্মুখ হইতে লম্বরেখার সমসূত্রে উৰ্দ্ধে থাকিবে।

'আসর'—জানুর দক্ষিণ পার্শ্বের অৰ্দ্ধ হস্ত উৰ্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে উরুদেশ ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"আসর"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কটীপার্শ্ব হইতে ঈষৎ নিম্নে ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অৰ্দ্ধহস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে।



আসর

"নবঘাতের" চতুর্থ পাঠে "তামেচা" ও "ষাণ্ডোর" আঘাতের প্রতিকার আঘাত করিয়াই করিতে হইবে।

দশঘাত (দশের বাড়ি)

১। তামেচা, মোড়া, কড়ক, পালট, চির, বাহেরা, হুল, ভাণ্ডার, কটী, ষাণ্ড্য।

২। তামেচা, চাপ্‌নি, মোড়া, উত্তর, গুলফাধঃ, সাকম উত্তর, কড়ক, ত্রিহর, কটী, ভাণ্ডার হীনায়ন।

৩। শির, হুল, পালট, মোড়া উত্তর, চির, ত্রিহর মোড়া দক্ষিণ, চাকি, দক্ষিণ আনী, ষাণ্ড্য।

৪। গুল্‌ফাধঃ, জঙ্ঘা, চাপ্‌নি, আসর, কটী, মোড়া, অন্তর, বাহেরা ত্রিহরা, ষাণ্ড্য।

চাপ্‌নি—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ঈষৎ বক্রভাবে নিম্নমুখে জানুসন্ধি ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"চাপ্‌নি"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কটীপার্শ্ব হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্নে ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। অসির পার্শ্ব-দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে।



চাপ্‌নি

গুল্‌ফাধঃ—গুল্‌ফের (পাদসন্ধির) দক্ষিণ পার্শ্বের ঘুন্টিকার (গুটিকাবৎ উচ্চ অংশের) ঠিক্ মধ্যভাগ হইতে



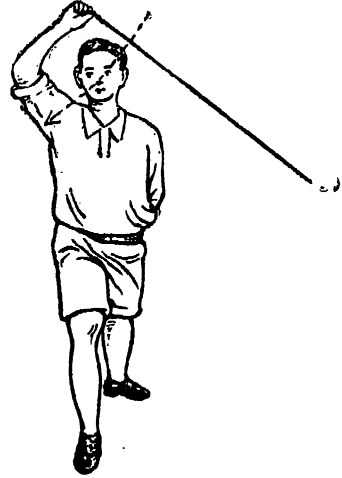
গুল্‌ফাধঃ

চারি অঙ্গুলি নিম্ন পর্য্যন্ত স্থান-মধ্যে ঈষৎ উর্দ্ধদিকাভিমুখে সন্ধিস্থানটি বিচ্ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"গুল্‌ফাধঃ"—প্রতিরোধ-কালে লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে ভূমিস্পর্শ করিবে এবং লাঠি ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।

চাকি—বামকর্ণের প্রায় তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

"চাকি"—প্রতিরোধকালে হস্তমুষ্টি বাম কর্ণের ঈষৎ বামে ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ কক্ষমুণ্ডের (স্কন্ধমোড়ের) কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখস্থ লম্ব-রেখার সমসূত্রে উর্দ্ধে থাকিবে।



চাকি

প্রকারান্তর :—হস্তমুষ্টি মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে ও অর্দ্ধহস্ত উর্দ্ধে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম ও অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে।

দক্ষিণ আনী—দক্ষিণ স্তন. চুচুককে কেন্দ্র ধরিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে আনীর অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া-হেতু আঘাত।

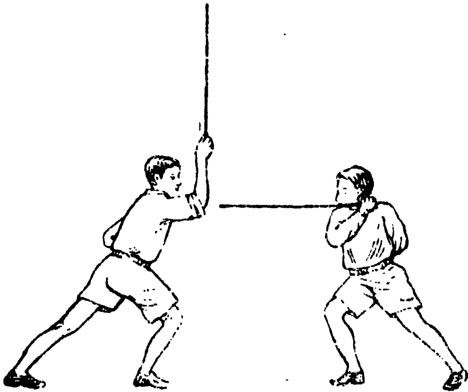
"দক্ষিণ-আনী"—প্রয়োগ-কালে হস্তপৃষ্ঠ নিজ বাম-দিকাভিমুখে, হস্ততলের দিক দক্ষিণদিকাভিমুখে, কফোনি

(কনুই) নিম্নাভিমুখে এবং অসির ধারের দিক দিকাভিমুখে থাকিবে।



চাকি (প্রকারান্তর)

"দক্ষিণ-আনীর"—প্রতিকার-হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু নিজ বাম দিক দিয়া উপরে তুলিয়া বেগে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে (হুল-প্রতিকারের অনুরূপে)



দক্ষিণ আনী

জঙ্ঘা—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে জানু ও গুল্‌ফের ঠিক মধ্যদেশে জঙ্ঘাতে ছিন্নকরা-হেতু আঘাত।

"জঙ্ঘা"—প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কটী পার্শ্ব হইতে ঈষৎ নিম্নে ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে ; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। অসির পার্শ্বদ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে।



একাদশ ঘাত (এগারর বাড়ি)।

১। শির, হুল, গ্রীবাণ, আনী, পালট, ভাণ্ডার, চির, মোড়া, মন, আসর, তামেচা।

২। তামেচা, পালট, মোড়া উত্তর, কটী, দ্বিগড়, ত্রিহর, ভাণ্ডার, হাতকাটি, চাকি, দক্ষিন আনী, ষাণ্ড্য।

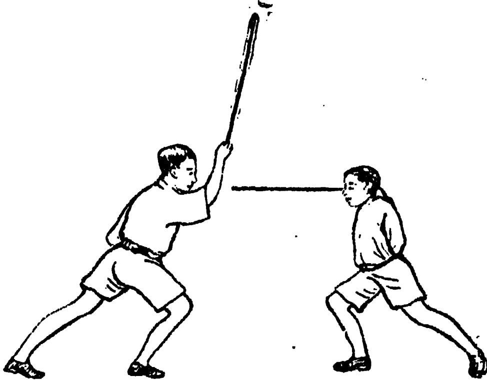
৩। তামেচা, কটী, ভাণ্ডার, আসর, মন, দ্বিগড়, কড়ক, মোড়া, ত্রিহর, আনী, বাহেরা।

৪। কড়ক, পিণ্ডি, দ্বিগড়, সাকম, ভাণ্ডার, মন, ভুজ, মোড়াউত্তর, গ্রীবাণ, অন্তর বাম, ষাণ্ড্য উত্তর।

আনী=বাম স্তন চুচুককে কেন্দ্র ধরিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া-হেতু আঘাত। "আনীর" আঘাত প্রয়োগ-কালে অসির ধারের দিক্ উর্দ্ধদিকে থাকিবে।

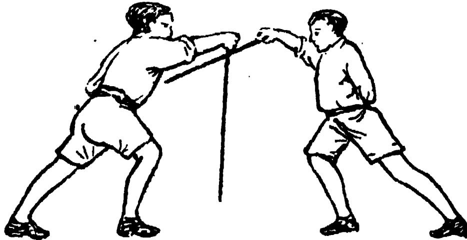
"আনীর"—প্রতিকার-হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু উর্দ্ধে

তুলিয়া বেগে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকাভিমুখে দূর করিয়া দিতে হইবে।



আনী

প্রকারান্তর :—অথবা, নিজ লাঠি নিম্নমুখ-ভাবে রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধে ও নিজ বাম দিকাভিমুখে দূর করিয়া দিতে হইবে।



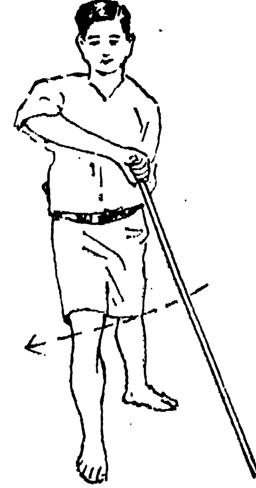
আনী (প্রকারান্তর)

দ্বিগড়=জানুর বাম পার্শ্ব হইতে ঈষৎ নিম্নাভিমুখে বক্রভাবে জানু-সন্ধি বিচ্ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"দ্বিগড়"—প্রতিরোধ কালে হস্তমুষ্টি নিজ নাভির প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও ঈষৎ নিম্নে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সম্মুখে থাকিবে। সমগ্র লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।

পিণ্ডি=জানু ও গুল্‌ফের মধ্যদেশে বাম পার্শ্ব হইতে ঈষৎ নিম্নাভিমুখে বক্রভাবে জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।

"পিণ্ডি"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি নিজ নাভি হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী নিম্নে



দ্বিগড়

থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে।



পিণ্ডি

অন্তরবাম (অন্তর উত্তর)=বাম কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক ও গলদেশের ঠিক্ সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত ছেদন করা-হেতু আঘাত।

"অন্তর-বাম"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম কক্ষমুণ্ডের (স্কন্ধমোড়ের) ঈষৎ বামে ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধমুখ হইয়া ভুমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।



অন্তরবাম (অন্তর উত্তর)

দ্বাদশ ঘাত (বার'র বাড়ি)।

১। তামেচা, কড়ক, ত্রিহর, পালট, শির, ভাণ্ডার, কটীঘাত, যাণ্ড্য উত্তর, হুল, বাহেরা, গ্রীবান।

২। বাহেরা, কক্ষ উত্তর, দে, কড়ক, পৃষ্ঠদক্ষিণ, ভাণ্ডারঘাত, অঙ্ক, ঘাটিকা দক্ষিণ, ভুজ, পালট, পৃষ্ঠউত্তর, অঙ্ক উত্তর।

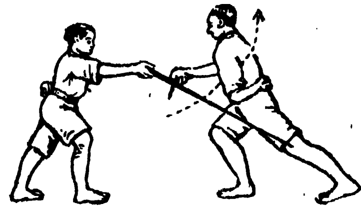
কটীঘাত = দক্ষিণ কটীপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে পায়ুমুল পর্য্যন্ত ছেদন করা-হেতু আঘাত।

"কটীঘাত"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি দক্ষিণ বক্ষ পার্শ্বের ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া দক্ষিণ দিকে হেলিয়া থাকিবে; লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে তাহা ভুমির সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ-সমকোণে মিলিত হইবে; সমগ্র লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।

কক্ষ উত্তর = বামকক্ষ, অর্থাৎ বাম-বাহু-মূলের নিম্ন দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ দিকে স্কন্ধ-দেশ ছেদন করিয়া, বাম বাহুকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা-হেতু আঘাত।



"কক্ষ-উত্তর"—প্রতিরোধ-হেতু উর্দ্ধ হইতে প্রতিপক্ষের লাঠিকে সজোরে আঘাত করিয়া নিম্নের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

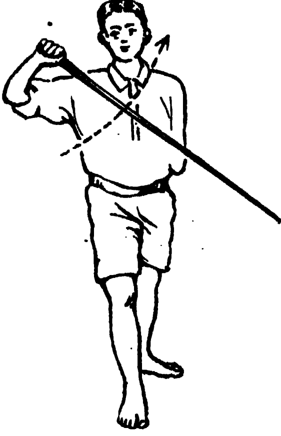


কক্ষ-উঃ

দে = দক্ষিণ বক্ষ-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে উর্দ্ধ দিকে বাম স্কন্ধ ও গলদেশের সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত ছেদন করা-হেতু আঘাত।

"দে"—প্রতিরোধ-কালে হস্তমুষ্টি দক্ষিণ বক্ষ পার্শ্বের প্রায় অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণে এবং ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে; লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা

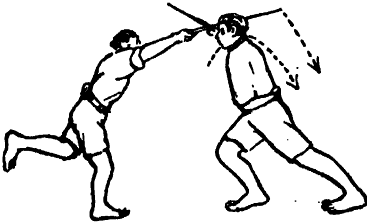
ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ সমকোণে মিলিত হইবে; সমগ্র লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল থাকিবে।



দে

পৃষ্ঠ-দক্ষিণ=পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পদ শূন্যে তুলিয়া, শরীর সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত।

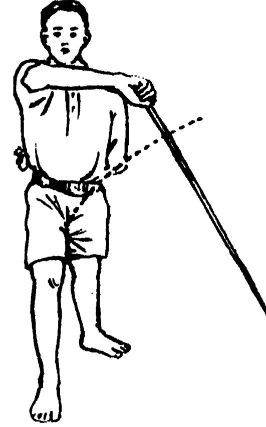
"পৃষ্ঠ-দক্ষিণ"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কক্ষ-মুণ্ড (স্কন্ধমোড়) হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে অর্দ্ধহস্ত উর্দ্ধে থাকিবে, এবং লাঠিকে ভূমির ও বক্ষের সমান্তরাল-ভাবে ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



পৃষ্ঠ-দক্ষিণ

ভাণ্ডার-ঘাত=বাম কটীপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্র-ভাবে পায়ু-মূল পর্য্যন্ত ছেদন করা হেতু আঘাত।

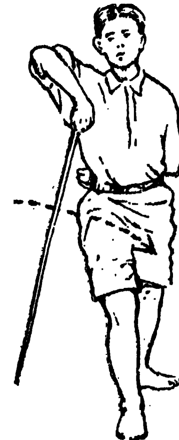
"ভাণ্ডার-ঘাত"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি বামকক্ষ-মুণ্ডের (স্কন্ধ-মোড়ের) বামে ও প্রায় চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বামপার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে প্রায় ২/-৩ অংশ সমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল-ভাবে থাকিবে।



ভাণ্ডার-আঘাত

(অঙ্ক দক্ষিণ)=দক্ষিণ উরুদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে ছেদন করিয়া সমগ্র দক্ষিণ পদ (দক্ষিণ সক্‌থি) শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

"অঙ্ক"—প্রতিরোধ কালে হস্তমুষ্টি দক্ষিণ উদর-পার্শ্বের প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির



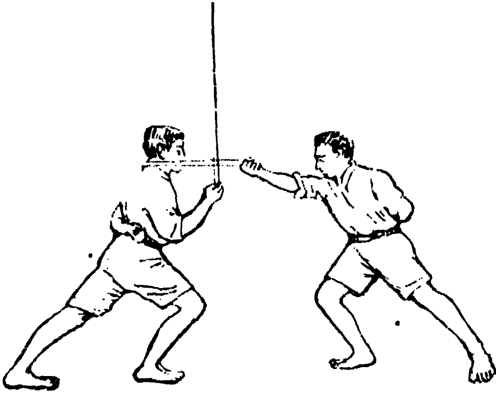
অঙ্ক

সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে প্রায় ৩/৪ অংশ সমকোণ মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরাল ভাবে থাকিবে।

ঘাটিকা দক্ষিণ = অসি পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা গল-পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সরল ভাবে সমগ্র গলদেশ ছেদন করা হেতু আঘাত।

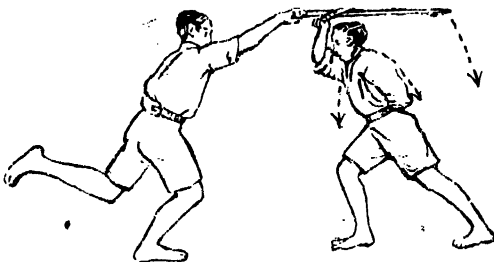
"ঘাটিকা-দক্ষিণ"—প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কক্ষ-মুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) হইতে কিঞ্চিদধিক চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিম্নে, এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; লাঠি উর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।

দক্ষিণ হস্তে "ঘাটিকা-দক্ষিণের" প্রয়োগ কালে বামপদ দক্ষিণ পদের পশ্চাতে লইয়া অঙ্গুলীতে ভর করিয়া স্থাপন করিলেই আঘাত প্রয়োগ সমধিক সুসম্পন্ন হইবে।



ঘাটিকা-দক্ষিণ

পৃষ্ঠ উত্তর = পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পদ শূন্যে তুলিয়া শরীর সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া বাম পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত।

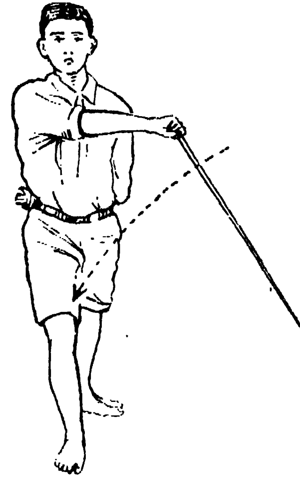


পৃষ্ঠ-(উত্তর)

"পৃষ্ঠ-উত্তর"—প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টি নাসিকাগ্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে রাখিয়া লাঠিকে ভূমির সমান্তরাল ভাবে ধারণ করিয়া নিম্ন হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

অঙ্ক-উত্তর = বাম উরুদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে বাম পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে ছেদন করিয়া, সমগ্র বাম পদ (বাম সকৃথি) শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

"অঙ্ক-উত্তর"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি বামবক্ষ-পার্শ্ব হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী বামে ও প্রায় চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে; যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে প্রায় ৩।৪ অংশ সমকোণ মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বক্ষক্ষেত্রের সমান্তরালভাবে থাকিবে।



অঙ্ক-উত্তর

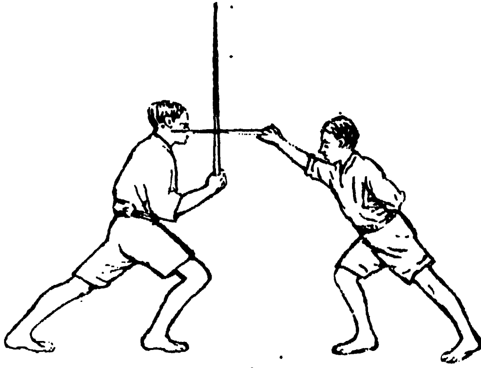
ত্রয়োদশ ঘাত (তেরর বাড়ি)

১। তামেচা, মন, ভ্রূকুটি-দক্ষিণ, কক্ষ দক্ষিণ, ঘটিকা-উত্তর, যবেগা-দক্ষিণ, যবেগা-উত্তর, আসর, দ্বিগড়, ভর্জ্জা, ভ্রূকুটি-উত্তর, পঞ্জর-উত্তর, পঞ্জর-দক্ষিণ।

ভ্রূকুটি-দক্ষিণ = অভ্যন্তরের দিকে দক্ষিন চক্ষু কর্ত্তন করা হেতু দক্ষিণ ভ্রূ ও ভ্রূমধ্য লক্ষ্য করিয়া আঘাত।

"ভ্রূকুটি-দক্ষিণ"—প্রতিরোধ-হেতু হস্তমুষ্টি বক্ষমধ্য হইতে প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির

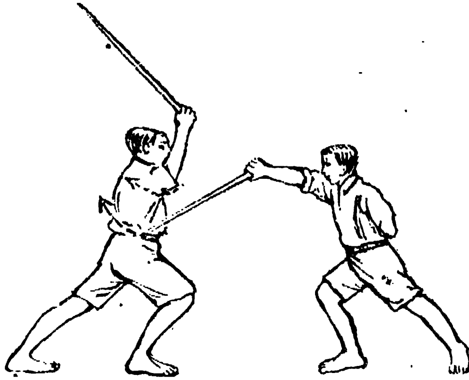
অগ্রবিন্দু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যৎসামান্য বামে হেলিয়া থাকিবে।



ভ্রুকুটি-উত্তর

কক্ষ-দক্ষিণ—দক্ষিণ কক্ষ, অর্থাৎ দক্ষিণ বাহু-মূলের নিম্নদেশ, হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে স্কন্ধ-দেশ ছেদন করিয়া দক্ষিণ বাহুকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

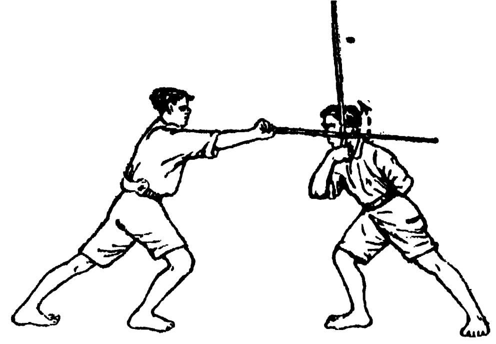
"কক্ষ-দক্ষিণ"-প্রতিরোধ-হেতু লাঠি ঊর্দ্ধ হইতে বেগে চালনা করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে আঘাত করিয়া নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



কক্ষদক্ষিণ

ঘাটিকা-উত্তর—অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা গল-পৃষ্ঠের বাম পার্শ্ব হইতে সরলভাবে সমগ্র গলদেশ ছেদন করা হেতু আঘাত।

"ঘাটিকা উত্তরের" প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টি, বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধ মোড়) হইতে ঈষৎ বামে ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। লাঠি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্ব রেখার সমসূত্রে থাকিবে।



ঘাটিকা-উত্তর

বাম হস্তে "ঘাটিকা উত্তরের" প্রয়োগকালে দক্ষিণ পদ বাম পদের পশ্চাতে লইয়া অঙ্গুলীতে ভর করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।

যবেগা-দক্ষিণ—দক্ষিণ গল পার্শ্বের মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সরলভাবে বাম গল-পার্শ্বের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রীবা ছেদন করা হেতু আঘাত।

"যবেগা-দক্ষিণ"-প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টি দক্ষিণ কক্ষ-মুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) হইতে ঈষৎ দক্ষিণ ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। লাঠি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।



যবেগা-দক্ষিণ

যবেগা-উত্তর—বাম গল-পার্শ্বের মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সরলভাবে দক্ষিণ গল-পার্শ্বের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রীবা ছেদন করা হেতু আঘাত।

"যবেগা উত্তর"-প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টি বাম কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) হইতে ঈষৎ বামে ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। লাঠি উৰ্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বরেখার সমসূত্রে থাকিবে।



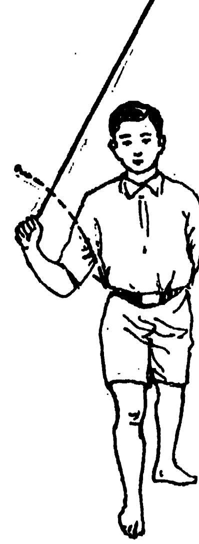
যবেগা-উত্তর

=দক্ষিণ কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) ও কফোণির (কনুইর) মধ্যদেশে নিম্নমুখে বক্রভাবে আঘাত করিয়া দক্ষিণ বাহু ছেদন করা হেতু আঘাত।

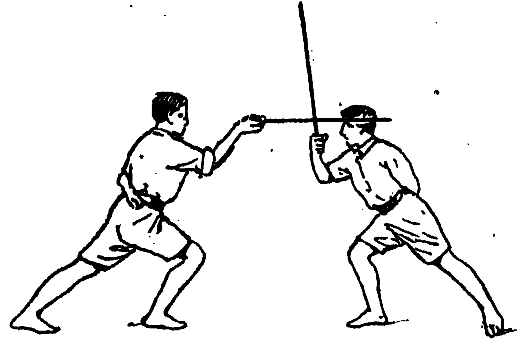
"ভর্জ্জা"-প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টির বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ কক্ষমুণ্ড (স্কন্ধ-মোড়) হইতে প্রায় দশ অঙ্গুলী দক্ষিণে ও প্রায় অৰ্দ্ধহস্ত নিম্নে এবং প্রায় চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে।

ভ্রূকুটি-উত্তর—অভ্যন্তরের দিকে বাম চক্ষু কর্ত্তন করা হেতু বাম ভ্রূ ও ভ্রূমধ্য লক্ষ্য করিয়া আঘাত।

"ভ্রূকুটি উত্তরের" প্রতিরোধ হেতু হস্তমুষ্টি বক্ষমধ্য হইতে প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু উৰ্দ্ধমুখ হইয়া যৎসামান্য দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে।



ভর্জ্জা

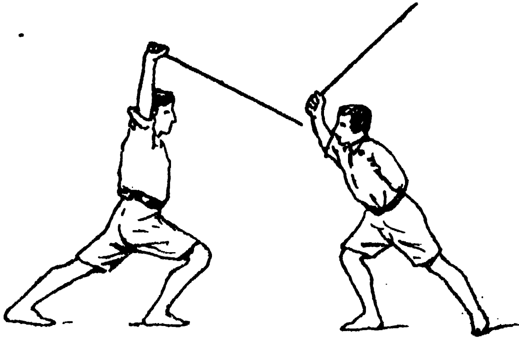


ভ্রূকুটি-উত্তর

পঞ্জর-উত্তর—বাম স্কন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক নিম্ন হইতে অসির অগ্রবিন্দু বক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত। আঘাত প্রয়োগ-কালে অসি-মুখ (অসির ধারের দিক্) উৰ্দ্ধ দিকে থাকিবে।

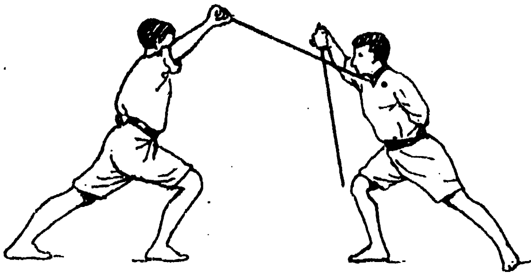
"পঞ্জর উত্তরের" প্রতিকার হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু উৰ্দ্ধে তুলিয়া, প্রতিপক্ষের লাঠিকে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

প্রকারান্তর :—অথবা, নিজ লাঠিকে নিম্নমুখভাবে রাখিয়া, অগ্রবিন্দু নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে ঈষৎ হেলাইয়া,



পঞ্জর-উত্তর

নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধে ও নিজ বামপার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



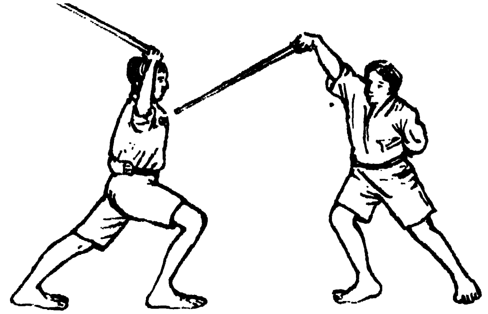
পঞ্জর উত্তর (প্রকারান্তর)

পঞ্জর-দক্ষিণ—দক্ষিণ স্কন্ধ-দেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী নিম্ন হইতে অসির অগ্রবিন্দু বক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত। অসিমুখ (অসির ধারের দিক) উর্দ্ধদিকে থাকিবে ; এবং শরীর সামান্য বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া আঘাতের প্রয়োগ করিতে হইবে।

"পঞ্জর দক্ষিণের" প্রতিকার হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু নিজ বামপার্শ্বের দিক দিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ ঘাত (চৌদ্দর বাড়ি)

১। গ্রীবাণ, বাহেরা, চাকি, হাতকাটি, শির, মন্, কটি, আসর, সাকম-উত্তর, কূর্চ্চাধঃ, প্রপাদ, ষাণ্ডা, গুলফাধঃ, অংসহুল-উত্তর।



পঞ্জর দক্ষিণ

কূর্চ্চাধঃ—পদ-গুল্ফের বাম পার্শ্বের ঘুন্টিকার (গুটিকাবৎ উচ্চ অংশের) নিম্ন হইতে পাদ-সন্ধিকে বক্রভাবে উর্দ্ধদিকাভিমুখে বিচ্ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

"কূর্চ্চাধঃ"-প্রতিরোধ-হেতু পুরোবর্ত্তী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্দ্ধহস্ত বামে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে।

অথবা, "কূচ"-প্রতিকারের ন্যায় আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

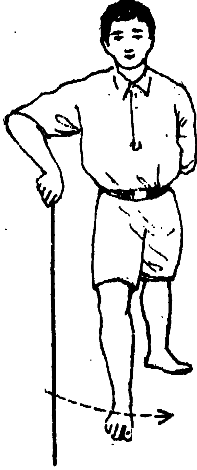


কূর্চ্চাধঃ

প্রপাদ—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পদ-পল্লবের মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

"প্রপাদ"-প্রতিরোধ হেতু পুরোবর্ত্তী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত দক্ষিণে লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে।

অথবা, "কূচ"-প্রতিকারের ন্যায় আঘাত করিয়া প্রতি-পক্ষের লাঠিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

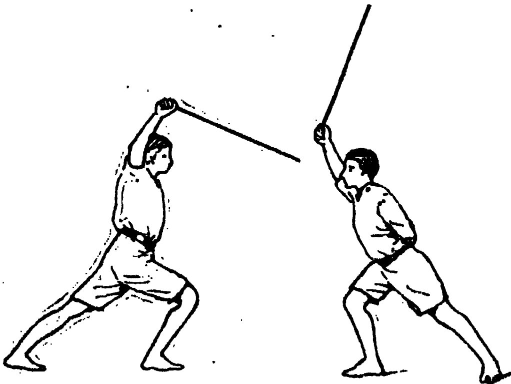


প্রপাদ

অংসহুল-উত্তর=বাম স্কন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী ঊর্দ্ধ হইতে অসির অগ্রবিন্দু বক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।

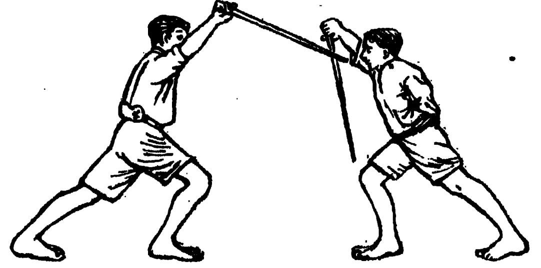
"অংসহুল" প্রয়োগ-কালে অসিমুখ (অসির ধারের দিক) ঊর্দ্ধ দিকে থাকিবে।

"অংসহুল উত্তরের" প্রতিকার-হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণদিকাভিমুখে দূর করিয়া দিতে হইবে।



অংসহুল-উত্তর

প্রকারান্তর :—অথবা, নিজ লাঠিকে নিম্নমুখভাবে রাখিয়া অগ্রবিন্দু নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে ঈষৎ হেলাইয়া, নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে ঊর্দ্ধে ও নিজ বাম পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



অংসহুল-উত্তর (প্রকারান্তর)

শৃঙ্গসহ ক্রীড়াকালে যে কোনও "স্থিতিতে" দাঁড়াইয়া, লাঠি কটির সমান্তরাল, এবং শৃঙ্গ বক্ষের সমান্তরাল, করিয়া ধরিতে হইবে। ইহাই সেই সেই "স্থিতির" "ভদ্রকান্তি"।

পঞ্চদশ ঘাতের অভ্যাস-কালে অভিবাদনের আঘাত করিয়া অপর হস্তে লাঠি ও শৃঙ্গ একত্রে ধরিয়া, হস্ত স্পর্শ ও অভিবাদনাদি সম্পন্ন করিয়া, পরে পূর্ব্ব হস্ত দ্বারা লাঠি ধরিয়া ক্রীড়ারম্ভ করিতে হইবে।

পঞ্চদশ ঘাত (পনর'র বাড়ি)

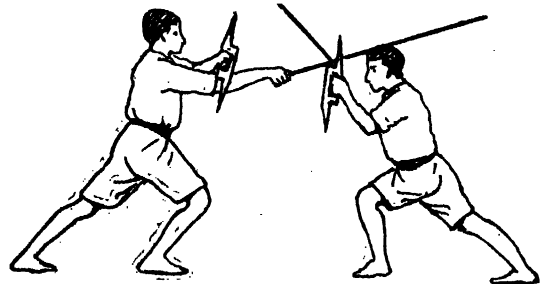
(শৃঙ্গ সহিতে)

স্থিতি

দ্ব্যঙ্গ

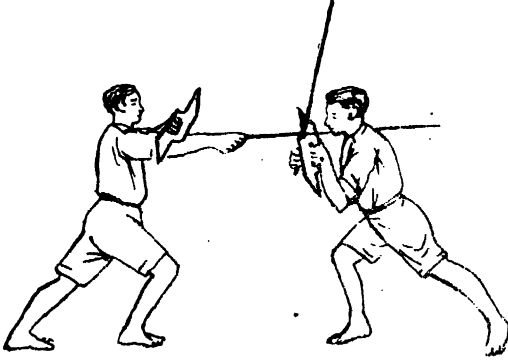
১। ত্রিহরা+, হাতকাটি+, শৃঙ্গবাহী ‡, চতুষ্কা ‡, মণিবন্ধ পুরঃ ‡, মণিবন্ধ পৃষ্ঠা ‡, কণ্ঠা উত্তর+, হীনায়ন ‡, শির+, ঠোক ‡, ভুজ+, ভর্জ্জা ‡, তামেচা ‡, বাহেরা ‡, ষাণ্ড+।

শৃঙ্গবাহী=বাম হস্তের মণিবন্ধ হইতে কফোণি (কনুই) অবধি বাহুভাগ মধ্যে আঘাত।



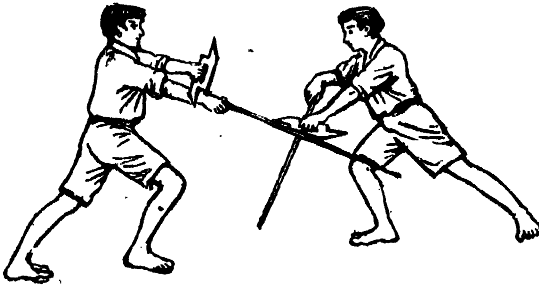
শৃঙ্গবাহী

চতুষ্কা—করপল্লবের সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতিরেকে অপর চারিটি অঙ্গুলীর সন্ধিগুলি একত্রে ছেদন করা হেতু আঘাত।



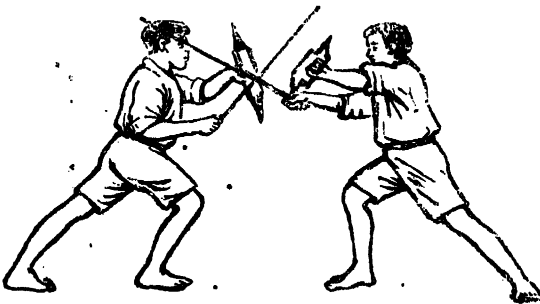
চতুষ্কা

মণিবন্ধ পুরঃ—করতলের দিক্ হইতে মণিবন্ধ ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



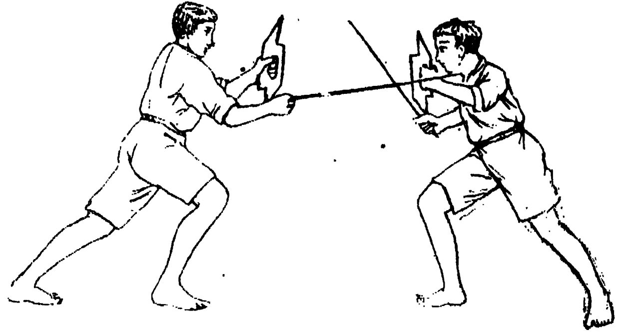
মণিবন্ধ পুরঃ

মণিবন্ধ পৃষ্ঠ—কর পৃষ্ঠের দিক্ হইতে মণিবন্ধ ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



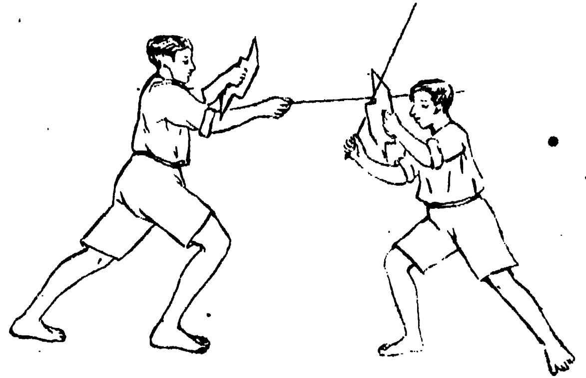
মণিবন্ধ পৃষ্ঠ

কণ্ঠা—হস্ত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত রাখিয়া, নিজ দক্ষিণ দিক্ হইতে অসি সবেগে চালনা করিয়া, অসির অগ্রভাগ দ্বারা কণ্ঠনালী ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



কণ্ঠা

ঠোক্—যে হস্তে অসি ধৃত থাকিবে, সেই হস্তের লী ছেদন করা হেতু আঘাত।



ঠোক্

বর্ণনা—যে আঘাত গুলির সঙ্গে "+" চিহ্ন রহিয়াছে তাহা কেবল শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিরোধ করিতে হইবে, যে আঘাতগুলির সঙ্গে "‡" চিহ্ন রহিয়াছে তাহা শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া প্রতিরোধ করিতে হইবে।

শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিরোধ-কালে সাধারণতঃ শৃঙ্গকে প্রতিপক্ষের আঘাতের গতির দিকের সঙ্গে সমকোণ করিয়া ধরিতে হইবে।

শৃঙ্গ ও লাঠি একত্র করিয়া প্রতিরোধ-কালে সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বদাই লাঠি শৃঙ্গের সম্মুখে থাকিবে।

শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিরোধ হেতু নিয়ম-পদ্ধতি ও সতর্কতা-সম্বন্ধে—"চতুর্ম্মুখী" পর্য্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সাধারণতঃ যে সমস্ত আঘাতগুলির প্রতিরোধ শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া করিতে হইবে, তাহা প্রথমে শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া পরে লাঠি এরূপ ভাবে শৃঙ্গের সঙ্গে সংযোজিত করিতে হইবে, যেন বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের শৃঙ্গের শীর্ষ, এবং লাঠির অগ্রভাগ, এই উভয়ের অভ্যন্তরে প্রতিপক্ষের লাঠি আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

সমঘাত (শ্যামঘাত)।

"শ্যামঘাত"-অভ্যাস-কালে পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ ভারী লাঠি ব্যবহার করাই সঙ্গত; তাহাতে আঘাতের তীব্রতা-সাধনে শক্তি জন্মিয়া থাকে।

"শ্যামঘাত"-অভ্যাসেই দ্রুত ও অতিদ্রুত চালনায় দক্ষতা জন্মিয়া থাকে। অমসৃণ ঈষৎ ভারী লাঠি (সাধারণ ঈষৎ স্থূল শুষ্ক বংশদণ্ড) সহ দক্ষতার সহিত অতিদ্রুত শ্যামঘাত-ক্রীড়ায় রত থাকিতে পারিলে প্রত্যক্ষ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্যামঘাত অভ্যাস কালে উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া যাইতে হইবে।

প্রত্যেকটি ক্রমই কয়েক বার বাম হস্তে অভ্যাস করিয়া পরে দক্ষিণ হস্তে সমসংখ্যক বার অভ্যাস করিতে হইবে; এবং পরে,—যিনি প্রথম আঘাত প্রয়োগ করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন,—তাহার প্রতিপক্ষকে প্রথম আঘাত প্রয়োগ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে,—ও উভয় হস্তেই পূর্ব্বানুরূপ সমসংখ্যক বার অভ্যাস করিতে হইবে।

শ্যামঘাত অভ্যাস কালে আঘাত ও প্রতিকার সহযোগে উভয়কেই লাঠির গতি সর্ব্বদাই নিরবচ্ছিন্ন সমবেগ-সম্পন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে; তবে প্রত্যেকটি পাঠই প্রথমতঃ মৃদুগতিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে গতির বেগ দ্রুত হইতে দ্রুততর করিতে হইবে।

কোথায় ও কোনরূপ ভ্রম-বাধা-আদি হইয়া পড়িলে, পুনরায় মৃদুগতিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দ্রুত চালনায় রত হইতে হইবে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্রম-মধ্যে কখনও কখনও লাঠির গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চালনা করিতে হয় বটে, কিন্তু সে অবস্থাতেও যেন গতির নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ না হয়, কিম্বা বেগেরও বিভিন্নতা না হয়।

প্রায় সমস্ত আঘাতই "গুড়দিশে" প্রয়োগ করিয়া "ত্রাসে" চালনা করিয়া আনিতে হইবে, সঙ্গে "জড়বেশের"ও সামান্য ক্রিয়া হইবে মাত্র; "গুড়দিশের" ক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, "ত্রাসের" ক্রিয়া মধ্যম।

প্রতিকার-কল্পে সর্ব্বদাই আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিয়া দিতে হইবে; এবং অপ্রতিহত ও সমগতিতেই লাঠি চালনা করিয়া প্রতিপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট রূপে আঘাত করিতে হইবে। "কড়ক", "প্রবাদ," "গুল্ফাধ' "কূর্চ্চাধঃ" প্রভৃতি নিম্নের দিকের আঘাত গুলির প্রতিকারও লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে সংলগ্ন না করিয়া প্রত্যাঘাত করিয়াই করিতে হইবে। তৎকালে মুষ্টির অঙ্গুলীর দিক (করতলের দিক) সম্মুখে থাকিবে।

সহজ গতির অনুসরণ সহযোগে এবং সহজ পথেই শ্যামঘাতের সমস্ত প্রয়োগ ও প্রতিকার সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই হেতুই পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্রম অভ্যাস-কালে অধিকাংশ আঘাতই "ত্রাসে" চালনা করিয়া আনিতে হইবে না।

প্রথম ক্রম

স্থিতি একাঙ্গ

১। গ্রীবাণ।

২। গ্রীবাণ, হাতকাটি।

৩। গ্রীবাণ হাতকাটি, ভাণ্ডার।

৪। গ্রীবাণ, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

৫। গ্রীবাণ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

৬। গ্রীবাণ, প্রপাদ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

৭। গ্রীবাণ, ভুজ, প্রপাদ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

৮। গ্রীবাণ, মন, ভুজ, প্রপাদ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

৯। গ্রীবাণ, আসর, মন, ভুজ, প্রপাদ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

১০। গ্রীবাণ, তামেচা, আসর, মন, ভুজ, প্রপাদ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

১১। গ্রীবাণ, পালট, তামেচা, আসর, মন, ভুজ, প্রপাদ, সাকম, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

দ্বিতীয় ক্রম

স্থিতি একাঙ্গ

১। হীনায়ন।

২। হীনায়ন, হাতকাটি।

৩। হীনায়ন, হাতকাটি, কটী।

৪। হীনায়ন, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

৫। হীনায়ণ, সাকম দক্ষিণ, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

৬। হীনায়ন, অর্দ্ধপাদ, সাকম দক্ষিণ, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

৭। হীনায়ন, ভর্জ্জা, অর্দ্ধপাদ, সাকম দক্ষিণ, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

৮। হীনায়ন, দে, ভর্জ্জা, অর্দ্ধপাদ, সাকম দক্ষিণ, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

৯। হীনায়ন, আসর উত্তর, দে, ভর্জ্জা, অর্দ্ধপাদ, সাকম দক্ষিণ, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

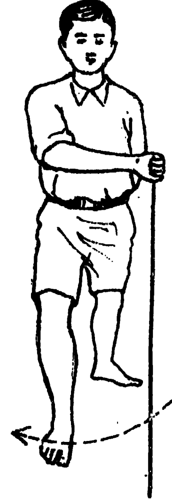
১০। হীনায়ন, বাহেরা, আসর উত্তর, দে, ভর্জ্জা, অর্দ্ধপাদ, সাকম দক্ষিণ, তামেচা হাতকাটি ,কটী।

১১। হীনায়ন, কড়ক, বাহেরা, আসর উত্তর, দে, ভর্জ্জা, অর্দ্ধপাদ, সাকম-দক্ষিণ, তামেচা, হাতকাটি, কটী।

অর্দ্ধপাদ—বাম পার্শ্ব হইতে পদ-পল্লবের মধ্যদেশ ছেদন করা হেতু আঘাত।

সাকম দক্ষিণ—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে "সাকমের" (সাকম উত্তরের) ন্যায় প্রয়োগ।

আসর উত্তর—বাম পার্শ্ব হইতে "আসরের" (আসর দক্ষিণের) ন্যায় প্রয়োগ।



অর্দ্ধপাদ

তৃতীয় ক্রম

স্থিতি—একাঙ্গ

১। গ্রীবাণ।

২। গ্রীবাণ, তামেচা।

৩। গ্রীবাণ, তামেচা, পালট।

৪। গ্রীবাণ, আসর, তামেচা, পালট।

৫। গ্রীবাণ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

৬। গ্রীবাণ, ভুজ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

৭। গ্রীবাণ, প্রপাদ, ভুজ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

৮। গ্রীবাণ, সাকম, প্রপাদ, ভুজ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

৯। গ্রীবাণ, বাহেরা, সাকম, প্রপাদ; ভুজ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

১০। গ্রীবাণ, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকম, প্রপাদ, ভুজ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

১১। গ্রীবাণ, হাতকাটি, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকম, প্রপাদ, ভুজ, মন, আসর, তামেচা, পালট।

চতুর্থ ক্রম

স্থিতি—একাঙ্গ

১। হীনায়ন।

২। হীনায়ন, বাহেরা।

৩। হীনায়ন, বাহেরা, কড়ক।

৪। হীনায়ন, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

৫। হীনায়ন, দে, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

৬। হীনায়ন, ভর্জ্জা, দে, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

৭। হীনায়ন, অর্দ্ধপাদ, ভর্জ্জা, দে, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

৮। হীনায়ন, সাকম দক্ষিণ, অর্দ্ধপাদ, ভর্জ্জা, দে, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

৯। হীনায়ক, তামেচা, সাকম দক্ষিণ, অর্দ্ধপাদ, ভর্জ্জা, দে, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

১০। হীনায়ন, কটী, তামেচা, সাকম দক্ষিণ, অর্দ্ধপাদ, ভর্জ্জা, দে, আসর উত্তর, বাহেরা, কড়ক।

১১। হীনায়ন, হাতকাটি, কটী, তামেচা, সাকম দক্ষিণ, অর্দ্ধপাদ, ভর্জ্জা, দে, আসর উত্তর, বাহেরা কড়ক।

পঞ্চম ক্রম

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

১। বাহেরা।

২। বাহেরা, তামেচা।

৩। বাহেরা, তামেচা, ষাণ্ড্য।

৪। বাহেরা, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

৫। বাহেরা, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

৬। বাহেরা, সাকম, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

৭। বাহেরা, হুল, সাকম, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

৮। বাহেরা, শির, হুল, সাকম, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

৯। বাহেরা, চির, শির, হুল, সাকম, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

১০। বাহেরা, পালট, চির, শির, হুল, সাকম, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

১১। বাহেরা, আনী, পালট, চির, শির, হুল, সাকম, মোড়া, অঙ্ক, তামেচা, ষাণ্ড্য।

ষষ্ঠ ক্রম

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

১। তামেচা।

২। তামেচ, বাহেরা।

৩। তামেচা, বাহেরা, শির।

৪। তামেচা অঙ্ক-উত্তর, বাহেরা, শির।

৫। তামেচা, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

৬। তামেচা, সাকম দক্ষিণ, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

৭। তামেচা, চির, সাকম দক্ষিণ, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

৮। তামেচা, ষাণ্ড্য, চির, সাকম, দক্ষিণ, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

৯। তামেচা, হুল, ষাণ্ড্য, চির, সাকম দক্ষিণ, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

১০। তামেচা, কড়ক, হুল, ষাণ্ড্য, চির, সাকম দক্ষিণ, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

১১। তামেচা, দক্ষিণ আনী, কড়ক, হুল, ষাণ্ড্য, চির, সাকম দক্ষিণ, মোড়া উত্তর, অঙ্ক উত্তর, বাহেরা, শির।

সপ্তম ক্রম—(শৃঙ্গ সহ)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

১। হীনায়ন।

২। হীনায়ন, দে।

৩। হীনায়ন, দে, কটী।

৪। হীনায়ন, দে, কটী, আসর।

৫। হীনায়ন, দে, কটী, আসর, সাকম উত্তর।

অষ্টম ক্রম—(শৃঙ্গ সহ)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

১। গ্রীবাণ।

২। গ্রীবাণ, মন।

৩। গ্রীবাণ, মন, ভাণ্ডার।

৪। গ্রীবাণ, মন, ভাণ্ডার, আসর উত্তর।

৫। গ্রীবাণ, মন, ভাণ্ডার, আসর উত্তর, সাকম দক্ষিণ।

নবম ক্রম—(শৃঙ্গ সহ)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

১। শির।

২। শির, কড়ক।

৩। কটী, শির, কড়ক।

৪। ত্রিহর, কটী, শির, কড়ক।

৫। ত্রিহর, শির দক্ষিণ, কটী, শির, কড়ক।

৬। ত্রিহর, অঙ্ক, শির দক্ষিণ, কটী, শির, কড়ক।

৭। ত্রিহর, ভর্জ্জা, অঙ্ক, শির দক্ষিণ, কটী, শির, কড়ক।

দশম ক্রম—(শৃঙ্গ সহ)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

১। ষাণ্ড্য।

২। ষাণ্ড্য, পালট।

৩। ভাণ্ডার, ষাণ্ড্য, পালট।

৪। চাকি; ভাণ্ডার, ষাণ্ড্য, পালট।

৫। চাকি, শির, ভাণ্ডার, ষাণ্ড্য, পালট।

৬। চাকি, অঙ্ক উত্তর, শির, ভাণ্ডার, পালট।

৭। চাকি, ভুজ, অঙ্ক উত্তর, শির, ভাণ্ডার, ষাণ্ড্য, পালট।

বিষম ঘাত

বিষমঘাত পর্য্যায়ে বামে লিখিত আঘাতগুলি পর্য্যায়-ক্রমে ক্রীড়ারত এক ব্যক্তি (আক্রমণ হেতু) প্রয়োগ করিবে,—তদুত্তরে (প্রত্যাক্রমণে) প্রত্যেকটি আঘাতের প্রতিকার করিয়াই প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির দক্ষিণে লিখিত আঘাতটি প্রয়োগ করিবে; এবং এইরূপে ক্রীড়ারত থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির শেষ আঘাতটির প্রয়োগ হইয়া গেলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম হইতে (আক্রমণের আঘাত প্রয়োগ) আরম্ভ করিবে, এবং প্রথম ব্যক্তি উত্তরের (প্রত্যাক্রমণের) আঘাতগুলির প্রয়োগ করিবে।

প্রথমে বাম হস্তে ক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া পরে সম-সংখ্যক বার দক্ষিণ হস্তে ক্রীড়া করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

স্থিতি—একাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ	১। পালট
২। বাহেরা	২। কড়ক
৩। তামেচা	৩। ভাণ্ডার
৪। গ্রীবাণ	(প্রত্যারম্ভে গ্রীবাণ)

আক্রমণ—প্রথম আঘাত-প্রয়োগ

প্রত্যামক্রণ—প্রতিপক্ষের প্রথম আঘাতের প্রতিকার করিয়া তাহাকে আক্রমণ-হেতু অপর আঘাতের প্রয়োগ।

প্রত্যারম্ভ—আঘাত-প্রয়োগ ও প্রতিকারাদি-সম্পর্কে প্রথম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির, ও প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুরূপে ক্রীড়ারত হওয়ার সঙ্কেত-হেতু "প্রত্যারম্ভ" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় ক্রম

স্থিতি একাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হীনায়ন	১। কড়ক
২। তামেচা	২। পালট
৩। বাহেরা	৩। ভাণ্ডার
৪। হীনায়ন	(প্রত্যারম্ভে হীনায়ন)

তৃতীয় ক্রম

স্থিতি একাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। তামেচা	১। মোড়া
২। শির	২। শির

৩। বাহেরা	৩। ভাণ্ডার
৪। কটী	৪। শির
৫। ভৰ্জ্জা	৫। মোড়া উত্তর
৬। কড়ক	৬। শির
৭। শির	(প্রত্যারম্ভে তামেচা)।

চতুর্থ ক্রম

স্থিতি দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। বাহেরা	১। মোড়া উত্তর
২। ষাণ্ড্য	২। ষাণ্ড্য
৩। তামেচা	৩। কটী
৪। ভাণ্ডার	৪। ষাণ্ড্য
৫। ভুজ	৫। মোড়া উত্তর
৬। পালট	৬। ষাণ্ড্য
৭। ষাণ্ড্য	৭। প্রত্যারম্ভে বাহেরা।

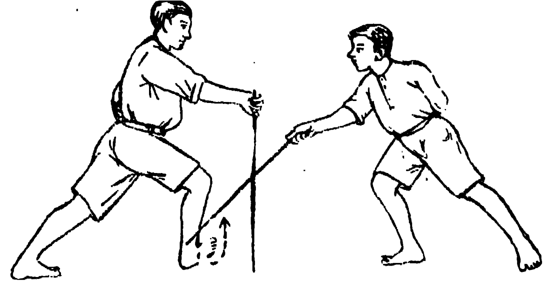
পঞ্চম ক্রম

স্থিতি পাক্ষিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। তামেচা	১। পালট
২। ভৰ্জ্জা	২। শির
৩। ভাণ্ডার	৩। বাহেরা
৪। মোড়া	৪। শির
৫। ভুজ	৫। মোড়া উত্তর
৬। চাকি	৬। বাহেরা
৭। গ্রীবাণ	৭। ষাণ্ড্য
৮। কড়ক	৮। মোড়া
৯। পালট	৯। গ্রীবাণ
১০। ঘাটিকা দক্ষিণ	১০। কক্ষ উত্তর
১১। পাদতল	১১। চাকি
১২। সাকম উত্তর	১২। শির
১৩। শির	(প্রত্যারম্ভে তামেচা)

পাদতল—প্রতিপক্ষ পুরোবর্ত্তী পদের পাঞ্চিতে (গোড়ালীতে) ভর করিয়া পদাঙ্গুলীর দিক উন্নীত করিলে, অসি-পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পদতলের মধ্যদেশে পদ পল্লব ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

"পালট," "গুল্ফাধ" প্রভৃতির প্রতিকারের অনুরূপে "পাদতলের" প্রতিকার করিতে হইবে।



পাদতল

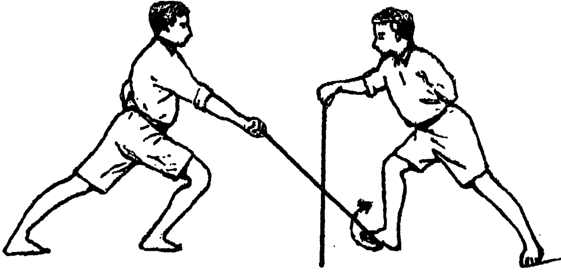
ষষ্ঠ ক্রম

স্থিতি পাক্ষিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। বাহেরা	১। কড়ক
২। ভুজ	২। ষাণ্ড্য
৩। কটী	৩। তামেচা
৪। মোড়া	৪। ষাণ্ড্য
৫। ভৰ্জ্জা	৫। মোড়া উত্তর
৬। ত্রিহর	৬। তামেচা
৭। হীনায়ন	৭। শির
৮। পালট	৮। মোড়া
৯। কড়ক	৯। গ্রীবাণ
১০। ঘাটিক উত্তর	১০। কক্ষ দক্ষিণ
১১। অধস্তন	১১। ত্রিহর
১২। সাকম দক্ষিণ	১২। ষাণ্ড্য
১৩। ষাণ্ড্য	(প্রত্যারম্ভে বাহেরা)

অটস্তন—প্রতিপক্ষ পুরোবর্ত্তী পদপাঞ্চিতে (গোড়ালীতে) ভর করিয়া পদপল্লব উন্নীত করিলে অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা প্রতিপক্ষের বামপার্শ্ব হইতে পদতলের মধ্যদেশে পদপল্লব ছিন্ন করা হেতু আঘাত,

"কুচ", "কুর্চ্চাধঃ" প্রভৃতির প্রতিকারের অনুরূপে "অধস্তলের" প্রতিকার করিতে হইবে।



গহ্বর অধস্তল

বহু লোকের মধ্যে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইলে "গহ্বর" পর্য্যায়ে দক্ষতা লাভের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

প্রথমে কতিপয় শিক্ষার্থী এক লাঠির দূরত্বে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইবে; পরে পূর্ব্বের অভ্যস্ত কোনও একটি "ঘাত" ধারার, কিম্বা "শ্যামঘাত" অথবা "বিষমঘাত"এর যে কোনও "ক্রমের" প্রথম আঘাতটি কোনও এক জনে তাহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে,—এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ আঘাতটির প্রতিরোধ করিয়া তৎপরবর্ত্তী আঘাতটি তাহার অপর পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে মারিবে; এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া আসিয়া ক্রীড়া চলিতে থাকিবে।

"ঘাত" প্রভৃতির যে "ধারাটি" মনোনীত করিবে, তাহার মধ্যে আঘাতের সংখ্যা, এবং যে কতিপয় ব্যক্তি দাঁড়াইবে, তাহাদের সংখ্যা,—এই দুই সংখ্যার মধ্যে যেন কোন সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে; তাহা হইলেই প্রথম আঘাতটি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের উপরেই পড়িতে থাকিবে।

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মণ্ডলের কেন্দ্রে দাঁড়াইবে, এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তিকে মণ্ডলের কেহ আঘাত করিলে, কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি উহার প্রতিকার করিয়া প্রথম ব্যক্তির পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে পর্য্যায়ানুযায়ী পরবর্ত্তী আঘাত করিয়া আবার তৃতীয় ব্যক্তির পর্য্যায়ানুযায়ী আঘাতের প্রতিকার করিবে; এইরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রীড়া চলিতে থাকিবে।

দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই, এবং মণ্ডলের দক্ষিণ ও বাম উভয় আবর্ত্তেই এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে।

পরে মণ্ডলের পরিধিতে চারি জন কিম্বা পাঁচ জনের অধিক থাকিবে না, এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি অতি দ্রুত চালনায় পর্য্যায়ক্রমে সকলের আঘাতেরই প্রতিকার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে আঘাত করিতে থাকিবে।

(এক সঙ্গে চারি জনের অধিক এক ব্যক্তিকে সফলতার সহিতে আঘাত করিতে পারে না।)

এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রে থাকিয়া দক্ষতা অর্জ্জন করিবে।

পরিশেষে কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি সুযোগমতে মণ্ডলের কাহাকেও অভিভূত করিয়া মণ্ডল হইতে নির্গত হইবে; এবং যে হস্তে লাঠি থাকিবে, সেই আবর্ত্তে অতি দ্রুতবেগে ঘুরিয়া মণ্ডলস্থিত ব্যক্তিগণকে গতিসহ বেষ্টন করিয়া উপর্য্যুপরি আঘাত প্রয়োগে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবার চেষ্টায় অভ্যাস করিতে থাকিবে।

চতুর্ম্মুখী

"চতুর্ম্মুখী" অভ্যাস কালে প্রথম বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে।

উভয়কেই একত্রে প্রত্যেকটি আঘাত সমানভাবে লাঠি দ্বারা প্রয়োগ ও শৃঙ্গ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

("চতুর্ম্মুখী" পর্য্যায় হইতে "বাহেরার" অভিবাদনের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।)

পরস্পর অসম্বদ্ধ ও অপ্রতিহত অথচ অনুকূল গতিতে উভয় হস্তের চালনা অভ্যাসই "চতুর্ম্মুখী" পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য। চতুর্ম্মুখী-অভ্যাসে হস্তদ্বয়ের সমবেত গতির সামঞ্জস্য রক্ষায় দক্ষতা জন্মিয়া থাকে।

আঘাতের গতি যে ক্ষেত্র-অবলম্বনে আসিবে, প্রতিকার কল্পে ঠিক সেই ক্ষেত্রের সমকোণ ভাবেই শৃঙ্গ ধারণ করিতে হইবে, এবং প্রতিপক্ষের লাঠির গতির

বিপরীত দিকাভিমুখেই ঐ লাঠিকে ঈষৎ বেগে অপসারিত করিতে দিতে হইবে।

শৃঙ্গসহ ক্রীড়া-কালে অসি ও শৃঙ্গের গতির অনুকূলে শরীর দক্ষিণে, বামে ও অধোদিকে হেলাইতে দোলাইতে হইবে; তাহাতেই ক্রমে যাবতীয় প্রয়োজনীয় অঙ্গ-ভঙ্গীর লঘুতা জন্মিয়া, অসি ও শৃঙ্গ-চালনায় ক্ষিপ্রকারিতা-সাধনে সাহায্য হইবে।

সাধারণতঃ যে হস্তে শৃঙ্গ থাকিবে, সেই পার্শ্বের সমস্ত আঘাতেরই, এবং অপর পার্শ্বের যে সমস্ত আঘাত ভূমির সমান্তরালভাবে আসিবে, কিম্বা বক্রভাবে নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রযুক্ত হইবে, শৃঙ্গ দ্বারা তাহাদের প্রতিকার-কল্পে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধমুখ রাখিয়াই শৃঙ্গ ধরিতে হইবে। অপর আঘাতগুলি-সম্বন্ধে যখন যেরূপ সুবিধা সেইরূপেই শৃঙ্গ ধরিতে হইবে। কিন্তু অসি-ধৃত-হস্ত পার্শ্বের উর্দ্ধতন আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে, এবং যে স্থলে শৃঙ্গবাহী হস্ত অপর হস্তের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবে, তথায়ও শৃঙ্গবাহী-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্নের দিকে থাকিবে।

"চতুর্ম্মুখী" অভ্যাস-কালে সর্ব্বদাই দ্ব্যঙ্গের স্থিতিতে দাঁড়াইতে হইবে।

প্রথম ধারা (চতুর্ম্মুখী)

গ্রীবাণ, শির, ভুজ, দে, পাদতল, চাকি, ষাগু্য, ভাণ্ডার, ত্রিহর, কড়ক, পালট, ভর্জ্জা।

বর্ণনা :—"ভুজ" মারিয়া লাঠিকে প্রতিপক্ষের শৃঙ্গের সহিত ঘেষিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া আনিয়া "দে" মারিতে হইবে।

"পাদতল" মারিয়া ত্রাসে চালনা করিয়া লাঠি পশ্চাৎ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া "চাকি" মারিতে হইবে।

"ষাগু্য" মারিবার কালে শৃঙ্গ বাম পার্শ্ব হইতে ঘুরাইয়া মাথার উপর দিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিকার-হেতু নিজ লাঠির সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া পড়িবে, সুতরাং "ষাগু্যের" প্রয়োগ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রতিপক্ষের লাঠি নিজ শৃঙ্গ ও লাঠির মধ্যে পতিত হইবে; তাই ষাগু্যের আঘাত অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে; কিন্তু কদাচ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ লাঠি ও নিজ শৃঙ্গ একত্রিত করিয়া আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইতে নাই।

"পালট" প্রভৃতি নিম্নের দিকের আঘাত-প্রয়োগ-কালে বামপদ ঈষৎ সম্মুখে আসিবে, পরে যথাস্থানে যাইবে, এবং ঐ সঙ্গে-সঙ্গেই পরবর্ত্তী আঘাত প্রয়োগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ধারা (চতুর্ম্মুখী)

হীনায়ন, ষাগু্য, ভর্জ্জা, মন, অধস্তল, ত্রিহর, শির কটী, চাকি, পালট, কড়ক, ভুজ।

তৃতীয় ধারা (চতুর্ম্মুখী)

বাহেরা, মোড়া উত্তর, ভাণ্ডার, শির, তামেচা, ভর্জ্জা, ষাগু্য, ভুজ, মোড়া, চাকি, ত্রিহর, গ্রীবাণ।

চতুর্থ ধারা (চতুর্ম্মুখী)

তামেচা, মোড়া কটী, ষাগু্য, বাহেরা, ভুজ, শির, ভর্জ্জা, মোড়া-উত্তর, ত্রিহর, চাকি, হীনায়ন।

পঞ্চমধারা (চতুর্ম্মুখী)

বাহেরা, প্রপ্রাদ, দে, মোড়া উত্তর, হীনায়ন, ভাণ্ডার, কটি, শির, পালট, তামেচা, মোড়া, পাদতল, চাপ্‌নি, চাকি, ষাগু্য, কড়ক, গ্রীবাণ, মন, ত্রিহর, ভুজ, আসর, সাকম উত্তর, হাতকাটি, অন্তর, দ্বিগড়।

বর্ণনা :—পঞ্চম ও ষষ্ঠ "ধারার" সমস্ত আঘাতই "গুড়্‌দিশে" প্রয়োগ করিতে হইবে; "পাদতল" "অধস্তল" প্রভৃতিও এস্থলে ত্রাসে চালনা করিয়া আনিতে হইবে না।

পঞ্চম "ধারায়" "হাতকাটি" মারিয়া লাঠি প্রতিপক্ষের মাথার উপর দিয়া আনিয়া নিজ দক্ষিণ দিক্ হইতে নিজ মাথার উপর দিয়া আনিয়া "অন্তর" মারিতে হইবে।

ষষ্ঠধারা (চতুর্ম্মুখী)

তামেচা, অর্দ্ধপাদ, মন্, মোড়া, গ্রীবাণ, কটী, ভাণ্ডার, ষাগু্য, কড়ক, বাহেরা, মোড়া উত্তর, অধস্তল, দ্বিগড়, ত্রিহর, শির, পালট, হীনায়ন, দে, চাকি, ভর্জ্জা, সাকম দক্ষিণ, আসর উত্তর, শৃঙ্গবাহী, অন্তর উত্তর, চাপ্‌নি।

মিশ্রঘাত

"মিশ্রঘাত" অভ্যাস-কালে সর্ব্বদাই "হাতকাটি" সুরক্ষিত রাখিতে হয়; সেই হেতু সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বদাই

শৃঙ্গ দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়; এবং প্রায় সর্ব্বদাই নিজ শৃঙ্গ প্রতিপক্ষের লাঠির অগ্রগতির প্রতিরোধ-কল্পে তৎসম্মুখাভিমুখে ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়।

"মিশ্রঘাত" সম্পর্কিত পাঠক্রম-মধ্যে যে আঘাত গুলির সঙ্গে "+" চিহ্ন যোজিত থাকিবে, তাহাদের প্রতিরোধ শৃঙ্গ দ্বারা করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে "⁜" চিহ্ন যোজিত থাকিবে, তাহাদের প্রতিরোধ শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্রিত করিয়া করিতে হইবে। যে আঘাত গুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই যোজিত থাকিবে না তাহাদের প্রতিরোধ শুধু লাঠি দ্বারাই করিতে হইবে।

"মিশ্রঘাত" অভ্যাস-কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাঠের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া, যাহাতে ও যে পথে লাঠি চালনা করিলে সহজ ও সরল গতিতে প্রকৃত লক্ষ্যে ও প্রকৃত পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্টরূপে প্রত্যেকটি আঘাতই প্রযুক্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেই হেতুই কোন কোন আঘাত প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিহত হইলে নিজ লাঠির বেগ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিপরীত গতিতে লাঠির চালনা করিতে হয়, আবার কখনও বা আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা শৃঙ্গ বিদূরিত করিয়া "ত্রাসে" সম্মুখ গতিতে নিজ লাঠির চালনা করিতে হয়; কখনও বা ভিন্ন পথেও লাঠির চালনা করিতে হয়।

শিক্ষাভ্যাস-কালে প্রত্যেকটি "ক্রমই" প্রথমে দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে; পরে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া সমসংখ্যক বার অভ্যাস করিতে হইবে। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া প্রত্যেকটি "ক্রম" অভ্যাস করিবে। প্রত্যেকটি "ক্রম"ই পর্য্যায়ক্রমে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ ও বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—ব্যাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ +	১। গ্রীবাণ +
২। হাতকাটি	২। হাতকাটি
৩। কটী, শির +	৩। কটী, শির +
	(প্রত্যারম্ভ)

দ্বিতীয় ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—ব্যাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ +	১। গ্রীবাণ +
২। হাত কাটি	২। হাত কাটি
৩। চাপ নি, ভুজ, শির +	৩। চাপ নি, ভুজ, শির +
	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—এ স্থলে "শিরেব" প্রতিকার লাঠি দ্বারা কিম্বা শৃঙ্গ দ্বারা উভয় প্রকারেই হইতে পারে।

তৃতীয় ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—ব্যাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ+	১। গ্রীবাণ+
২। কটী	২। কটী
৩। হীনায়ন+	৩। হীনায়ন+
৪। ভাণ্ডার+, মোড়া, ষাণ্ড্য+	৪। ভাণ্ডার+, মোড়া, ষাণ্ড্য+
	(প্রত্যারম্ভ)

চতুর্থ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—ব্যাঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ+	১। গ্রীবাণ+
২। হাত কাটি	২। হাত কাটি
৩। অন্তর+	৩। অন্তর+
৪। কটী, মোড়া উত্তর+	৪। কটী, মোড়া উত্তর+
৫। শৃঙ্গবাহী ⁜	৫। শৃঙ্গবাহী ⁜
৬। চাকি +	৬। চাকি +
	(প্রত্যারম্ভ)

পঞ্চম ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ+	১। গ্রীবাণ+
২।	ভাণ্ডার+ (চতুর্ম্মুখী)
৩।	বাহেরা+ (চতুর্ম্মুখী)
৪। দ্বিগর	৪। শির+ (প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—"শিরের" প্রয়োগ-নিমিত্ত লাঠি স্বকীয় বামদিক হইতে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

ষষ্ঠক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ+	১। গ্রীবাণ+
২। বাহেরা ⁂, তামেচা ⁂	২। বাহের ⁂ তামেচা ⁂
৩। চাপনি	৩। ষাণ্ড্য+
৪। আসর,	৪। মোড়া উত্তর+, কটী
৫। হাত কাটি	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—হাত কাটির প্রয়োগ-হেতু লাঠির অগ্রবিন্দু পশ্চাদ্দিক হইতে উপরে তুলিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া স্বকীয় বাম দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

"বাহেরার" প্রতিকার প্রকৃত পক্ষে লাঠির দ্বারাই করিতে হইবে, কিন্তু উভয় লাঠির সংঘর্ষ-মুহূর্ত্তে শৃঙ্গ ও লাঠির সঙ্গে সংলগ্ন করিতে হইবে; যেন প্রতিপক্ষের (আঘাত প্রয়োগকারীর) লাঠি নিজ লাঠি ও শৃঙ্গের সন্ধি-বন্ধনীর অভ্যন্তরে পতিত হয়; প্রতিকারীর শৃঙ্গ তাহার লাঠির পশ্চাতে থাকিবে।

"তামেচার" প্রতিকার প্রকৃত পক্ষে শৃঙ্গ দ্বারাই করিতে হইবে, কিন্তু লাঠিও ক্রমে নিম্ন হইতে উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের (আঘাত কারীর) লাঠিকে নিজ শৃঙ্গ ও লাঠির সন্ধির বন্ধনী মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে; তৎকালে উভয় হস্তের গতি ঈষৎ উর্দ্ধমুখীন হইবে; প্রতি-কারকারীর শৃঙ্গ তাহার লাঠির পশ্চাতে থাকিবে।

সপ্তম ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হীনায়ন+	১। হীনায়ন+
২। ভুজ+	২। ভুজ+
৩। আসর	৩। আসর
৪। উত্তর আনী	(ত্রাস) (প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—"উত্তর আনীর" প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নিম্নমুখ করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিতে হইবে; কিন্তু বাম হস্তে উত্তর আনীর প্রতিকার-কল্পে বাম হস্ত-মুষ্টি দক্ষিণ স্কন্ধ-মোড় পর্য্যন্ত নীত হইলে, তথা হইতে উপক্রম করিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু উর্দ্ধমুখ ভাবে চালিত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে সজোরে আঘাত করিয়া নিম্নে ও তাহার দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

অষ্টম ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ত্রিহর+	১। ত্রিহর+
২। ভর্জ্জা, ⁂ মোড়া উত্তর⁂, বাহেরা⁂	২। ভর্জ্জা ⁂,মোড়া উত্তর ⁂, বাহেরা ⁂
৩। সাকম উত্তর	৩। ঘাটিকা দক্ষিণ ⁂, কটী, মণিবন্ধ পৃষ্ঠ ণ
৪। ভুজ+	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—এ স্থলে "মণিবন্ধ পৃষ্ঠ" অসি-পৃষ্ঠের অগ্র-ভাগ দ্বারাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; এবং "ভর্জ্জা" মোড়া উত্তর, বাহেরা ও "ঘাটিকা দক্ষিণের" প্রতিরোধ প্রকৃত পক্ষে লাঠির দ্বারাই করিতে হইবে, কিন্তু উভয় লাঠির সংঘর্ষকালে, সংঘর্ষ স্থলে শৃঙ্গকেও সংযুক্ত রাখিতে হইবে।

বাম হস্তে ক্রীড়া-কালে "বাহেরা" ও ঘাটিকা দক্ষিণের প্রতিরোধ শৃঙ্গ দ্বারাই করিতে হইবে, তবে তৎকালে লাঠি ও শৃঙ্গসহ সংযুক্ত থাকিবে।

নবম ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। মনিবন্ধ পুরঃ ⁂	১। শৃঙ্গবাহী ⁂
২। উল্টামোড়া ⁂	২। চাকি +
৩। শির +	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—এস্থলে লাঠি ও শৃঙ্গ উভয় দ্বারা প্রতিকারের, পর, শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের লাঠি প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়া নিজ লাঠি যথাযোগ্যভাবে চালনা করিয়া "গুড় দিশে" ঘুরাইয়া পরবর্ত্তী আঘাতের প্রয়োগ করিতে হইবে।

দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া-কালে "মণিবন্ধ পুরঃ"র প্রতিকার-কল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু ঊর্দ্ধমুখ ভাবে এবং "শৃঙ্গবাহীর" প্রতিকার-কল্পে নিম্নমুখ ভাবে থাকিবে। বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া-কালে তদ্বিপরীত কার্য্য করিতে হইবে।

দশম ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হীনায়ন +	১। হীনায়ন+
২। মন +	২। মন +
৩। চাকি+,চাপ্‌নি শৃঙ্গবাহী ⁂	৩। চাকি+, চাপ্‌নি, শৃঙ্গবাহী ⁂
৪। গ্রীবাণ +	৪। গ্রীবাণ +
৫। হুল	(ত্রাস) (প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা :—এস্থলে "হুলের" প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নিম্নমুখভাবে রাখিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিতে হইবে।

একাদশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ+	১। গ্রীবাণ+
২। শৃঙ্গবাহী	২। শৃঙ্গবাহী
৩। মোড়া উত্তর, অঙ্ক্ দক্ষিণ মোড়া, কটী+	৩। মোড়া উত্তর, অঙ্ক্ দক্ষিণ (প্রত্যারম্ভ)

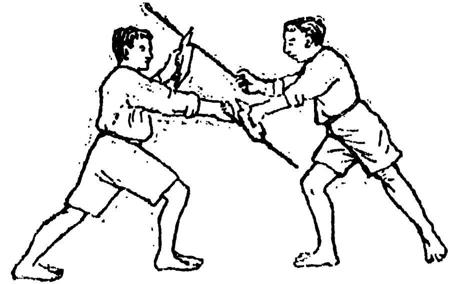
দ্বাদশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। আনী	১। (ত্রাস) চাকি+
২। হাতকাটি অধঃ ‡	২। হুল
৩। (ত্রিত্রাস) ভুজ+	৩। ভুজ+
৪। পালট (আলীঢ়)+	৪। (আলীঢ়) শির+
৫। (স্থিতি) ঘাটিকা দক্ষিণ‡	৫ (প্রত্যারম্ভ)।

বর্ণনা ঃ—এস্থলে "আনী" ও "হুল" উভয়ের প্রতিকারই নিম্নদিক হইতে লাঠি নিম্নমুখে চালনা করিয়া আঘাত করিয়া, করিতে হইবে।

হাতকাটি অধঃ—কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিক হইতে মণিবন্ধ ছিন্ন করা হেতু আঘাত।

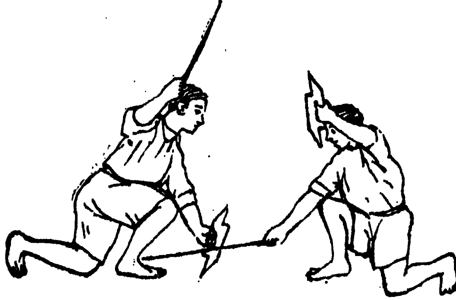


মণিবন্ধ অধঃ

এস্থলে "হাতকাটি অধঃ"র প্রতিকার প্রকৃত প্রস্তাবে শৃঙ্গ দ্বারাই করিতে হইবে; কিন্তু প্রতিকারের সঙ্গে-সঙ্গেই পরবর্ত্তী "হুল" প্রয়োগের উদ্যোগ হেতু লাঠি চালনা-কালে অল্পমাত্র নিজ শৃঙ্গসহ নিজ লাঠির সংস্পর্শ ঘটিবে।

আলীঢ়—বাম জানু, জঙ্ঘা ও পাদ পশ্চাদ্দিকে ভূমিতে বিন্যস্ত, দক্ষিণ পাদ সম্মুখের ভূমিতে স্থাপিত, জঙ্ঘা ভূমির উপরে প্রায় লম্বভাবে, এবং জানু-সন্ধি ভঙ্গ করিয়া

সমগ্র উরুদেশ ভূমির সমান্তরালভাবে, ও শরীর ভূমির উপর প্রায় লম্বভাবে ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিবে।



আলীঢ় (পালট)

ত্রয়োদশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—রাবাস্তিক

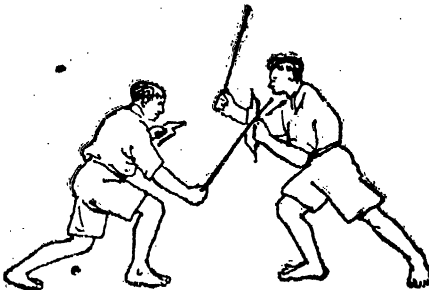
(আক্রমণ)	প্রত্যাক্রমণ
১। (অবনমন) গলআনী+	১। (তুরন্ত) হাতকাটি+
২। (তুরন্ত) কণ্ঠা	২। (অবনমন) কড়ক
৩। (উভয়ে) তামেচা	(উভয়ে অবনমন)
৪। (উভয়ে) চাপনি+	(চতুর্ম্মুখী)
৫। শির	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—

অবনমন=প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া হেতু শরীর অপসারিত করা (সাধারণতঃ বসিয়া পড়িবার উপক্রম করা)।

তুরন্ত=তন্মুহূর্ত্তে।

গল-আনী=কণ্ঠনালী ও মস্তকের সন্ধিস্থলের সম্মুখ বিন্দু হইতে বক্রভাবে উর্দ্ধমুখে মস্তক মধ্যে অসির অগ্র-বিন্দু প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।



গল-আনী

এস্থলে "কণ্ঠার" প্রতিকার কল্পে শরীর ঈষৎ পশ্চাতে অপসারিত করিয়া "অবনমন" করিতে হইবে।

প্রত্যাক্রমণকারীর "অবনমন" সহযোগে "কণ্ঠার" আঘাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া তদবস্থায়ই "কড়কের" প্রতিকার করিয়াই "তামেচার" প্রয়োগ করিবে, এবং পুনঃ "অবনমন" সহ আক্রমণকারীর "তামেচার" আঘাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, (তৎকালে আক্রমণকারাও কিঞ্চিৎ অবনত হইবে বটে)—সেই হেতুই আক্রমণকারীর মস্তক অপেক্ষা প্রত্যাক্রমণকারীর মস্তক অধিক নিম্নে থাকিবে ; তদবস্থায়ই উভয়ে "চাপনির" প্রয়োগ ও প্রতিকার করিলে পরও, প্রত্যাক্রমণকারীর মস্তক অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্নে থাকিবে ; তাহাতেই আক্রমণকারীর পক্ষে "শির" প্রয়োগের সুবিধা ঘটিবে।

চতুর্দ্দশক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—ধ্বাঙ্ক.

(আক্রমণ)	প্রত্যাক্রমণ
১। গ্রীবাণ+	১। গ্রীবাণ+
২। হাতকাটি	২। হাতকাটি
৩। মন+	৩। মন+
৪। কটী	৪। কটী
৫। পালট	৫। পালট
৬। প্রপাদ	৬। প্রপাদ
৭। হীনায়ন+	৭। হীনায়ন+
৮। ঘটিকা দক্ষিণ	৮। (অবনমন)
৯। শির	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—

ঘাটিকা দক্ষিণ প্রয়োগ-হেতু অসি ভূমির সমান্তরাল ভাবে নিজ বাম পার্শ্বের পশ্চাতে লইয়া হস্তমুষ্টি ঘুরাইয়া. অসি-পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যথাস্থানে আঘাত করিতে হইবে।

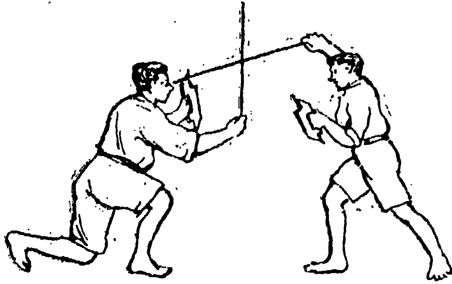
পঞ্চদশক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—রাবাস্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। কটী+	১। যবেগা দক্ষিণ +

২। চাপ্‌নি ২। শৃঙ্গবাহী
৩। নেত্রহূল দক্ষিণ ৩। (উর্দ্ধত্রাস), (অবনমন) হীনায়ন।
৪। (অবনমন) শির (প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—**নেত্রহূল দক্ষিণ**—দক্ষিণ চক্ষু মধ্যে "হূল" অথবা "আনীর" ন্যায় প্রয়োগ। ইহার প্রতিকার কল্পে লাঠি নিম্নমুখ হইতে ক্রমে উর্দ্ধমুখ করিয়া, নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে ঈষৎ উর্দ্ধে ও তাহার বামে দূর করিয়া দিতে হইবে।



নেত্রহূল দক্ষিণ

ষোড়শ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—দ্ব্যঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। আনী	১। হাতকাটি+
২। শৃঙ্গবাহী ঃ	২। শৃঙ্গবাহী ঃ বাহেরা+ কড়ক
৩। শির+ কটী, দ্বিগড় হীনায়ন+	৩। চাকি+
৪। শির+	(প্রত্যারম্ভ)

সপ্তদশ ক্রম—(মিশ্রঘাত)

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জ্জা ঃ	১। (তুরন্ত) অক্ষ দক্ষিণ
২। হাতকাটি ঃ শৃঙ্গবাহী+ চতুষ্কাণ ঃ	২। (তুরন্ত) কুর্চ্চাধঃ' চাপ্‌নি
৩। (তুরন্ত) মন, (তুরন্ত) ঘটিকা উত্তর	৩। (তুরন্ত, ত্রাস) (তুরন্ত) চাকি+
৪। (তুরন্ত) শির†	(প্রত্যারম্ভ)

অষ্টাদশ ক্রম—(মিশ্রঘাত)

স্থিতি—পাক্ষিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। চাপ্‌নি (ধাঁধা) (তুরন্ত) অন্তর দক্ষিণ	১। অন্তর দক্ষিণ
২। যবেগা উত্তর (ধাঁধা)	২। (অবনমন)
২। যবেগা উত্তর (ধাঁধা)	২। (অবনমন)
৩। আসর	৩। (তুরন্ত) দেঃ
৪। (সশৃঙ্গে) (লাঠি অভ্যন্তরে) ঃমণিবন্ধপুরঃ ও, গ্রীবাণ	৪। (সশৃঙ্গে প্রতিকার) (লাঠি বহির্দ্দিকে) (প্রত্যারম্ভে)।

বর্ণনা ঃ—

ধাঁধা—কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিবার ভাণ করিয়া, অন্যত্র আঘাত করা কিম্বা করিবার উদ্যোগ করা।

সশৃঙ্গে—আঘাতের প্রয়োগ কিম্বা প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপক্ষের লাঠিকে হস্তচ্যুত করিবার চেষ্টা হেতু লাঠি ও শৃঙ্গ একত্রিত করিয়া হস্ত চালনার সঙ্কেত বুঝাইতে "সশৃঙ্গে" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

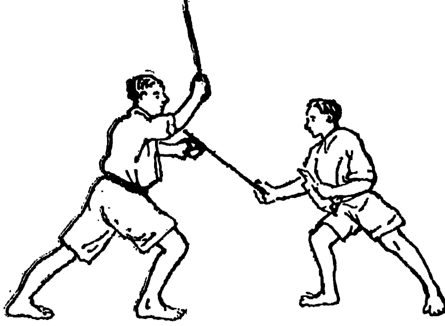
উনবিংশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—পাক্ষিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী+	১। তামেচা+
২। ঘটিকা উত্তর+, ত্রিহর (ত্রাস)+, শির (ধাঁধা)	২। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে), হনুমূল দক্ষিণ+,
(আচক্রবা) উদর+,	(সহ) চতুষ্কা †
(সহ)(আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) মোড়া উত্তর+	
৩। চক্রিকা উত্তর (দ্বিসম্ভব) +	৩। সাকম্ উত্তর (দ্বিসম্ভব)
৫। শির+	(প্রত্যারম্ভ)

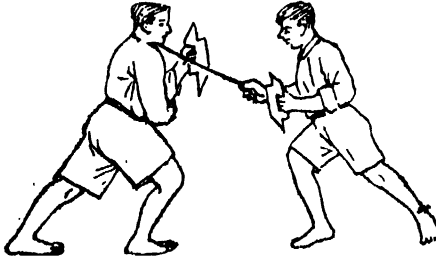
বর্ণনা ঃ—**আচক্রবা**—হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ দ্বারা আঁচড় অর্থাৎ "ত্রাসে" ক্ষুদ্র আঘাত।

উদর—বুকবিন্দু হইতে (বক্ষাস্থির নিম্ন পার্শ্বের মধ্যবিন্দু হইতে) আরম্ভ করিয়া নাভি পর্য্যন্ত সমগ্র উদর বিদারণ করা হেতু আঘাত।



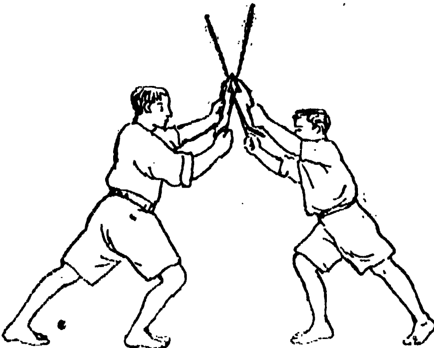
উদর

হনুমূল দক্ষিণ—দক্ষিণ কর্ণ পৃষ্ঠের নিম্ন হইতে হনুদ্বয়ের (চোয়ালের) অস্থি-সংযোগস্থলকে ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



হনুমূল দক্ষিণ

চক্রিকা উত্তর—বাম মস্তক পার্শ্বের অস্থি যে স্থলে নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত ছেদন করা হেতু আঘাত।



চক্রিকা উত্তর

দ্বিসম্ভব—লাঠি ও শৃঙ্গ একত্রিত করিয়া প্রতিপক্ষের কোনও আঘাত প্রতিহত করিয়া ঐরূপে একত্রিত অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করিবার সঙ্কেত হেতু শব্দ ব্যবহৃত হয়।

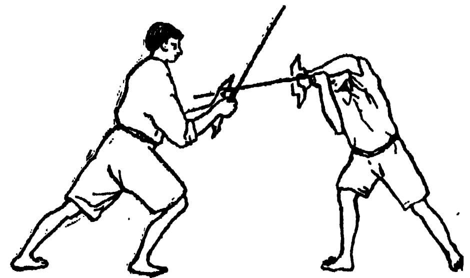
বিংশক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—রাবাস্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি উর্দ্ধ ‡ (অসিকে নিম্নমুখে নিজ দক্ষিণদিকে ঈষৎ ঝুলাইয়া, বামদিক হইতে তুলিয়া,ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে)।	১। ভর্জ্জা +, ঘাটিকা উত্তর+ (পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ পুরোবর্ত্তী পদের পশ্চাতে লইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে)।
২। কণ্ঠা (ধাঁধা) তামেচা+, পালট+ (আলীঢ়)	২। (অবনমন) মোড়া উত্তর+,চাপনি (ত্রাস), মণিবন্ধ পুরঃ (ধাঁধা) পঞ্জর ‡
৩। (গুরু বন্ধন)	৪। (অনুমোক্ষণ) (প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা :—

মণিবন্ধ উর্দ্ধ—বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিক্ হইতে মণিবন্ধ ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



মণিবন্ধ উর্দ্ধ (পূর্ব্ব)

গুরুবন্ধন—নিজ শৃঙ্গ ও অসিদ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া ধরা বুঝাইতে "গুরুবন্ধন" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অনুমোক্ষণ=নিজ শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষেয় অসি ও শৃঙ্গকে বলপ্রয়োগ সহ অপসৃত করিতে করিতে নিজ অসিকে "গুরুবন্ধন" হইতে মুক্ত করিয়া আনয়ন বুঝাইতে "অনুমোক্ষণ" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

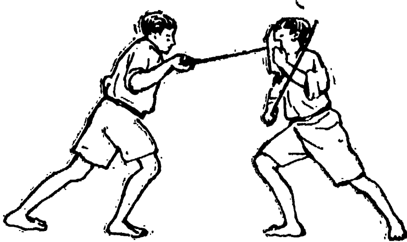
একবিংশতি ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। বাহেরা+, কূচ (ত্রাস), (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে অধর+, (ভদ্রকান্তি)	১। নেত্রহুল উত্তর ঃ
২। (গুরুবন্ধন)	২। (অনুমোক্ষণ), পালট, চির (ত্রাস) যবেগা দক্ষিণ (ত্রাস)+
৩। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) চাকি+	(প্রত্যারম্ভ)।

বর্ণনা ঃ—

অধর=প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক হইতে তাহার অধরোষ্ঠ ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



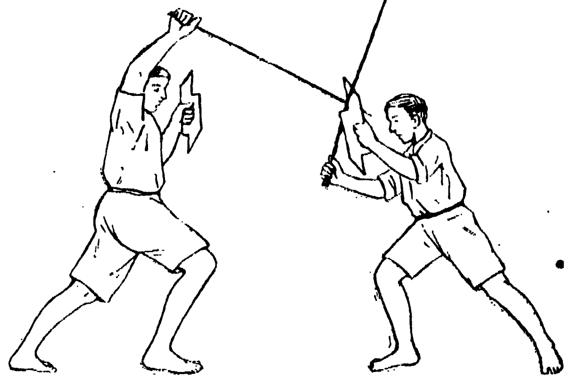
অধর দক্ষিণ

নেত্রহুল উত্তর=বাম চক্ষু মধ্যে "হুল" অথবা "আনীর" ন্যায় প্রয়োগ।

দ্বাবিংশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

স্থিতি—একাঙ্গ পাক্ষিক্।

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। (জড়বেশ) ভর্জ্জা (ধাঁধা) ভর্জ্জা+	১। সাকম উত্তর
২। (তুরন্ত) ত্রিহর+, (প্রতিপক্ষের "পালট" পার্শ্ব হইতে অসিকে নিজ শিরোপরি তুলিয়া "শির" মারিবার ভাণ করিয়া পুনরায় বামাবর্ত্তে নিজ শিরোপরি ঘুরাইয়া) (আচক্রবা অসিপৃষ্ঠে) ঠোক ঃ	২। ঘাটিকা উত্তর + (পশ্চাৎস্থিত পদ পুরোবর্ত্তী পদের পশ্চাৎ লইয়া অসিপৃষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে)



নেত্রহুল উত্তর

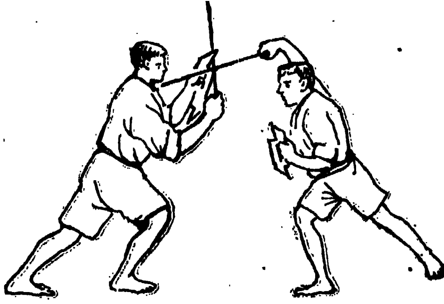
৩। শৃঙ্গবাহী ঃ	৩। শৃঙ্গবাহী ঃ
৪। চাকি +	৪। (অসি নিজ শিরোপরি বামবর্ত্তে ঘুরাইয়া) হীনায়ন
৫। গলবিন্দু ঃ	৫। (গুরুবন্ধন)
৬। (অনুমোক্ষণ)	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা ঃ—

একাঙ্গ পাক্ষিক=একাঙ্গের স্থিতিতে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎবর্ত্তী পদের অঙ্গুলীতে ভর করিয়া দাঁড়াইবার সঙ্কেত বুঝাইতে "একাঙ্গ পাক্ষিক" ব্যবহৃত হয়।

(প্রথম আরম্ভ কালে "জড়বেশে" "ভর্জ্জার" প্রয়োগের অসির গতি ঘুরাইয়া পুনরায় "ভর্জ্জার" প্রয়োগই করিতে হইবে।)

গলবিন্দু=গলদেশ ও বক্ষস্থলের সন্ধিমূলের সম্মুখ বিন্দুতে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।



গলবিন্দু

ত্রয়োবিংশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

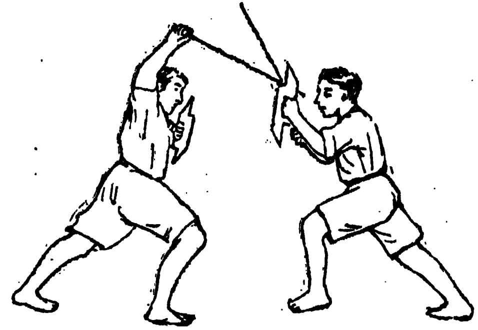
স্থিতি—রাবান্তিক

আক্রমণ	প্রত্যাক্রমণ
১। অংসস্থল দক্ষিণ ⁜, হাতকাটি +, নেত্রস্থল উত্তর ⁜ শৃঙ্গবাহী ⁜	১। চক্রিকা দক্ষিণ, শৃঙ্গবাহী (ধাঁধা হাত কাটি)+, গ্রীবাণ ⁜ (লাঠি শৃঙ্গের সম্মুখে)
২। সাকম	২। পৃষ্ঠদক্ষিণ+(পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ শূণ্যে)
৩। (প্রতিপক্ষের "কটী" পার্শ্ব হইতে নিম্নমুখে অসি ক্রমে তুলিয়া) গ্রীবান (ধাঁধা) ভাণ্ডার+	৩। তামেচা +
৪। ভ্রূকুটি দক্ষিণ	৪। (অবনমন) (আলীঢ়) উভয়ে বাহেরা
(তুরন্ত) (আলীঢ়) বাহেরা+	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা :—

অংসস্থল দক্ষিণ—দক্ষিণ স্কন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী উর্দ্ধে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আঘাত।

চক্রিকা দক্ষিণ—দক্ষিণ মস্তক পার্শ্বের অস্থি যে স্থলে নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা



অংশস্থল দক্ষিণ

হইতে বাম কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত ছেদন করা হেতু আঘাত।



চক্রিকা দক্ষিণ

চতুর্ব্বিংশ ক্রম (মিশ্রঘাত)

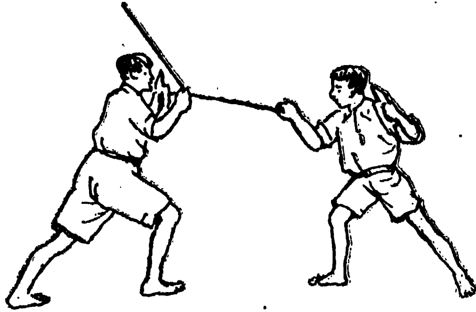
স্থিতি—একাঙ্গ পাক্ষিক্

আক্রমণ	প্রত্যাক্রমণ
১। হাতকাটি+	১। বাহেরা+
২। দে+	২। পৃষ্ঠ উত্তর⁜ (পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ শূণ্যে)
৩। ঘাটিকা দক্ষিণ+, চাকি (ত্রাস)+, হুল	৩। শৃঙ্গবাহী (ধাঁধা) হনুমূল উত্তর +
৪। ভুজ (ধাঁধা) (আচক্রবা) অধর উত্তর+	৪। (অবনমন) নেত্রস্থল দক্ষিণ⁜

বাহেরা (ধাঁধা)	৫।	তামেচা (ধাঁধা)
ভ্রূ উত্তর+		ঘাটিকা উত্তর+, চির
		(প্রত্যারম্ভ)

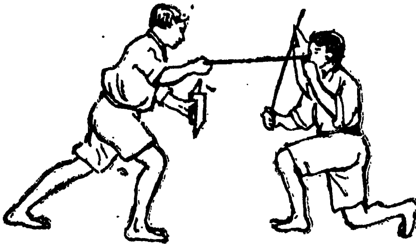
বর্ণনা :—

হনুমূল উত্তর—বাম কর্ণ পৃষ্ঠের নিম্ন হইতে হনুদ্বয়ের (চোয়ালের) অস্থিসংযোগ স্থানকে ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



হনুমূল উত্তর

অধর উত্তর—প্রতিপক্ষের বাম দিক হইতে তাহার অধরোষ্ঠ ছিন্ন করা হেতু আঘাত।



অধর উত্তর

উভয় হস্তে লাঠি কিম্বা অসি

নিম্ন লিখিত ক্রমগুলির মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত "দ" অক্ষরে দক্ষিণ হস্ত ও "বা" অক্ষরে বাম হস্ত বুঝিতে হইবে। যে আঘাতটি সম্পর্কিত বন্ধনী মধ্যে "দ" প্রথমে তাহার প্রয়োগ দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; যে আঘাতটি সম্পর্কিত বন্ধনী মধ্যে "বা" প্রথমে তাহার প্রয়োগ বাম হস্তে করিতে হইবে; যে স্থলে "দ" শেষে তথায় প্রতিকার দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে, এবং যে স্থলে "বা" শেষে তথায় প্রতিকার বাম হস্তে করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

স্থিতি—উত্তর গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জ্জা (বা, দ)	১। শির (বা, দ)
২। কটী (বা, দ)	২। ত্রিহর (বা, দ)
৩। অঙ্ক (বা, দ)	৩। শির (বা, দ)
৪। কটী (বা, দ)	৪। শির (বা, দ)
৫। কড়ক (বা, দ)	(প্রত্যারম্ভ)

বর্ণনা :—

উত্তর গোমুখ—বাম পদ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে করিয়া গোমুখের অনুরূপ স্থিতি। (অন্যান্য "উত্তর স্থিতি" গুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম)।

দ্বিতীয় ক্রম

স্থিতি—গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জ্জা (দ, বা)	১। শির (দ, বা)
২। কটি (দ, বা)	২। ত্রিহর (দ, বা)
৩। অঙ্ক (দ, বা)	৩। শির (দ, বা)
৪। কটি (দ, বা)	৪। শির (দ, বা)
৫। কড়ক (দ, বা)	(প্রত্যারম্ভ)

তৃতীয় ক্রম

স্থিতি—উত্তর গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভুজ (বা, দ)	১। ষাণ্ড্য (বা, দ)
২। ভাণ্ডার (বা, দ)	২। চাকি (বা, দ)
৩। অঙ্ক উত্তর (বা, দ)	৩। ষাণ্ড্য (বা, দ)
৪। ভাণ্ডার (বা, দ)	৪। ষাণ্ড্য (বা, দ)
৫। পালট (বা, দ)	(প্রত্যারম্ভ)

চতুর্থ ক্রম

স্থিতি—গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভুজ (দ, বা)	১। ষাণ্ড্য (দ, বা)
২। ভাণ্ডার (দ, বা)	২। চাকি (দ, বা)

৩। অঙ্ক উত্তর (দ, বা) — ৩। ষাণ্ড্য (দ, বা)

৪। ভাণ্ডার (দ, বা) — ৪। ষাণ্ড্য (দ, বা)

৫। পালট (দ, বা) — (প্রত্যারম্ভ)

পঞ্চম ক্রম

স্থিতি—উত্তর রাবান্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। পালট (বা, বা)	১। ষাণ্ড্য (দ, দ)
২। গ্রীবাণ (বা, বা)	(প্রত্যারম্ভ)

ষষ্ঠক্রম

স্থিতি—রাবান্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। পালট (দ, দ)	১। ষাণ্ড্য (বা, বা)
২। গ্রীবাণ (দ, দ)	(প্রত্যারম্ভ)

সপ্তম ক্রম

স্থিতি—উত্তর রাবান্তক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। কড়ক (বা, বা)	১। শির (দ, দ)
২। হীনায়ন (বা, বা)	(প্রত্যারম্ভ)

অষ্টম ক্রম

স্থিতি—রাবান্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যারম্ভ)
১। কড়ক (দ, দ)	১। শির (বা, বা)
২। হীনায়ন (দ, দ)	(প্রত্যারম্ভ)

নবম ক্রম

স্থিতি—উত্তর পাক্ষিক্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ (বা, বা)	১। আসর (দ, বা)
২। ত্রিহর (বা, দ)	২। যবেগা দক্ষিণ (দ, দ)
	(প্রত্যারম্ভ)

দশম ক্রম

স্থিতি—পাক্ষিক্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবাণ (দ, দ)	১। আসর (বা, দ)
২। ত্রিহর (দ, বা)	২। যবেগা দক্ষিণ (বা, বা)
	(প্রত্যাক্রমণ)

একাদশ ক্রম

স্থিতি—উত্তর পাক্ষিক্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হীনায়ন (বা, বা)	১। আসর উত্তর (দ, বা)
২। চাকি (বা, দ)	২। যবেগা উত্তর (দ, দ)
	প্রত্যারম্ভ

দ্বাদশ ক্রম

স্থিতি—পাক্ষিক্

১। হীনায়ন (দ, দ)	১। আসর উত্তর (বা, দ)
২। চাকি (দ, বা)	২। যবেগা উত্তর (বা, বা)
	(প্রত্যারম্ভ)

ত্রয়োদশ ক্রম

স্থিতি—উত্তর রাবান্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। মণিবন্ধ পুরঃ (বা, দ)	১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)
২। মোড়া উত্তর (বা, দ)	২। চাকি (বা, দ)
৩। শির (বা, দ)	৩। গ্রীবাণ (বা, দ)
৪। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)	৪। মোড়া উত্তর (বা, দ) / আনী (বা, বা)
৫। মোড়া দক্ষিণ (বা,বা) / কটী (বা, দ)	৫। আনী (বা, বা)
৬। চাকি (দ, দ)	৬। মণিবন্ধ অধঃ (বা,দ)
৭। হুল (দ, বা)	——
৮। ভুজ (চতুর্ম্মুখী) (দ, বা)	
৯। পালট (দ, বা)	——
১০। শির (চতুর্ম্মুখী) (দ, বা)	
১১। হাতকাটি (বা, বা)	১১। হাতকাটি (দ, বা)
১২। ভাণ্ডার (চতুর্ম্মুখী) (দ, বা)	
১৩। বাহেরা (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
১৪। দ্বিগড় (বা, বা)	১৪। দ্বিগড় (দ, বা)
১৫। শির (দ, দ)	(প্রত্যারম্ভ)

চতুর্দ্দশ ক্রম

স্থিতি—রাবাস্তিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। মনিবন্ধ পুরঃ (দ,বা)	১। শৃঙ্গবাহী (দ,বা)
২। মোড়া উত্তর (দ,বা)	২। চাকি (দ,বা)
৩। শির (দ,বা)	৩। গ্রীবাণ (দ,বা)
৪। শৃঙ্গবাহী (দ,বা)	৪। { মোড়াউত্তর (দ,বা) / আনী (দ,দ)
৫। মোড়া দক্ষিণ (দ,দ) কটী (দ,বা)	৫। আনী (দ,দ)
৬। চাকি (বা,বা)	৬। মনিবন্ধ অধঃ (দ,বা)
৭। হুল (বা,দ)	
৮। ভুজ (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
৯। পালট (বা, দ)	
১০। শির (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
১১। হাতকাটি (বা,দ)	১১। হাতকাটি (বা,দ)
১২। ভাণ্ডার (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
১৩। বাহেরা (চতুর্ম্মুখী) (দ, বা)	
১৪। দ্বিগড় (দ, দ)	১৪। দ্বিগড় (বা, দ)
১৫। শির (বা, বা)	(প্রত্যারম্ভ)

পঞ্চদশ ক্রম

স্থিতি—উত্তর পাক্ষিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী (বা,দ)	১। হাতকাটি (বা,বা)
২। মোড়া (দ,বা)	২। ত্রিহর (বা,দ)
৩। ষাণ্ড (দ,বা)	৩। হীনায়ন (বা,বা)
৪। হাতকাটি (দ,বা)	৪। { মোড়া দক্ষিণ(দ,বা) / দক্ষিণ আনী (দ,বা)
৫। মোড়া উত্তর (দ,বা) ভাণ্ডার (বা,বা)	৫। দক্ষিণ আনী (দ,বা)
৬। ত্রিহর (দ,বা)	। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)
৭। চির (বা,দ)	
৮। ভর্জ্জা (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
৯। কড়ক (বা,দ)	
১০। ষাণ্ড (চতুর্ম্মুখী (দ,বা)	
১১। শৃঙ্গবাহী (বা,দ)	১১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)
১২। কটী (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
১৩। তামেচা চতুর্ম্মুখী) (দ, বা)	
১৪। চাপ্‌নি (বা, বা)	১৪। চাপ্‌নি (দ, বা)
১৫। ষাণ্ড (বা, দ) হাতকাটি (বা,বা)	(প্রত্যারম্ভ)

ষোড়শ ক্রম

স্থিতি · পাক্ষিক

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)	১। হাতকাটি (দ, দ)
২। মোড়া দক্ষিণ (বা, দ)	২। ত্রিহর (দ, বা)
৩। ষাণ্ড (বা, দ)	৩। হীনায়ন (দ, দ)
৪। হাতকাটি (বা, দ)	। { মোড়া দক্ষিণ (বা,দ) / দক্ষিণ আনী (বা, দ)
৫। মোড়া উত্তর (বা, দ) ভাণ্ডার (দ, দ)	৫। দক্ষিণ আনী (বা,দ)
৬। ত্রিহর (বা, দ)	৬। শৃঙ্গাবাহী (দ, বা)
৭। চির (দ, বা)	
৮। ভর্জ্জা (চতুর্ম্মুখী) (দ, বা)	
৯। কড়ক (দ, বা)	
১০। ষাণ্ড (চতুর্ম্মুখী) (বা, দ)	
১১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)	১০। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)
১২। কটী (চতুর্ম্মুখী (দ, বা)	
১৩। তামেচা (চতুর্ম্মুখী (বা, দ)	
১৪। চাপ্‌নি (দ, দ)	১৩ চাপ্‌নি (বা, দ)
১৫। ষাণ্ড (দ, বা) হাতকাটি (দ, দ)	(প্রত্যারম্ভ)

নির্ঘাত

"মিশ্রঘাতের" অষ্টক্রম শেষ হইলেই ক্রমে সঙ্গে সঙ্গে "নির্ঘাতের" অভ্যাস ও আরম্ভ করিতে পারা যায়। "নির্ঘাত" অভ্যাস-কালে প্রথমে দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ও বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে

পূর্ব্বানুরূপ সমপ্রচেষ্টা সহ সম-ক্লান্তি অবধি বাম হস্তে শৃঙ্গ ও দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে। তৎপর পর্য্যায়ক্রমে এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও অপর হস্তে শৃঙ্গ এবং অপর ব্যাক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পূর্ব্বানুরূপ সমক্লান্তি অবধি ক্রীড়া করিবে। পরে পর্য্যায়ক্রমে শুধু এক এক হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া (অপর হস্ত নিষ্ক্রিয় রাখিয়া) "নির্ঘাত" অভ্যাস করিবে। ক্রমে এক ব্যক্তি কেবল একহস্তে লাঠি ও অপর ব্যক্তি এক হস্তে লাঠি ও অপর হস্তে শৃঙ্গ, অথবা উভয় হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া "নির্ঘাত" অভ্যাস করিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাঠগুলির শিক্ষাভ্যাসের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ঘাত সম্পর্কে যোগ্যতা ও দক্ষতা, এবং অসি-বিদ্যা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাঠের বিশুদ্ধতা, চিত্তের একাগ্রতা, বুদ্ধির স্থিরতা, চক্ষুর প্রখরতা, মন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষিপ্র-কারিতা প্রভৃতির সমন্বয়েই "নির্ঘাত" সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্ব জন্মিয়া থাকে। আত্মরক্ষা হেতু নিশ্চিত কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রারম্ভেই ক্ষিপ্রকারিতা সহ কতিপয় বিশুদ্ধ আঘাত প্রযোগ করিতে পারিলেই সাধারণতঃ জয়লাভ নিশ্চিত হইয়া থাকে।

"নির্ঘাত" সম্পর্কে কোনও বিধি নির্দ্দিষ্ট পাঠের স্থিরতা নাই, এবং অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত বিভিন্নরূপ উপদেশেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই সদ্‌গুরুর উপদেশানুযায়ী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া অনুশীলন, অধ্যবসায় ও নিদিধ্যাসন সহযোগে ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই "নির্ঘাতে" দক্ষতা জন্মিয়া থাকে।

তবে; অভ্যাস কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে।ঃ——

১। হস্তদ্বয় সর্ব্বদাই সুরক্ষিত রাখিতে হয়।

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্ব্বদাই সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখিতে হয়।

৩। কদাচ অন্যমনস্ক হইতে নাই।

৪। হস্তদ্বয় পরস্পরে কদাচ যেন অতি সন্নিকটে কিম্বা অতি ব্যবধানে না হইয়া পড়ে।—দ্রুত চালনা কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে ও প্রতিপক্ষের অসি-বেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তন্মুহুর্ত্তেই অসি-বেগের দ্বারা ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইতে হয়, এবং এ বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়।

উভয় হস্তের ব্যবধান সাধারণতঃ দেড় হস্ত ও এক হস্তের মধ্যে রাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

৫। হস্তদ্বয়ের কফোনি (কনুই) কদাচ যেন একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া না যায়।

৬। হস্তদ্বয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ যেন প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা শৃঙ্গ প্রবেশ করিবার অবসর না পায়।

৭। কদাচ যেন এক হস্ত কটীর নিম্নে ও অপর হস্ত মস্তকের উপরে, অথবা এক হস্ত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে ও অপর হস্ত শরীরের বাম পার্শ্বে প্রতিহত কিম্বা অবরুদ্ধ হইয়া না থাকে।

৮। সর্ব্বদাই উভয় হস্তের গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অসি ও শৃঙ্গ চালনা করিতে হয়; নতুবা স্বকীয় আঘাতেই স্ব হস্ত ও শরীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিম্বা হস্তদ্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে পারে; সেই হেতুই বিচার করিয়া কখনও শৃঙ্গ অসির সম্মুখে কখনও বা অসির পশ্চাতে ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়। সাধারণতঃ কোন হস্তই নিষ্ক্রিয় রাখিতে নাই।

৯। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইলেও, তাচ্ছিল্য সহকারে কোনরূপ সতর্কতার লাঘব করিতে নাই।

১০। কদাচ স্বকীয় যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া আস্ফালন ও স্পর্দ্ধা দেখাইতে নাই।

১১। শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে প্রতিহত না করিয়া কদাচ "চির," "হুল," "আনী" প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে নাই। অনবধানতা বশতঃ "চির," "হুল" প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে নিজ হস্তই ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকে।

১২। অসিবেগের ক্রমধারা অনুযায়ী সহজ গতির অনুসরণ সহযোগে এবং সহজ পথেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থানসমূহে আক্রমণ হেতু আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়।

(proceed through the shortest cuts) বিশৃঙ্খল আক্রমণে ও আঘাতে সুফল না হইয়া কুফলই অধিক হয়।

১৩। যাহাতে অল্প সময় মধ্যে অধিক আঘাতের প্রয়োগ মাত্রার আধিক্য সম্ভবপর হইতে পারে, তদনুরূপেই হস্ত চালনা দ্বারা অসিবেগ সুরক্ষিত রাখিতে হয়। (maximum strokes in minimum time).

১৪। নিরবচ্ছিন্ন সমবেগ সম্পন্ন দ্রুতগতি (swift uniform and continuous motion) হইতেই আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরু আঘাতই কার্য্যকারী; লঘু আঘাতে সময় ও শক্তি ক্ষয় মাত্র।

১৫। আক্রমণ প্রারম্ভে "ভ্রুকুটী" (চক্ষু) কিম্বা "হাতকাটি" (প্রধানতঃ হাতকাটি) আক্রমণের উপক্রম, কিম্বা ভাণ করিয়া, পরে প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়; অথবা প্রতি পক্ষের অসির কিম্বা অসি ও শৃঙ্গের কোনরূপ বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়।

১৬। যে হস্তে প্রতিপক্ষ অসি ধারণ করিবে, আক্রমণ সহযোগে তৎ পার্শ্বে পতিত হইতে পারিলেই যথেষ্ট সুবিধা হয়। তাই, সাধারণতঃ দক্ষিণ হস্তেই অসি ধৃত থাকে বলিয়া অধিকাংশ বর্ণনা মধ্যেই দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭। সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষের "দুর্ব্বলতা" ও "ছিদ্র" বুঝিয়া আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়, সেই হেতুই সুযোগ মতে "ধাঁধার" প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার শিষ্টতা ও উদারতা ভুলিয়া যাইতে হয়; নতুবা নিজেকেই প্রতিহত হইতে হয়।

[সর্ব্বপ্রকার অনবধানতা, এবং সতর্কতার ব্যভিচারই "ছিদ্র" বুঝিতে হইবে, সাধারণতঃ যে কোনরূপ অপারগতার নামই দুর্ব্বলতা]।

১৮। দ্রুত চালনায় আঘাতের পর আঘাত প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষে প্রমাদগ্রস্ত করিতে পারিলেই তাহার ছিদ্র ও দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে।

১৯। কৌশল-ক্রমে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম হস্তকে তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অপসারিত করাইয়া, হস্ত আক্রমণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই আশু শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির হওয়ার উপক্রম হইলেই চক্ষু আক্রমণ দ্বারা তাহাকে বিহ্বল করিতে হয়, সময়ে সময়ে শৃঙ্গ দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া "হাতকাটি" "হুল" "আনী" প্রভৃতির প্রয়োগ সহযোগে, কিম্বা "অভিযানস্থিতির" ভঙ্গী সহ, প্রতিপক্ষের বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলেও সুফল পাওয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ অসিধারিগণ সাধারণতঃ "বিনোদ" ও "যুযুৎসুর" প্রয়োগেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন।

২১। হস্ত, গ্রীবা, মস্তক, হৃদয়, বস্তি ও মর্ম্মস্থল সকল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়। ঐ সমস্ত স্থলে নিশ্চিত রূপে গুরু আঘাত করিতে পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইবে।

২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্রম করিয়া কোনও মর্ম্মস্থলে তাহাকে নিশ্চিন্ত গুরু আঘাত করিতে পারিলেই সাধারণতঃ নিঃশঙ্ক হওয়া যায়।

বিশুদ্ধতা সম্পন্ন আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা কোথায়?

২৩। কদাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই। প্রতিপক্ষ পশ্চাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই, শরীর সুরক্ষিত রাখিয়া আক্রমণ সহযোগে তীব্রগতিতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

একান্তই পশ্চাৎদিকে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে, "অভিযান স্থিতির" ভঙ্গী সহই লম্ফ সহযোগে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে যাইয়াই সাধারণতঃ "হুল" "আনী" প্রভৃতির প্রয়োগ সহ, আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া তুরন্তে অগ্রসর হইতে হয়।

২৪। দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির প্রতিযোগিতা হইলে, সময়ে সময়ে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির এক লম্ফে শূন্যে উঠিয়া, "অভিযান স্থিতির" ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া ও প্রতিপক্ষের অসি ও শৃঙ্গকে প্রতিহত করিতে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র গতিতে তাহার অতি সন্নিকটে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

২৫। প্রতিপক্ষ লম্ফ সহযোগে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম করিলে "হুলের" প্রয়োগ করিতে হয়; অথবা, তৎকালে শরীর অবনত করিয়া "অবনমন" সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতে অগ্রবিন্দু পশ্চাদ্দিকে করিয়া অসি মস্তকের উপরে ধারণ করিয়া, অসিমুখ (ধারের অংশ) দ্বারা "চির" প্রয়োগ করিতে পারিলে, কিম্বা প্রতিপক্ষের পাদদ্বয়ে আঘাত করিতে পারিলেও সুফল পাওয়া যায়।

২৬। চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে "অবনমন" সহযোগে তীব্রগতিতে আক্রমণ সহ শত্রুর উপরে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়।

২৭। দক্ষিণ হস্তের "হুল", "আনী" প্রভৃতির আক্রমণের প্রতিকার কল্পে সাধারণতঃ "অবনমন" সহযোগে নিজ বাম পার্শ্বে শরীর অপসারিত করাইয়া প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিতে হয়,—অথবা "হাতকাটির" প্রয়োগ করিতে হয়।

বাম হস্ত সম্বন্ধেও তদনুরূপ,—কেবল, পূর্ব্ব বর্ণনা মধ্যে "বাম" হস্তে "দক্ষিণ" ও দক্ষিণ" স্থলে "বাম" ধরিয়া লইলেই হইবে।

২৮। সুযোগানুসারে শৃঙ্গ দ্বারা ও মর্ম্মস্থল সমূহে আঘাত করিতে হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের শৃঙ্গের বিন্দু দ্বারা "হুল", "আনী" প্রভৃতির অনুরূপে আঘাত করিতে হয়, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের বিন্দু দ্বারা "ছুরীর" (বাঁকের) অনুরূপ আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—প্রকৃত সংঘর্ষকালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম প্রণালী ও সতর্কতা গুলির বিচার করিবার অবসর পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষাভ্যাস কালে ঐ সমস্ত সতর্কতা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারিলে প্রকৃত সংঘর্ষ কালে পূর্ব্ব শিক্ষা, অভ্যাস ও সংস্কারের সমষ্টিভূত প্রভাব আপনা হইতেই প্রতিভাত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকে। তবে জয়লাভ সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আত্তয়াধীন।

মর্ম্মস্থল

শরীরের মধ্যে "মর্ম্মস্থল" নামক এমন কতকগুলি স্থান আছে, যাহাতে সামান্য আঘাত করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত আশু ও অধিক ফল পাওয়া যায়, সেই হেতুই মর্ম্মস্থল সম্পর্কেও সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্তই আবশ্যক।

মর্ম্মস্থলগুলি সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিলেই প্রকৃত সংঘর্ষকালে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপযুক্ত "ছিদ্র" সন্ধান সম্বন্ধে এবং আত্মছিদ্র সংগোপন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। তাই নিম্নে সুশ্রুতানুমোদিত কতিপয় মর্ম্মস্থলের উল্লেখ করা গেল।

মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধিদিগের বিশেষ বিশেষ সন্নিপাত ও সংযোগস্থল মারাত্মকত্ব হেতু "মর্ম্ম" নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল স্থানে স্বভাবতই বিশেষ ভাবে চেতনা ও প্রাণ সমূহ নিবদ্ধ থাকে,—সেই হেতুই মর্ম্মসমূহ আহত হইলে বিভিন্নরূপে প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়।

যে শক্তিদ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এবং যাহা দ্বারা দেহোৎপাদক সামগ্রী সমূহ বিভাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন আকারে যথা যোগ্য স্থানে উপনীত হয়, তাহাই "বায়ু"। মর্ম্মে অভিহত হইলে এই শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। তাই মর্ম্মে ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হওয়াতে মর্ম্মবিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব্বশরীর বেদনাভিভূত হইয়া প্রলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শরীর যন্ত্রসকল বিকল হইয়া যায়, এবং তাহার সংজ্ঞাও বিনষ্ট হয়।

শরীরের সাধারণতঃ একশত সাতটি মর্ম্ম আছে; তন্মধ্যে হস্ত পদাশ্রিত মর্ম্ম অপেক্ষা স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্ম সকল গুরুতর, কারণ, হস্ত পদাশ্রিত মর্ম্ম স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মেরই আশ্রিত; আবার স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মাপেক্ষা হৃদয়, বস্তি ও শিরোগত মর্ম্ম সমূহ প্রধান; কারণ ইহারাই শরীরের মূল।

মর্ম্মসকল সাধারণতঃ পাচ প্রকার ভেদে বিভক্ত, যথা :—

১। **সদ্যপ্রাণহর ;** যাহারা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ (সপ্ত রাত্রি মধ্যে) প্রাণ-নাশ হয়।

২। **কালান্তর-প্রাণহর ;** যাহারা আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাস মধ্যে প্রাণ-নাশ হয়।

৩। **বৈকল্যকর ;** যাহারা আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা সম্পাদন করে।

৪। **রুজাকর ;** যাহারা আহত হইলে তীব্র যাতনা উদ্ভূত হয়

৫। **বিশৈল্যঘ্ন ;** যাহা হইতে শাস্ত্র দ্বারা, কিম্বা বল পূর্ব্বক শৈল্য উদ্ধৃত হইলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বিশৈল্যঘ্ন ও বৈকল্যকর মর্ম্মসকল অতিশয় আহত হইলেও কদাচিত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সাধারণতঃ,—সদ্যপ্রাণহর মর্ম্ম সকলের মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; আবার, কালান্তর-প্রাণ-হর মর্ম্ম সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে; রুজাকর মর্ম্ম সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে অতীব্র (অল্প) বেদনা উৎপাদন করে; বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ ও রুজা উৎপাদন করে।

মর্ম্মে অভিহত না হইয়া, কোষ্ঠ, শিরঃকপাল, প্রভৃতি সংভিন্ন ও জর্জ্জরিত হইলেও, এবং শরীরের নানাস্থান শল্যাহত হইলেও প্রাণ বিনষ্ট হয় না; এমন কি, সমগ্র হস্ত, পদ, কর, চরণ নিঃশেষে ছিন্ন হইলেও, (রক্তবাহিনী শিরা সকল সঙ্কুচিত হওয়া নিবন্ধন, রক্ত নির্গমন পথ বহুল পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়াতে অল্পই রক্ত নির্গত হয় বলিয়া) ছিন্নশাখ বৃক্ষের ন্যায় মানব একেবারে মরিয়া যায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত অবয়বাশ্রিত "ক্ষিপ্র", "তলহৃদয়" প্রভৃতি মর্ম্ম আহত হইলে, প্রভূত রক্ত নির্গত হইতে থাকে বলিয়া রক্ত ক্ষয় হেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে অত্যন্ত পীড়া উৎপাদন করে এবং শস্ত্রাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মানব প্রাণ হারাইয়া থাকে। অতি সুদক্ষ চিকিৎসকগণই কেবল কোন কোন স্থলে ঐরূপ অবস্থায় সুফল দেখাইতে পারেন।

সদ্যপ্রাণহর মর্ম্ম অভিহত হইলে রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞাননাশ, মন ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় এবং নানাপ্রকার তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়।

কালান্তর-প্রাণহর মর্ম্ম অভিহত হইলে নিশ্চয়ই মানবগণের ধাতুক্ষয় হয়, এবং ধাতুক্ষয় হেতু নানারূপ বেদনা উপস্থিত হইয়া মানবের প্রাণ-নাশ হয়।

[রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র, এই সাতটী স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যগণের দেহকে ধারণ করে;—এই কারণেই, এই কয়টির নাম ধাতু; বায়ু, পিত্ত কফ এই তিনটিকেও পণ্ডিতগণ ধাতু বলিয়াছেন,—যে হেতু ইহারাও শরীরকে ধারণ করে। মর্ম্মে অভিহত হইলে ধাতু সকলের দেহ-ধারণ-শক্তি অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন মাত্রায় লোপ পাইতে থাকে।]

বৈকল্যকর মর্ম্ম অভিহত হইলে সুচিকিৎসকের নৈপুণ্যে শরীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেও বিকলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

রুজাকর মর্ম্ম সকল অভিহত হইলে বিবিধ বেদনা উপস্থিত হয়, কিন্তু কুবৈদ্য চিকিৎসা করিলে অঙ্গের বৈকল্যও হইতে পারে।

সদ্য প্রাণ-হর-মর্ম্ম—সমূহ

১—৪। **শৃঙ্গাটক মর্ম্ম** চারিটি :—

যে সকল শিরা, শ্রাবণ দর্শন ও আস্বাদন নির্ব্বাহ করে, তাহাদের এক এক শ্রেণীর মুখ-সকল মস্তক মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত আছে; সেই সকল সংযোগ-স্থান "শৃঙ্গাটক" নামে অভিহিত হয়; উহাদের কোন একটি ছিন্ন হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"উত্তর" ও "দক্ষিণ" উভয় প্রকারের "শির", "ঘাণ্ড্য", "চক্রিকা" প্রভৃতি এই সমস্ত মর্ম্ম ভেদ করিয়া যায়।

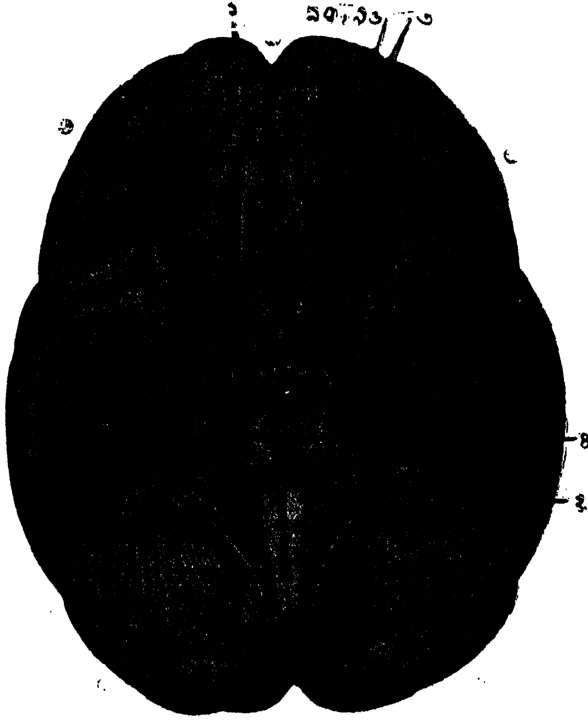
"শৃঙ্গাটক" মর্ম্মগুলি সম্পূর্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে অবস্থিত; কিন্তু এরূপ ঘটিতে পারে যে, মস্তকের উপরি যে কোনও স্থানে যে কোনও আঘাত সংক্রামিত হইয়া,—উপরিস্থিত চর্ম্ম কিম্বা অস্থি অভগ্ন অবস্থায় থাকিলেও,—অভ্যন্তরস্থ মর্ম্মগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। "ত্রিহর" ও "চাকির" আঘাতেও এরূপ ঘটিতে পারে। তাই মস্তক রক্ষা হেতু সুশিক্ষা সর্ব্বরূপেই বিধেয় ও কল্যাণকর।

"মস্তিষ্ক চিত্রে" ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যার দ্বারা চারিটি "শৃঙ্গাটক" মর্ম্মের স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। **অধিপতি মর্ম্ম** একটি :—

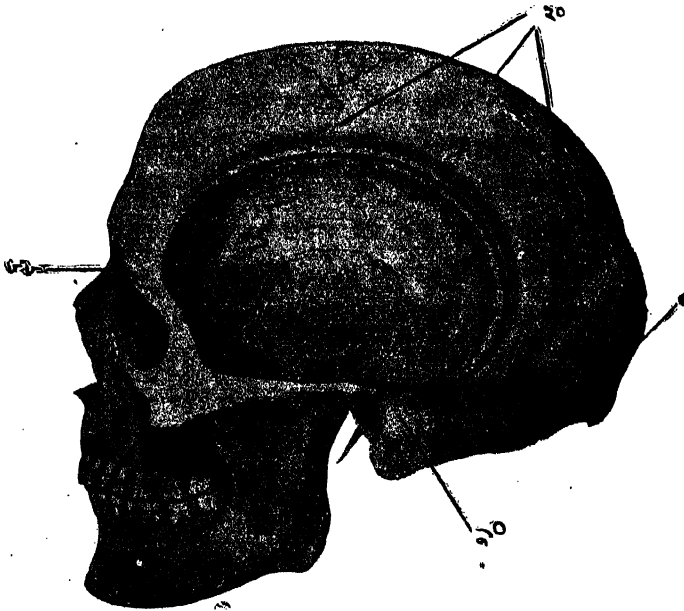
মস্তকের অভ্যন্তরে শিরা সকলের সন্ধিস্থলে—যাহার উপরিভাগে বাহ্যলক্ষণ রোমাবর্ত্ত,—তথায় অর্দ্ধ-অঙ্গুলী পরিমিত "অধিপতি" নামক একটি সন্ধি-মর্ম্ম আছে; ইহা আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"শির", "যাণ্ডা" প্রভৃতি এই মর্ম্ম ভেদ করিয়া যায়



মস্তিষ্ক চিত্র

মস্তকাস্থি চিত্রে ৫ম সংখ্যা দ্বারা "অধিপতি" মর্ম্মের স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।



মস্তকাস্থি চিত্র

৬, ৭। **শঙ্খ মর্ম্ম দুইটি :—**

ললাটের উভয় পার্শ্বে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে ভ্রূপুচ্ছ-দ্বয়ের প্রান্তের উপরি সার্দ্ধ এক অঙ্গুলী প্রমাণ "শঙ্খ" নামক দুইটি অস্থি মর্ম্ম অবস্থিত, উহারা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"ত্রিহর" দক্ষিণ "শঙ্খ", এবং চাকি বাম "শঙ্খ" ভেদ করিয়া যায়।

কঙ্কালের, সম্মুখ চিত্রে ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্বারা একটি "শঙ্খ" মর্ম্মের স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে; এতদনুরূপে অপর পার্শ্বে (৭ম সংখ্যায়) অপর একটি "শঙ্খ" মর্ম্মের স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

৮—১৫। **কণ্ঠশিরা মর্ম্ম বা শিরামাতৃকা** আটটি :—

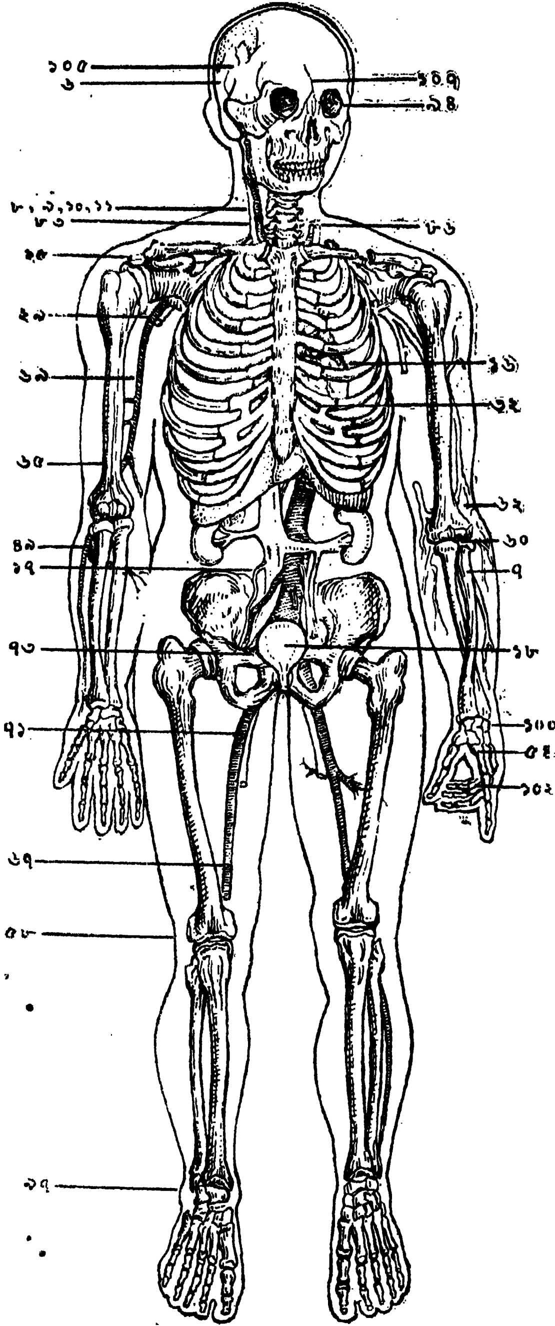
গ্রীবার এক এক পার্শ্বে চতুরঙ্গুল পরিমিতি চারি চারিটি "কণ্ঠশিরা" বা "শিরামাতৃকা" নামক আটটি শিরা-মর্ম্ম আছে। উহারা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"যবেগা দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ দিকস্থ এবং "যবেগা-উত্তরের" প্রয়োগে বাম-দিকস্থ এই সকল মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া যায়।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৮, ৯, ১০, ও ১১ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চারিটি কণ্ঠ শিরার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অঙ্কিত স্থূল শিরা দুইটির (নীলা ও মন্যার) পশ্চাতে এই শিরাগুলি অবস্থিত। এতদনুরূপে গ্রীবার অপর পার্শ্বে ও ১২ হইতে ১৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত অপর চারিটি "শিরা মাতৃকার" স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

১৬। **হৃদয় মর্ম্ম একটী :—**

বক্ষের অভ্যন্তরে স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল, হৃদয় নামে অভিহিত। উহার অধোভাগে (বাম বক্ষের অভ্যন্তরে) আমাশয়ের দ্বার; ইহা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান; তথায় কমলমুকুলাকার অধোমুখে এবং চতুরঙ্গুল-পরিমিত (অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ) "হৃদয়" নামক শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। ঐ স্থানের স্পন্দন বাহ্যিকতঃও অনুভূত হয়। ইহা



কঙ্কাল (সম্মুখ চিত্র)

বিদ্ধ হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই (অর্দ্ধদণ্ডকাল মধ্যেই) মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

“[illegible],” “মন, আনী, “কল্প উত্তর” “উগ্রা উত্তর,” এবং অবস্থা বিশেষে “অংসহুল উত্তরের” প্রয়োগেও “হৃদয়মর্ম্ম” অভিহত হইয়া থাকে।

“কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে” ১৬ সংখ্যা দ্বারা “হৃদয় মর্ম্মের” স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭। **নাভিমর্ম্ম** একটী :—

পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে চতুরঙ্গুল পরিমিত শিরা-প্রভব “নাভি-মর্ম্ম” অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

“চির,” “হুল,” “উদর,” “ষাণ্ড্য” “ষাণ্ড্য উত্তর” প্রভৃতির প্রয়োগে “নাভি-মর্ম্ম” ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হয়।

“কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে” ১৭ সংখ্যা দ্বারা “নাভি-মর্ম্মের” স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১৮। **বস্তিমর্ম্ম** একটীঃ—

কটি-পার্শ্ব-দ্বয় হইতে, নাভি ও পৃষ্ঠ হইতে, বঙ্ক্ষণ (কুক্ষি) দ্বয় হইতে এবং গুহ্য ও শিশ্ন হইতে সম দূরত্বে মূত্রাশয় অবস্থিত; উহার অধোদেশে একটি মুখ আছে, তথায় অল্প-মাংস-শোণিত-বিশিষ্ট চতুরঙ্গুল-পরিমিত “বস্তি” নামক স্নায়ু মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়; কিন্তু উভয় দিক ভেদ না হইলে অশ্মরী রোগ হেতু ক্ষতে মৃত্যু হয় না; একদিকে ক্ষত হইলে তাহা দ্বারা মূত্রসার হইয়া থাকে এবং যত্ন পূর্ব্বক সুচিকিৎসিত হইলে ক্ষত বন্ধ হইয়া যায়।

“কটিঘাত,” “ভাণ্ডার ঘাত,” “ষাণ্ড্য,” “ষাণ্ড্য উত্তর,” “চির” প্রভৃতির প্রয়োগে “বস্তি” মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া থাকে।

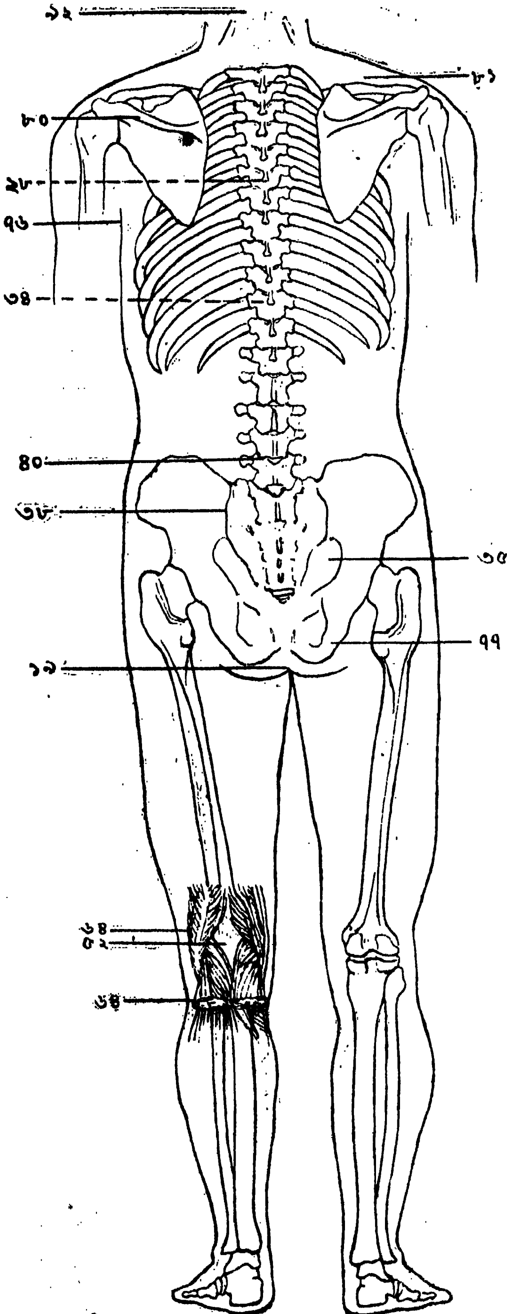
“কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে” ১৮ সংখ্যা দ্বারা “বস্তি” মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১৯। **পায়ু মর্ম্ম** একটি :—

স্থূলান্ত্রের (উদরস্থিত প্রধান নাড়ীর) শেষ ভাগে নিবদ্ধ, বায়ু ও পুরীষের নিঃসারক, চতুরঙ্গুল-পরিমিত “পায়ু” নামক মাংস-মর্ম্ম অবস্থিত; ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

[“চির,” “কটিঘাত,” “ভাণ্ডার-ঘাত,” “ষাণ্ড্য,” “ষাণ্ড্য-উত্তর” প্রভৃতির প্রয়োগে “পায়ু” মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া যায়।]

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ১৯ সংখ্যা দ্বারা "পায়ু-মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।



কঙ্কাল পৃষ্ঠ চিত্র

কালান্তর-প্রাণহর-মর্ম্ম-সমূহ

২০-২৪। **সীমান্ত-মর্ম্ম** পাঁচটি :—

মস্তকাস্থির যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহা "সীমন্ত-মর্ম্ম" নামে অভিহিত। উহারা প্রত্যেকটি চারি অঙ্গুলী পরিমিত। উহাদের কোনও একটি অভিহত হইলে উন্মাদ, ভয় বা চিত্তনাশ হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ১-৫।

"শির," "ষাণ্ড্য," "চক্রিকা," "শির দক্ষিণ," "ষাণ্ড্যউত্তর," "চক্রিকা দক্ষিণ" প্রভৃতির প্রয়োগে এই সমস্ত মর্ম্ম পৃথক পৃথক আহত হয়।

"মস্তকাস্থি চিত্রে" ২০ সংখ্যা দ্বারা "মধ্য" ও এক পার্শ্বের "পুরঃ" ও "পৃষ্ঠ" "সীমন্তের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; প্রদর্শিত পার্শ্ব-সীমন্ত দ্বয়ের অনুরূপে অপর পার্শ্বেও অপর দুইটি "সীমন্তের" স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

২৫-২৬। **অপলাপ মর্ম্ম** দুইটি :—

অংসকূট দ্বয়ের (স্কন্ধ-সীমান্তের উচ্চ অংশ-দ্বয়ের) নিম্নে এবং পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অপলাপ" নামক এক একটি শিরা মর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে রক্ত পূঁয-ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। ৬—৭

"মোড়ার" প্রয়োগে দক্ষিণ "অপলাপ" ও "মোড়া-উত্তরের" প্রয়োগে বাম "অপলাপ" অভিহত হইয়া থাকে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ২৫ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "অপলাপের স্থান-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে বাম পার্শ্বেও ২৬ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম "অপলাপের" স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

২৭-২৮। **অপস্তম্ভ মর্ম্ম** দুইটি :—

বক্ষের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বাতবহা "অপস্তম্ভ" নামক দুইটি শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহিত হইলে কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হইয়া শ্বাস কাসে কালান্তরে প্রাণ হরণ করে। ৮, ৯।

"উগ্রাদক্ষিণ"ও "কম্পদক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং

"উগ্রাউত্তর" ও "কল্পউত্তরের" প্রয়োগে বাম "অপস্তম্ভ" বিদ্ধ হইয়া থাকে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ-চিত্রে" ২৮ সংখ্যা সংযুক্ত রেখার মধ্য পথে, পৃষ্ঠাস্থির অভ্যন্তরে, বাম "অপস্তম্ভ" মর্ম্মের স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে। এতদনুরূপে দক্ষিণ পার্শ্বেও ২৭ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর "অপস্তম্ভ" মর্ম্মের স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

২৯, ৩০। **স্তন রোহিত মর্ম্ম** দুইটি :—

প্রত্যেক স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত "স্তনরোহিত" নামক এক একটি মাংস-মর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ রক্ত-পূর্ণ হইয়া, কাশ ও শ্বাসে কালান্তরে মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। ১০, ১১॥

"মোড়া", ও "উগ্রা দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং "মোড়া উত্তর" ও "উগ্রা উত্তরের" প্রয়োগে বাম "স্তন রোহিত" মর্ম্ম ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হইয়া থাকে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ২৯ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "স্তন রোহিতের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৩০ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর পার্শ্বে বাম "স্তন রোহিতের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৩১, ৩২। **স্তনমূল মর্ম্ম** দুইটি :—

প্রত্যেক স্তনের নিম্নে দুই অঙ্গুলী পরিমিত "স্তনমূল" নামক এক একটি শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ কফে পূর্ণ হইয়া কাস ও শ্বাসে কালান্তরে মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। ১২, ১৩॥

"মোড়া", "মন", ও "কল্প উত্তরের" প্রয়োগে বাম- "স্তনমূল", এবং "মোড়া উত্তর", "দে" ও "কল্প দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ-"স্তনমূল" ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হইয়া যায়।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৩২ সংখ্যা দ্বারা বাম স্তন- মূলের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৩১ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের "স্তনমূলের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৩৩, ৩৪। **বৃহতী মর্ম্ম** দুইটি :—

"স্তনমূলের" সহিত সমসূত্রে-স্থিত পৃষ্ঠ-দণ্ডের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "বৃহতী নামক দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে অধিক রক্তস্রাব হেতু রক্তক্ষয় জনিত উপদ্রব সমূহ উপস্থিত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। ১৪, ১৫॥

"অংসহুল উত্তর", "পৃষ্ঠ-উত্তর" "শির দক্ষিণ" প্রভৃতির প্রয়োগে বাম "বৃহতী", এবং "অংসহুল দক্ষিণ," "পৃষ্ঠ দক্ষিণ" "শির" প্রভৃতির প্রয়োগে দক্ষিণ "বৃহতী" মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ৩৪ সংখ্যা সংযুক্ত রেখার উপরে (শেষ সীমার ঈষৎ বামে), বাম "বৃহতী" মর্ম্মের স্থান বুঝিতে হইবে। তদনুরূপে অপর পার্শ্বে ৩৩ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "বৃহতী" মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৩৫, ৩৬। **পার্শ্বসন্ধিমর্ম্ম** দুইটি :—

জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যে প্রতিবদ্ধ এবং জঘন-পার্শ্ব- দ্বয়ের মধ্যে তির্য্যগ্-ভাবে উর্দ্ধদিকে জঘনকে আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "পার্শ্বসন্ধী" নামক দুইটি শিরা মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়াতে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ১৬, ১৭॥

"কটিঘাতের" প্রয়োগে দক্ষিণ "পার্শ্বসন্ধি" এবং "ভাণ্ডার ঘাতের" প্রয়োগ বাম "পার্শ্বসন্ধি অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ-চিত্রে" ৩৫ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "পার্শ্ব- সন্ধির" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৩৬ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর পার্শ্বে বাম "পার্শ্বসন্ধির" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৩৭, ৩৮। **কটীক-তরুণ মর্ম্ম** দুইটি :—

ত্রিক্-সন্ধি-স্থানের (পৃষ্ঠ বংশের নিম্নাংশের) উভয় পার্শ্বে শ্রোণীকাণ্ডদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত "কটীক-তরুণ" নামক দুইটি কালান্তর-প্রাণ-হর অস্থি-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে রোগী পাণ্ডু, বিবর্ণ ও হীনরূপ হইয়া কালান্তরে প্রাণ হারাইয়া থাকে। ১৮, ১৯॥

অবস্থা বিশেষে "কটিঘাত", "ভাণ্ডারঘাত", "ষাণ্ড্য" "ষাণ্ড্য উত্তর" প্রভৃতির প্রয়োগে এই মর্ম্ম দুইটি অভিহত হইতে পারে।

কঙ্কালের পৃষ্ঠ-চিত্রে ৩৮ সংখ্যা দ্বারা বাম "কটীক

তরুণের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; এতদনুরূপে অপর পার্শ্বে ৩৭ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "কটীক তরুণের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৩৯, ৪০। **নিতম্ব মর্ম্ম** দুইটি :—

শ্রোণীকাণ্ডের উপরি উভয় পার্শ্ব মধ্যে প্রতিবদ্ধ মলাশয়াচ্ছাদক অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "নিতম্ব" নামক দুইটি অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে অধঃ শরীরে শুষ্কতা ও দৌর্ব্বল্য হওয়াতে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ২০, ২১ ॥

"কটিঘাতের" প্রয়োগে দক্ষিণ "নিতম্ব" মর্ম্ম এবং "ভাণ্ডার-ঘাতের" প্রয়োগে বাম "নিতম্ব" মর্ম্ম ছিন্ন হইতে পারে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ-চিত্রে" ৪০ সংখ্যা—সংযুক্ত রেখার শেষ প্রান্তের ঈষৎ বামে বাম "নিতম্ব" মর্ম্মের স্থান বুঝিতে হইবে ; তদনুরূপে অপর পার্শ্বে ৩৯ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "নিতম্ব" মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

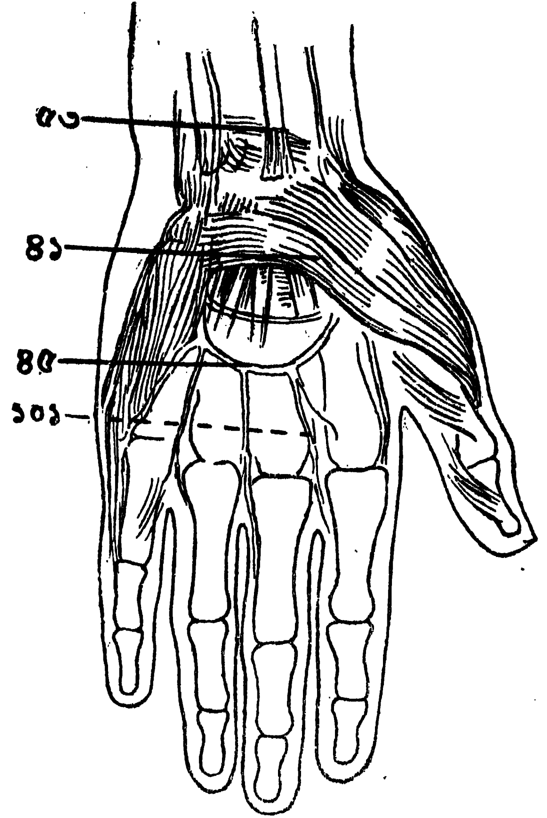
৪১—৪৪। **ক্ষিপ্রমর্ম্ম** চারিটি :—

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এই উভয়ের মূলদেশের নিম্নভাগের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-অঙ্গুলী পরিমিত "ক্ষিপ্র" নামক শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ অপর হস্তে একটি এবং পদদ্বয়ে দুইটি "ক্ষিপ্র" মর্ম্ম আছে। ইহারা বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। "ক্ষিপ্র" মর্ম্ম অভিহত হইলে কদাচিৎ সদ্যোমৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ২২-২৫ ॥

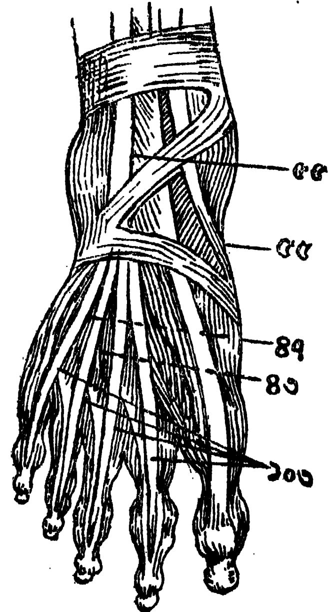
"কোঠের" প্রয়োগে হস্তের "ক্ষিপ্র" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"হস্তচিত্রে" ৪১ সংখ্যা দ্বারা এক হস্তের "ক্ষিপ্র" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; এতদনুরূপে ৪২ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর হস্তের "ক্ষিপ্র" মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

"পাদচিত্রে" ৪৩ সংখ্যা সংযুক্ত রেখার মধ্যভাগে এক পদের "ক্ষিপ্র"-মর্ম্মের স্থান বুঝিতে হইবে ; তদনুরূপে ৪৪ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর পদের "ক্ষিপ্র" মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।



হস্ত-চিত্র



পাদ-চিত্র

৪৫—৪৮। **তলমর্ম্ম** চারিটি :—

মধ্যমাঙ্গুলীর সমসূত্রপাতে হস্ততলের মধ্যস্থলে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত "তল" (তলহৃদয়) নামক মাংসমর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ অপর হস্তে একটি এবং দুই পাদে দুইটি "তলমর্ম্ম" আছে। ইহারা অভিহত হইলে যাতনা সহ কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ২৬—২৯ ॥

"চতুষ্কার" প্রয়োগে হস্তস্থিত এবং "প্রপাদ", "অর্দ্ধ-পাদ", "অধস্তল", "পাদতল" প্রভৃতির প্রয়োগে পাদস্থিত "তলমর্ম্ম" ছিন্ন হইয়া থাকে।

"হস্তচিত্রে" ৪৫ সংখ্যা দ্বারা এক হস্তের এবং "পাদ-চিত্রে" ৪৭ সংখ্যা দ্বারা একপদের "তলমর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদনুরূপে ৪৬ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর হস্তের এবং ৪৮ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর পদের "তলমর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া হইতে হইবে।

৪৯—৫২। **ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম** চারিটি :—

প্রকোষ্ঠের [মণিবন্ধ ও কফোণির (কনুইর) মধ্যস্থ বাহুভাগের] মধ্যদেশে করতলের দিকে উভয় হস্তে এক একটি করিয়া অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "ইন্দ্রবস্তি" নামক মাংসমর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ পার্ষ্ণির (পদের পশ্চাদ্দিকস্থ সর্ব্বনিম্ন অংশের) দিকে ত্রয়োদশ অঙ্গুলীর মধ্যে অবস্থিত জঙ্ঘামধ্যে দুই অঙ্গুলী পরিমিত এক একটি করিয়া, উভয় পদে দুইটি "ইন্দ্রবস্তি" মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ৩০—৩৩ ॥

"হাতকাটি" ও "শৃঙ্গবাহীর" প্রয়োগে পরস্পর পৃথক পৃথক দক্ষিণ ও বাম হস্তের এবং "চাপ্‌নি", "দ্বিগড়", "জঙ্ঘা" ও "পিণ্ডির" প্রয়োগে পদের "ইন্দ্রবস্তি" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৪৯ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ হস্তের এবং "কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ৫২ সংখ্যা দ্বারা বাম পদের "ইন্দ্রবস্তি" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৫০ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম হস্তের এবং ৫১ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ পদের "ইন্দ্রবস্তি" মর্ম্মের স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

বৈকল্যকর মর্ম্ম সমূহ

৫৩—৫৬। **কূর্চ্চমর্ম্ম** চারিটি :—

উভয় পদের "ক্ষিপ্র" মর্ম্মের তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে, পাদ তলের দিকে এবং পাদোপরি দিকে, উভয় ভাগেই চতুরঙ্গুল পরিমিত "কূর্চ্চ" নামক এক একটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ উভয় হস্তের ক্ষিপ্রমর্ম্মের দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক একটি "কূর্চ্চ" মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে পাদ অথবা হস্ত ঘুরিয়া যায় এবং কাঁপিতে থাকে। ১—৪ ॥

"কূচ", "কূর্চ্চাধঃ" প্রভৃতির প্রয়োগে পদস্থিত এবং "মণিবন্ধের" প্রয়োগে হস্তস্থিত "কূর্চ্চমর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"হস্তচিত্রে" ৫৩ সংখ্যা দ্বারা এক হস্তের এবং "পাদ-চিত্রে" ৫৫ সংখ্যা দ্বারা এক পাদের "কূর্চ্চ মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদনুরূপে ৫৪ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর হস্তের এবং ৫৫ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর পাদের "কূর্চ্চ মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৫৭—৫৮। **জানুমর্ম্ম** দুইটি :—

উভয় জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে তিন অঙ্গুলী পরিমিত "জানু" নামক এক একটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে খঞ্জতা হয়। ৫, ৬ ॥

"দ্বিগড়" এবং "চাপনির" প্রয়োগে "জানু মর্ম্ম" অভিহত হয়।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৫৮ সংখ্যা দ্বারা এক পদের "জানু মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৫৭ সংখ্যা কল্পনা করিয়া অপর পদের "জানু মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৫৯, ৬০। **কূর্পরমর্ম্ম** দুইটি :—

উভয় প্রকোষ্ঠ এবং প্রগণ্ডের সন্ধিস্থলে, অর্থাৎ কফোণিদ্বয়ে (কনুইদ্বয়ে), একাঙ্গুল-পরিমিত "কূর্পর" নামে এক একটি বৈকল্যকর সন্ধি-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে সঙ্কুচিত বাহু-মধ্য (কুণি, নুলো) হইয়া থাকে। ৭, ৮ ॥

অবস্থা বিশেষে "হাতকাটি" ও "ভৰ্জ্জার" প্রয়োগে

দক্ষিণ, এবং "শৃঙ্গবাহী" ও "ভুজের" প্রয়োগে বাম "কূর্পর মর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৬০ সংখ্যা দ্বারা বাম হস্তের "কূর্পর" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৫৯ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ হস্তের কূর্পর মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৬১—৬৪ **আনিমর্ম্ম** চারিটি :—

জানুর তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে, উপরিভাগে ও নিম্ন ভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "আনি" নামক বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত।

এইরূপ উভয় বাহুতে ও কফোণির উর্দ্ধে এক একটি করিয়া "আনি" মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি এবং সক্থির (সমগ্র পদের), অথবা হস্তের স্তব্ধতা হয়। ৯—১২॥

অবস্থা বিশেষে "সাকম", "দ্বিগড়", "চাপ্‌নি" প্রভৃতির প্রয়োগে পদের, এবং অবস্থা বিশেষে "ভর্জ্জা" কিম্বা "ভুজের" প্রয়োগে হস্তের "আনিমর্ম্ম" অভিহত হয়।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৬২ সংখ্যা দ্বারা বাম হস্তের, এবং "কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ৬৪ সংখ্যা দ্বারা বাম পদের "আনি মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৬১ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ হস্তের এবং ৬৩ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ পদের "আনি মর্ম্মের" স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

৬৫—৬৮। **উর্ব্বী মর্ম্ম** চারিটি :—

উরুদ্বয়ের মধ্যে দুইটি এবং প্রগণ্ড [কফোণি (কনুই) অবধি কক্ষপুট (বগল) পর্য্যন্ত বাহুভাগ] দ্বয়ের মধ্যে দুইটি,—এই চারিটি, (প্রত্যেকটি একাঙ্গুল-পরিমিত), "উর্ব্বী" নামক বৈকল্য-কর শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে সক্থি (সমগ্র পদ), অথবা বাহু শুষ্ক হইতে থাকে। ১৩—১৬।

"আসর" ও "সাকম দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ পদের এবং "আসর উত্তর" ও "সাকম উত্তরের" প্রয়োগে বাম পদের,—আবার "ভর্জ্জার" প্রয়োগে দক্ষিণ হস্তের এবং "ভুজের" প্রয়োগে বাম হস্তের "উর্ব্বী" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৬৫ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ হস্তের এবং ৬৭ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ পদের "উর্ব্বী মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৬৬ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম হস্তের এবং ৬৮ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম পদের "উর্ব্বী মর্ম্মের" স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

৬৯—৭২। **লোহিতাক্ষ মর্ম্ম** চারিটি :—

উর্ব্বী মর্ম্মের" উর্দ্ধে ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধির (কুস্কির) নিম্নে উরুমূলে একাঙ্গুল-পরিমিত "লোহিতাক্ষ" নামক দুইটি শিরা মর্ম্ম আছে। এইরূপ হস্তদ্বয়ের মূলভাগে, ও কক্ষপুট সন্ধির নিম্নে দুইটি "লোহিতাক্ষ" মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে রক্তক্ষয়দ্বারা পক্ষাঘাত এবং উরুদেশের অথবা বাহুর অবসন্নতা হয়। ১৭—২০॥

অবস্থা বিশেষে "অঙ্কের" প্রয়োগে দক্ষিণ উরুসন্ধির এবং "অঙ্ক উত্তরের" প্রয়োগে বাম উরু সন্ধির,—আবার, কক্ষ দক্ষিণের প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষ-সন্ধির এবং "কক্ষ-উত্তরের" প্রয়োগে বাম কক্ষ সন্ধির "লোহিতাক্ষ" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৬৯ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ হস্তের এবং ৭১ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ পদের "লোহিতাক্ষ" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৭০ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম হস্তের এবং ৭২ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম পদের "লোহিতাক্ষ" মর্ম্মের স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

৭৩, ৭৪। **বিটপ মর্ম্ম** দুইটি :—

উভয় বঙ্ক্ষণ (কুস্কি) ও বৃষণের (অণ্ডকোষের) মধ্যে এক অঙ্গুলী পরিমিত "বিটপ" নামক এক একটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে ক্লীবতা অথবা অল্প-শুক্রতা হইয়া থাকে। ২১, ২২॥

"অঙ্ক", "কটিঘাত" প্রভৃতির প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং "অঙ্ক উত্তর", "ভাণ্ডারঘাত" প্রভৃতির প্রয়োগে বাম "বিটপ" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৭৩ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "বিটপ" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে

৭৪ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম "বিটপ" মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৭৫—৭৬। **কক্ষধর মর্ম্ম** দুইটি :—

উভয় কক্ষা (বগল) এবং বক্ষের মধ্যস্থলে এক অঙ্গুলী পরিমিত "কক্ষধর" নামক এক একটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ম্ম অবহিত। ইহারা অভিহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। ২৩, ২৪।

অবস্থা বিশেষে "মোড়া" ও "কক্ষদক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ "কক্ষধর", এবং "মোড়াউত্তর" ও "কক্ষউত্তরের" প্রয়োগে বাম "কক্ষধর" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ৭৬ সংখ্যা দ্বারা বাম "কক্ষধর" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা। হইয়াছে; এতদনুরূপে ৭৫ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "কক্ষধর"-মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৭৭, ৭৮। **ককুন্দর মর্ম্ম** দুইটি :—

বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে, জঘনের বহির্ভাগে অর্থাৎ পৃষ্ঠ বংশের উভয় পার্শ্বে কটির পশ্চাৎ ভাগের নিম্নদেশে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ঈষন্নিম্নাকার (গর্ত্তাকৃতি) "ককুন্দর" নামক বৈকল্যকর দুইটি সন্ধি-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শ শক্তি-হানি এবং কর্ম্মচেষ্টা লোপ হইয়া থাকে। ২৫, ২৬।

অবস্থাবিশেষ "অঙ্ক্ দক্ষিণ" ও "কটিঘাতের" প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং "অঙ্ক্ উত্তর" ও "ভাণ্ডার ঘাতের" প্রয়োগে বাম "ককুন্দর মর্ম্ম" ছিন্ন হইতে পারে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠচিত্রে" ৭৭ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "ককুন্দর মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৭৮ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম "ককুন্দর মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৭৯—৮০। **অংস-ফলক মর্ম্ম** দুইটি :—

পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয় দিকে "ত্রিক"-সম্বন্ধ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অংসফলক" নামক বৈকল্যকর দুইটি অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত। (গ্রীবা এবং অংসদ্বয়ের সংযোগস্থল অর্থে "ত্রিক")। উহারা অভিহত হইলে হস্তদ্বয় নিস্পন্দ অথবা শুষ্ক হইয়া থাকে। ২৭, ২৮॥

"মোড়া" ও "পৃষ্ঠ দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ এবং "মোড়া উত্তর" ও "পৃষ্ঠ উত্তরের" প্রয়োগে বাম "অংস ফলক-মর্ম্ম" অভিহত হইয়া থাকে।

"কঙ্কালের-পৃষ্ঠ-চিত্রে" ৮০ সংখ্যা দ্বারা বাম পার্শ্বের "অংসফলক"-মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৭৯ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "অংসফলক-মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৮১, ৮২। **অংস মর্ম্ম** দুইটি :—

বাহুশীর্ষ ও গ্রীবার মধ্যে (স্কন্ধদ্বয়ে) অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অংস" নামক বৈকল্যকর দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে বাহুস্তম্ভ অর্থাৎ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়। ২৯, ৩০॥

"অংসহুল দক্ষিণ" ও "হীনায়নের" প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং "অংসহুল উত্তর" ও গ্রীবাণের প্রয়োগে বাম "অংস মর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ৮১ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "অংস মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৮২ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম "অংসমর্ম্মের" স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে।

৮৩—৮৬। **নীলা মর্ম্ম** দুইটি, ও **মন্যামর্ম্ম** দুইটি :—

কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত চারিটি ধমনী আছে; তন্মধ্যে এক এক পার্শ্বে এক "নীলা" ও এক এক "মন্যা"; উহারা বৈকল্যকর শিরা মর্ম্ম। ইহারা অভিহত হইলে মূকতা; স্বরবৈকৃতি এবং রসজ্ঞানের অভাব জন্মিয়া থাকে। ৩১—৩৪॥

"অন্তর", "কণ্ঠ দক্ষিণ", "যবেগা দক্ষিণ" প্রভৃতির প্রয়োগে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এবং "অন্তর উত্তর", "কণ্ঠ উত্তর", "যবেগা উত্তর" প্রভৃতির প্রয়োগে বাম পার্শ্বস্থ "নীলামন্যা মর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৮৩ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ গলপার্শ্বে, এবং ৪৬ সংখ্যাদ্বারা বাম গলপার্শ্বে যে চারিটি ধমনী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণরেখায় অঙ্কিত ধমনী দুইটি "নীলা" এবং অপর দুইটি ধমনী "মন্যা"; "নীলা" নীল বর্ণের এবং "মন্যা" লাল বর্ণের হইয়া থাকে। দক্ষিণ গলপার্শ্বে ৮৫ সংখ্যা এবং বাম গলপার্শ্বে ৮৬ সংখ্যা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

৮৭, ৮৮। **ফণ-মর্ম্ম** দুইটি :—

ঘ্রাণমার্গের উভয় পার্শ্বে, অভ্যন্তর বিবরদ্বারের সহিত সম্বন্ধ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "ফণ" নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। ৩৫, ৩৬ ॥

"উত্তর" ও দক্ষিণ সংজ্ঞক উভয় প্রকারেরই "ভ্রূকুটি", "চক্রিকা", ও "ষাণ্ড্য", এবং "ত্রিহর", "চাকি" প্রভৃতির প্রয়োগে "ফণমর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"মস্তকাস্থি চিত্রে" ৮৮ সংখ্যা দ্বারা বাম "ফণ-মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৮৭ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ ফণ-মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৮৯-৯০। **বিধুর মর্ম্ম** দুইটি:—

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদ্দিকের নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ঈষন্নিম্নাকৃতি "বিধুর" নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে বধিরতা হইয়া থাকে।

"তামেচার" প্রয়োগে বাম, এবং বাহেরার প্রয়োগে দক্ষিণ "বিধুর"-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে। ৩৭, ৩৮ ॥

"মস্তকাস্থি চিত্রে" ৯০ সংখ্যার দ্বারা বাম "বিধুর মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদনুরূপে ৮৯ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "বিধুর মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৯১, ৯২। **কৃকাটিকা মর্ম্ম** দুইটি :—

মস্তক এবং গ্রীবার দুইটি সন্ধিতে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "কৃকাটিকা" নামক দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে চলমূর্দ্ধতা (শিরঃ কম্পন) হইয়া থাকে। ৩৯, ৪০ ॥

অবস্থাবিশেষে "ঘাটিকাদক্ষিণ" এবং "ঘটিকাউত্তরের" প্রয়োগে দক্ষিণ কিম্বা বাম "কৃকাটিকামর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের পৃষ্ঠ চিত্রে" ৯২ সংখ্যা দ্বারা বাম "কৃকাটিকা মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৯১ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "কৃকাটিকা মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৯৩, ৯৪। **অপাঙ্গ মর্ম্ম** দুইটি :—

ভ্রূ পুচ্ছান্তদ্বয়ের নিম্নে, চক্ষুর বহির্ভাগে, অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অপাঙ্গ" নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে। ৪১, ৪২ ॥

"ভ্রূকুটি দক্ষিণ" ও "ত্রিহরের" প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং "ভ্রূকুটি উত্তর" ও "চাকির" প্রয়োগ বাম অপাঙ্গ মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ৯৪ সংখ্যা দ্বারা বাম "অপাঙ্গ মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৯৩ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "অপাঙ্গ মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৯৫, ৯৬। **আবর্ত্ত মর্ম্ম** দুইটি :—

উভয় ভ্রূর উর্দ্ধদেশের নিম্নাংশে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "আবর্ত্ত"-নামক বৈকল্যকর এক একটি সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। ৪৩, ৪৪ ॥

"ভ্রূকুটি দক্ষিণ" এবং "ভ্রূকুটী উত্তরের" প্রয়োগে এই মর্ম্ম দুইটি অভিহত হইয়া থাকে।

"মস্তিষ্ক-চিত্রে" এই দুইটি মর্ম্ম সম্পর্কিত শিরাসমূহের মস্তকাভ্যন্তরস্থ সংযোগস্থল ৯৫ ও ৯৬ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

রুজাকর (কষ্টদায়ক ও পীড়াকর) **মর্ম্মসমূহ**

৯৭, ৯৮। **গুল্‌ফ মর্ম্ম** দুইটি :—

পদের ঘুণ্টিকাদ্বয়ে, (গুটিকাবৎ উন্নত অংশদ্বয়ে) পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে দুই অঙ্গুলী পরিমিত "গুল্‌ফ"-নামক দুইটি পীড়াকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে এবং কখন কখন স্তব্ধ-পাদতা, এমন কি খঞ্জতাও হইতে পারে। ১, ২ ॥

"পালট", "কড়ক", "কূচ", "গুল্‌ফাধঃ", "কূর্চ্চাধঃ" প্রভৃতির প্রয়োগে "গুল্‌ফ মর্ম্ম" অভিহত হইয়া থাকে।

কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে ৯৭ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ "গুল্‌ফ-মর্ম্মের" স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে ৯৮ সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাম "গুল্‌ফ মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৯৯, ১০০। **মণিবন্ধ মর্ম্ম** দুইটি :—

উভয় করপল্লব ও প্রকোষ্ঠের [কফোনি (কনুই) হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগের] সন্ধিস্থলে দুই অঙ্গুলী পরিমিত এক একটি পীড়াকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং কখন কখন হস্তের স্তব্ধতাও হইতে পারে। ৩, ৪ ॥

"মণিবন্ধ অধঃ", "মণিবন্ধ উর্দ্ধ", "মণিবন্ধ পৃষ্ঠ", ও "মণিবন্ধ পুরঃ" প্রভৃতির প্রয়োগে দক্ষিণ "মণিবন্ধ মর্ম্ম" অভিহত হইয়া থাকে; বাম হস্তেও অনুরূপ আঘাত প্রয়োগে বাম "মণিবন্ধ মর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ১০০ সংখ্যা দ্বারা বাম "মণিবন্ধ" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদনুরূপে ৯৯ সংখ্যা কল্পনা করিয়া দক্ষিণ "মণিবন্ধ" মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

১০১, ১০৪। **কূর্চ্চ-শিরা মর্ম্ম** চারিটি :—

গুল্‌ফসন্ধির (পদসন্ধির) অধোভাগে উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক পাদে এক এক অঙ্গুলী পরিমিত এক একটি "কূর্চ্চশিরা" মর্ম্ম অবস্থিত; এতদনুরূপে মণিবন্ধের অধোভাগে উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক হস্তেও এক একটি "কূর্চ্চশিরা মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোথ ও যাতনা হইয়া থাকে। ৫-৮ ॥

"প্রপাদ", "অর্দ্ধপাদ" প্রভৃতির প্রয়োগে পাদের এবং "চতুষ্ক" প্রভৃতির প্রয়োগে হস্তের "কূর্চ্চশিরা" মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

"হস্তচিত্রে" ১০১ সংখ্যা দ্বারা ও "কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ১০২ সংখ্যা দ্বারা হস্তের "কূর্চ্চশিরা" (মর্ম্মের, এবং "পাদচিত্রে" ১০৩ সংখ্যা দ্বারা দক্ষিণ পাদের "কূর্চ্চশিরা"-মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে অপর হস্তের ও অপর পদের "কূর্চ্চশিরা-মর্ম্মের" স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিশল্যঘ্ন মর্ম্মসমূহ

১০৫, ১০৬। **উৎক্ষেপ মর্ম্ম** দুইটি :—

শঙ্খদ্বয়ের (ললাট পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়ের) উপরিভাগে কেশ-প্রান্তে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "উৎক্ষেপ"-নামক দুইটি বিশল্যঘ্ন স্নায়ু-মর্ম্ম অবস্থিত। উহারা শল্যাভিহত হইলে, যতক্ষণ শল্য উদ্ধৃত না হয় ততক্ষণ রোগী জীবিত থাকে; ক্ষত পাকিয়া শল্য পতিত হইলেও রোগী জীবিত থাকে; কিন্তু শস্ত্রাদি দ্বারা, কিম্বা বলপূর্ব্বক শল্য উদ্ধৃত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ১, ২ ॥

"ত্রিহর" ও "চক্রিকা দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ, এবং "চাকি" ও "চক্রিকা উত্তরের প্রয়োগে বাম "উৎক্ষেপ মর্ম্ম" অভিহত হইতে পারে।

"কঙ্কালের সম্মুখ-চিত্রে" ১০৫ সংখ্যা দ্বারা "উৎক্ষেপ-" মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এতদনুরূপে বা "উৎক্ষেপ"-মর্ম্মের স্থানও বুঝিয়া লইতে হইবে।

১০৭। **স্থাপনী মর্ম্ম** একটি :—

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "স্থাপনী"-নামক একটি বিশল্যঘ্ন শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। উহা বিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত "উৎক্ষেপ"-মর্ম্ম-বিদ্ধের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। ৩ ॥

"ভ্রূকুটি দক্ষিণ"' "ভ্রূকুটি উত্তর", "ষাণ্ড্য-দক্ষিণ" ও "ষাণ্ড্য উত্তরের" প্রয়োগে "স্থাপনী"-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

"কঙ্কালের সম্মুখ চিত্রে" ১০৭ সংখ্যা দ্বারা "স্থাপনী"-মর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মর্ম্মস্থল সম্পর্কে যে সমস্ত সাঙ্কেতিক আঘাতের উল্লেখ করা হইল, তাহা সমস্তই অসির আঘাত বুঝিতে হইবে। লাঠির আঘাতে "শৃঙ্গাটক" প্রভৃতি কতিপয় সংখ্যক ব্যতিরেকে কোন মর্ম্মস্থলই ছিন্ন হইতে পারে না; তবে অবস্থা বিশেষে "অধিপতি", "শঙ্খ", "বিধুর", "ফণ," "হৃদয়" প্রভৃতি কতিপয় মর্ম্ম আংশিকভাবে অভিহত হইতে পারে মাত্র।

পদচালনা (পাদতাড়ি)

"গহ্বর" ও "নির্ঘাত" শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গেই শিক্ষকগণ বিভিন্ন পদ্ধতির "পদচালনা" শিক্ষা দিবেন। লিখিত ভাষা দ্বারা পদচালনার বর্ণনা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে; প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসহ উপদেশ-সাহায্যেই পদচালনা শিক্ষা করিতে হয়। নিম্নে সামান্যমাত্র প্রাথমিক আভাস লিখিত হইল।

"পদচালনা" প্রথম শিক্ষা-কালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিজ ব্যবধানকে ব্যাস ধরিয়া একটি বৃত্ত কল্পনা করিয়া লইয়া, এই বৃত্তের পরিধি-ক্রমেই চলিতে হইবে।

"পদচালনা"-কালে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের বাম পার্শ্বের দক্ষিণে যাইতে হইলে, "হাতকাটির" প্রতিকারের ভঙ্গীতে লাঠি ঘুরাইয়া নিজ দক্ষিণ পার্শ্ব সুরক্ষিত রাখিতে হইবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ পদ তুলিয়া বাম পদের সম্মুখ দিয়া আনিয়া, ও বাম পদ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ মাত্রায় পদ-বিক্ষেপ করিতে হইবে; তৎপর নিজ বাম-দিকে পূর্ব্ব বর্ণিত পরিধি-লক্ষ্যে পূর্ণ মাত্রায় পদবিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ পাদ-পার্ষ্ণির (গোড়ালীর) স্থানে স্থাপিত করিয়া প্রতিপক্ষের মুখামুখী হইয়া বিশুদ্ধভাবে "অভিযান-স্থিতিতে" "ভদ্রকান্তি" অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

দক্ষিণ পার্শ্বের পদচালনা-কালে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের বাম পার্শ্বের দিকে যাইতে হইলে, "মোড়া" উত্তরের প্রতিকারের ভঙ্গীতে লাঠি ঘুরাইয়া নিজ বাম পার্শ্ব সুরক্ষিত রাখিতে হইবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাম পদ তুলিয়া দক্ষিণ পদের সম্মুখ দিয়া আনিয়া ও দক্ষিণ পদ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ মাত্রায় পদ-বিক্ষেপ করিতে হইবে; তৎপর নিজ দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ববর্ণিত পরিধি-লক্ষ্যে পূর্ণ মাত্রায় দক্ষিণ পদ বিক্ষেপ করিয়া উভয় পদের অঙ্গুলিতে ভর করিয়া কিঞ্চিৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া, অথবা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ঐ পদের পার্ষ্ণির স্থলে স্থাপন করিয়া প্রতিপক্ষের মুখামুখী হইয়া "অভিযান-স্থিতিতে" "ভদ্রকান্তি" অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

এইরূপ গতি করিবার কালে সর্ব্ব সময়েই সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন লাঠি কিম্বা অসি নিজ শরীর ও প্রতিপক্ষের মধ্যে থাকিয়া শরীর সুরক্ষিত রাখে। চক্ষু সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষের চক্ষুর উপরে স্থাপিত রাখিতে হইবে।

বাম হস্তে শৃঙ্গ থাকিলে, শৃঙ্গ দ্বারা সর্ব্বদা হস্তদ্বয় সুরক্ষিত রাখিবার কল্পনায়, অনুরূপ গতিতে শৃঙ্গ চালনা করিতে হইবে, পদচালনা-কালে বর্ণনা অনুরূপ হস্ত ও পদের চালনায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

পদচালনা দ্বারা প্রতিপক্ষের সন্নিহিত হইতে হইলে পূর্ব্ব-বর্ণিত বৃত্তের ব্যাস ক্রমশঃই হ্রস্ব করিবার চেষ্টা করিতে হয়; অর্থাৎ পদবিক্ষেপগুলি সাধারণ প্রণালী অপেক্ষা প্রতিপক্ষের অধিক সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া ফেলিতে হয়। প্রতিপক্ষ হইতে দূরে সরিতে হইলে ইহার বিপরীত।

ক্ষিপ্রকারিতাসহ পদচালনা দ্বারা, প্রতিপক্ষ তাহার তৎকালীন পদচালনার প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই, তাহার পার্শ্বদেশে আসিয়া পতিত হইতে পারিলেই, আক্রমণে যথেষ্ট সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐরূপ করিতে হইলে, যে পার্শ্বে পতিত হইতে হইবে, সেই পার্শ্বের পদচালনা-কালে, বর্ণনানুরূপ প্রথম পদবিক্ষেপটি লম্ফ-সহযোগে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রতিকার-কল্পে প্রতিপক্ষকে কখনও বা লম্ফ-সহযোগে কখনও বা "অবনমন"-সহযোগে পাদবিক্ষেপ করিয়া আক্রমণকারীর সম্মুখভাবে মুখামুখী হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়।

আক্রমণকালীন পদচালনা-কালে "নির্ঘাত"-পর্য্যায়ে বর্ণিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত পদচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন-কোনও সময়ে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

পদচালনায় দক্ষতার বিভিন্নতা হেতুও অসিধারিগণের উৎকর্ষ-সম্পর্কে যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বিনোদ (বিনোট্)

এক হস্ত কিম্বা এক হস্ত ছয় অঙ্গুলী-পরিমিত কিঞ্চিৎ স্থূল ও দৃঢ় যষ্টি-সহযোগে অসিধারী ব্যক্তির সম্মুখীন হওয়ার এবং তাহার অসি কাড়িয়া লওয়ার কিম্বা তাহাকে প্রতিহত করিবার বিভিন্ন কৌশলের নামই "বিনোদ" অথবা "বিনোট্"।

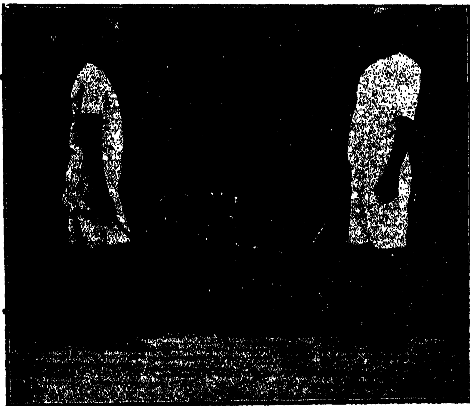
এই পদ্ধতির কৌশল-প্রয়োগের ফলে আশাতীত আকস্মিক সফলতা-দর্শনে গুণগ্রাহীদর্শকগণের এবং প্রয়োগকারীরও যথেষ্ট চিত্ত-বিনোদ হয় বলিয়াই ইহার নাম "বিনোদ" (অপভ্রংশে "বিনোট্") হইয়াছে।

নিম্নে কতিপয়মাত্র সহজসাধ্য কৌশল বর্ণিত হইল। শিক্ষার্থীগণ অনুশীলন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বকীয় যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন।

ফুরৎ, তুড়ৎ ও ঝুড়ৎ অর্থাৎ মন, চক্ষু ও শরীর,—এই তিনটির সমবেত ক্ষিপ্রকারিতার প্রভাবেই "বিনোদের" দক্ষতা-সম্পর্কে উৎকর্ষ জন্মিয়া থাকে।

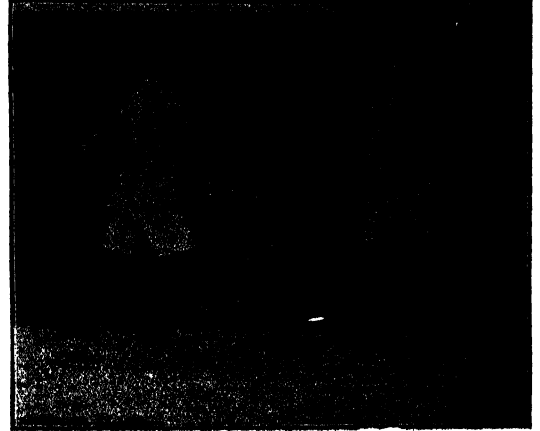
প্রত্যুৎপন্নমতিগণ যখন যেভাবে যেকর্ম্মেই লিপ্ত থাকুন না কেন, সামান্য আভাস প্রাপ্তিমাত্রই তাহারা তৎকালোচিত সতর্কতা-অবলম্বনে সমর্থ হইয়া থাকেন। "বিনোদের" কৌশলগুলি জ্ঞাত থাকিলে প্রয়োজন-কালে হস্তে উপযুক্ত যষ্টি না থাকিলেও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অনুরূপ কোন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লওয়া একেবারে অসম্ভব হয় না; তথাপিও আত্মরক্ষা-হেতু সর্ব্বদাই কোনও কিছু সঙ্গে রাখা নিতান্ত বিধেয়। "বিনোদ" প্রয়োগের উপযোগী ক্ষুদ্র যষ্টি সঙ্গে রাখা বিশেষ অসুবিধাজনকও নহে।

ঐরূপ যষ্টি সঙ্গে আছে, এমতাবস্থায় যদি কোনও অসিধারী কিম্বা লাঠিধারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে হাব-ভাব-ভঙ্গী অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যেই মানসিক নিশ্চয়াত্মিকা-শক্তি-প্রভাবে অসিধারী কিম্বা সলাঠিক ব্যক্তির অভিপ্রায় স্থির করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যথা প্রথম চিত্রে :—



১ম বিনোদ

যদি বুঝিতে পারা যায় যে, অসিধারী কিম্বা সলাঠি ব্যক্তি আক্রমণের উপক্রম করিতেছে, তবে সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকেও প্রস্তুত হইতে হইবে। যথা দ্বিতীয় চিত্রে :—



২য় (ক) বিনোদ



২য় (খ) বিনোদ

প্রথম পাঠ

"শির" হইতে "তামেচার" অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে পদচালনার প্রণালীর অনুরূপে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সম্মুখে ও বামে পূর্ণ মাত্রায় দক্ষিণ-পদ-বিক্ষেপসহ তুরন্তে অগ্রসর

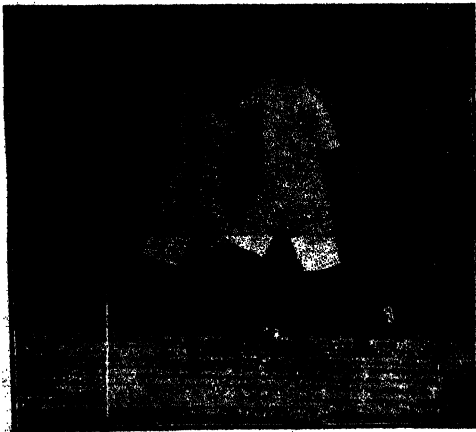
হইয়া আক্রমণকারীর "মণিবন্ধ অধঃ"তে যষ্টি দ্বারা সবেগে প্রহার করিতে হইবে। যথা তৃতীয় চিত্রে :—



৩য় বিনোদ

অসিধারীর প্রতিকার :—

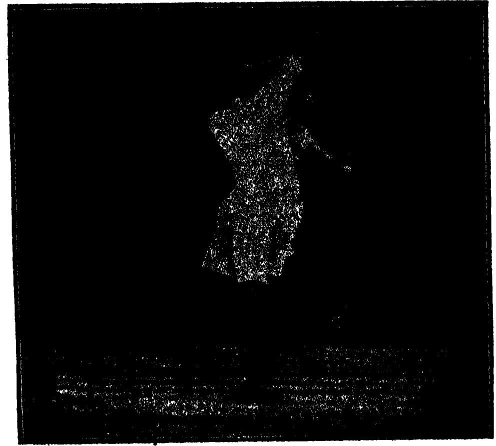
প্রতিকার-হেতু অসিধারীও সঙ্গে-সঙ্গেই তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া সম্মুখে পূর্ণমাত্রায় বাম পদ-বিক্ষেপ করিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া লাঠি কিম্বা অসি ঘুরাইয়া মস্তক-পৃষ্ঠ আক্রমণের উদ্যোগ দেখিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সবেগে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। যথা চতুর্থ চিত্রে :—



৪র্থ বিনোদ

বিনোদ প্রয়োগকারীর চ-প্রতিকার :—

প্রতিকার-হেতু বিনোদ-প্রয়োগকারী ও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সম্মুখে বাম পদ-বিক্ষেপ সম্পন্ন করিয়া, (প্রয়োজন হইলে লম্ফ-সহযোগে), অসিধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া, বাম হস্তে অসিধারীর দক্ষিণ স্কন্ধে সবলে আঘাত করিয়া যষ্টির পশ্চাৎ বিন্দু দ্বারা "শঙ্খ মর্ম্মে" অথবা অন্য কোনও মর্ম্মে আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা পঞ্চম চিত্রে :—



৫ম বিনোদ

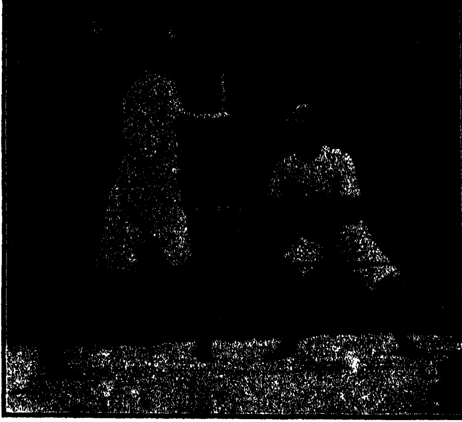
অসিধারীর পুনঃ-প্রতিকার ও নিষ্কৃতি :—

অসিধারীও তুরন্তে "অবনমন"-সহযোগে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া, (প্রয়োজন হইলে সামান্য লম্ফ-সহযোগে) বামপার্শ্বে পূর্ণমাত্রায় বাম-পদ-বিক্ষেপ সম্পন্ন করিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইবার উপক্রম করিবে। এমতাবস্থায় বিনোদ-প্রয়োগকারীকেও ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসিধারীর সম্মুখীন হইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে, নতুবা তাহার কটী হইতে পাদ পর্য্যন্ত অরক্ষিত থাকিবে। যথা ষষ্ঠ চিত্রে :—

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

বিনোদ-সম্পর্কিত সমস্ত পাঠগুলি-সম্বন্ধেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে-কোনও প্রক্রিয়ার উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিপক্ষকে ক্ষিপ্রকারিতা-সহ তুরন্তে তাহার প্রতিকার অবলম্বন করিতে হইবে। প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা

থাকিলেও ক্ষিপ্রকারিতার তারতম্য-অনুসারেই সাধারণতঃ জয়-পরাজয় ঘটিয়া থাকে।



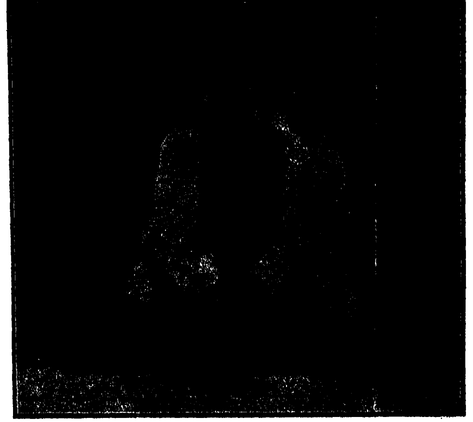
৬ষ্ঠ বিনোদ

বর্ণনা-প্রসঙ্গে অসিধারী ও বিনোদপ্রয়োগকারী উভয়কেই সম-বলশালী, সম-কৌশলী ও সম-ক্ষিপ্রকারী ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাকালে বর্ণনারূপ আঘাত প্রয়োগাদি অপেক্ষা ভিন্নরূপ আঘাত প্রয়োগাদিও অবস্থা বিশেষে অধিক কার্য্যকারী ও অধিক ফলপ্রদায়ী হইতে পারে।

বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি যাহার পর যেটি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের সুবিধা হেতু মাত্র, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা স্থলে কিম্বা আততায়ী-সংঘর্ষ-কালে ঐরূপ ক্রমিক ধারা কদাচ নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না; তদবস্থায় যখনই যে প্রক্রিয়াটির সুযোগ ঘটিবে, তখনই তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে; প্রতিকার সম্বন্ধেও ঐরূপ। কোনও প্রক্রিয়ার প্রতিকার বিভিন্ন স্থলে ও বিভিন্ন কালে সুযোগ অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিকার হেতুও প্রযুক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ

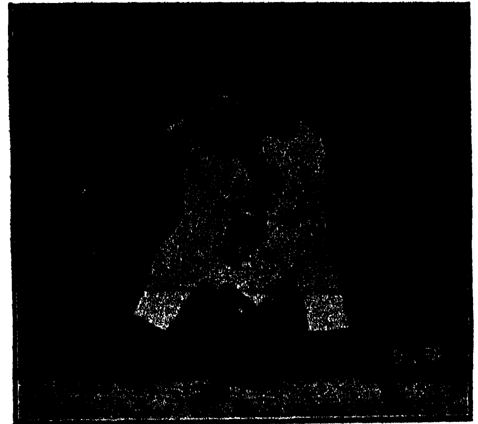
"মোঁড়া উত্তব" হইতে "ভাণ্ডার" অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে সামান্য "অবনমন" সহযোগে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও বামে পূর্ণ মাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অসিধারীর "মণিবন্ধ অধঃ"তে সবেগে আঘাত করিতে হইবে। যথা সপ্তম চিত্রে :—



৭ম বিনোদ

অসিধারীর প্রতিকার :—

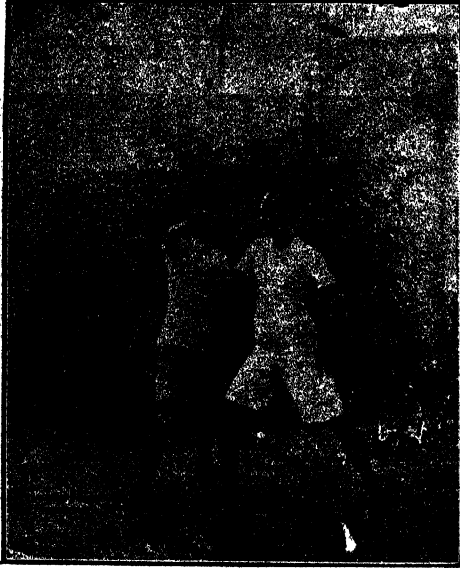
প্রতিকার হেতু অসিধারী তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্তদ্বারা বিনোদ প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ কিম্বা কফোণি (কনুই) আক্রমণ করিবে এবং লাঠি ঘুরাইয়া মস্তক পৃষ্ঠে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। যথা অষ্টম চিত্রে :—



৮ম (ক) বিনোদ

বিনোদ প্রয়োগকারীর প্রতি প্রতিকার :-

বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বাম হস্তে অসিধারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সবলে আঘাত করিবে এবং যষ্টি দ্বারা



৮ম (খ) বিনোদ

"ভ্রুকুটিতে" অথবা সুযোগানুরূপ যে কোনও মর্ম্মে আঘাত করিবে। যথা নবম চিত্রে :—

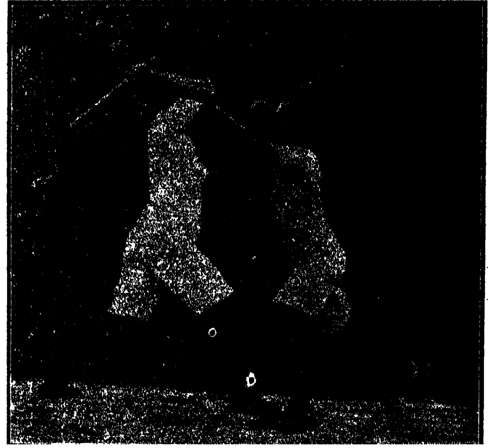


৯ম বিনোদ

অসিধারীর পূর্ব্ববর্ণিত প্রতিকারের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনোদ-প্রয়োগকারী বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর চক্ষু আক্রমণ করিতে পারিলে আশুই তাহার সুফল পাওয়া অধিক সম্ভাবনা থাকে। যথা অষ্টম্ (ক) চিত্রে :—

অসিধারীর পুনঃ প্রতিকার :—

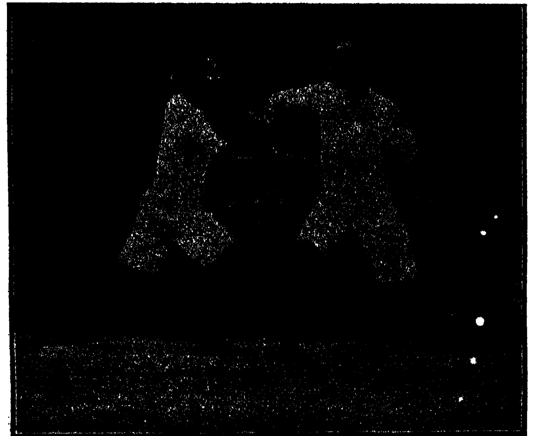
অসিধারী ও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বাম হস্তদ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোনিতে (কনুইতে) সবেগে আঘাত করিবে, এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লাঠি কিম্বা অসি দ্বারা উপযুক্তরূপে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। যথা দশম চিত্রে :—



১০ম বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগকারীর পুনঃ প্রতিকার ও নিষ্কৃতি :—

বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে বাম পদ ঈষৎ অগ্রসর করিতে করিতে বাম হস্তদ্বারা অসিধারীর বাম হস্তে সবেগে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং অসিধারীকে "তামেচায়" প্রহারের উদ্যোগ করিবে। অসিধারীও বিনোদ-প্রয়োগকারীকে "তামেচা" কিম্বা "গ্রীবাণ" প্রভৃতিতে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে। তদবস্থায় পরস্পর পরস্পরের আঘাত স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করিয়া উভয়েই নিষ্কৃতি পাইবে। যথা একাদশ চিত্রে :—



১১শ বিনোদ

তৃতীয় পাঠ

"ভাণ্ডার", "অঙ্কউত্তর" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া যষ্টি নিম্নমুখ রাখিয়া সবেগে অসিধারীর দক্ষিণ "মণিবন্ধ অধঃ"তে আঘাত করিতে হইবে। যথা দ্বাদশ চিত্রে :—

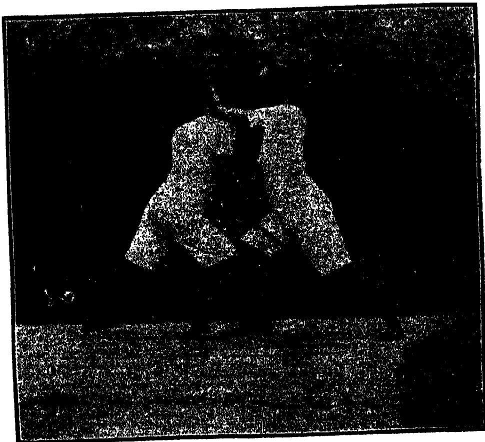


১২শ বিনোদ

প্রতিকারাদি ৮ম্ (ক) চিত্র সম্পর্কিত বর্ণনার অনুরূপ।

চতুর্থ পাঠ

"চিরের" আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর করিয়া যষ্টি দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ "মণিবন্ধ উর্দ্ধ"তে সবেগে আঘাত করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বামহস্ত দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ শঙ্খে ও দক্ষিণ কর্ণে সবেগে আঘাত করিবে। যথা ত্রয়োদশ চিত্রে :—



১৩শ বিনোদ

অসিধারীর প্রতিকার :—

অসিধারীও তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বামপদ সম্মুখে আনিয়া বামহস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর বাম মণিবন্ধে সবলে আঘাত করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া বিনোদ প্রয়োগকারীর মস্তকে প্রহার করিবার উপক্রম করিবে। যথা চতুর্দ্দশ চিত্রে :—



১৪শ বিনোদ

নিষ্কৃতি :—

প্রতিকার-হেতু বিনোদ-প্রয়োগকারী যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা অসিধারীর উদরে কিম্বা পার্শ্বে আঘাতের উপক্রম করিবে; এবং নিষ্কৃতি-হেতু অসিধারীও ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ-সহযোগে দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া আসিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

পঞ্চম পাঠ

"হুলের" আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগকারী তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ-সহযোগে অগ্রসর হইতে-হইতে দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে অগ্রসর করিয়া অসিধারীর মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিবে। যথা পঞ্চদশ চিত্রে :—

অথবা, বিনোদ-প্রয়োগকারী লম্ফ-সহযোগে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া অসিধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যষ্টি দ্বারা তাহার মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিবে; অবসর পাইলে তৎসঙ্গেই তুরন্তে ৫ম

কিংবা ৯ম চিত্র সম্পর্কিত বর্ণনার অনুরূপ প্রক্রিয়ার উপক্রম করিবে।



১৫শ বিনোদ



১৫শ (খ) বিনোদ

অসিধারীর প্রতিকার :—

প্রতিকার-হেতু অসিধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া "শির" প্রভৃতিতে আক্রমণের উপক্রম করিবে, এবং বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সবেগে আঘাত করিবে। যথা ষোড়শ চিত্রে :—



১৬শ বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রতি-প্রতিকার :—

বিনোদ প্রয়োগকারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসিধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া বাম হস্ত দ্বারা তাহার কফোণিতে সবেগে আঘাত করিবে, এবং যষ্টির পশ্চাৎ বিন্দুদ্বারা বক্ষের যে কোনও মর্ম্মে আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা সপ্তদশ চিত্রে :—

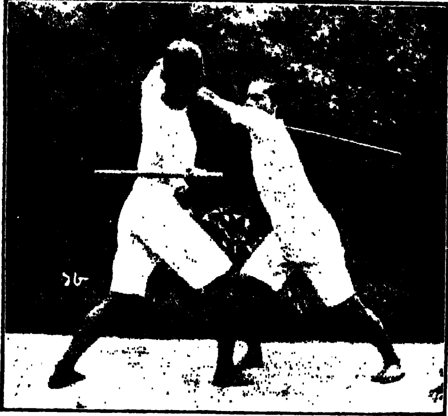


১৭শ বিনোদ

অসিধারীর পুনঃ-প্রতিকার :—

অসিধারীও তুরন্তে বামহস্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া, নিজ বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া, নিজ দক্ষিণ

হস্ত মুক্ত করিয়া, বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রতি "শির", "ষাণ্ডা" প্রভৃতি আঘাত প্রয়োগের উপক্রম করিবে, এবং বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর বামহস্তকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিবে। যথা অষ্টাদশ চিত্রে :—



১৮শ বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োকারীর পুনঃ-প্রতিকার :—

বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই অসিধারীর বাম হস্তের মণিবন্ধে যষ্টি দ্বারা সবেগে আঘাত করিয়া নিজ বাম হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে, এবং বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিবে। যথা ঊনবিংশ চিত্রে :—



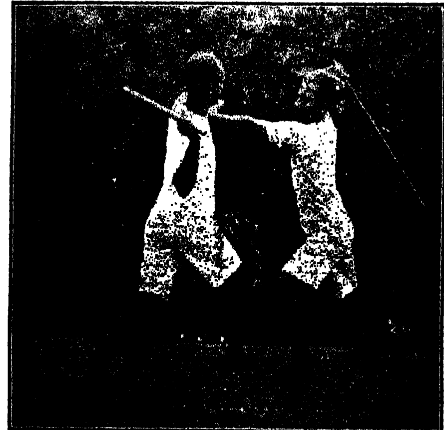
১৯শ (ক) বিনোদ



১৯শ (খ) বিনোদ

নিষ্কৃতি :—

অসিধারীও তুরন্তে বাম হস্ত অপসারিত করিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর যষ্টির আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর বাম হস্তে সবেগে আঘাত করিয়া দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং প্রতিপক্ষের মস্তকে প্রহারের উপক্রম করিবে; বিনোদ-প্রয়োগকারীও "তামেচায়" প্রহারের উপক্রম করিবে। যথা বিংশ চিত্রে :—



২০শ বিনোদ

তদবস্থায় অসিধারী ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ-সহযোগে দক্ষিণপার্শ্বে সরিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারী সম্মুখীন হইয়া পড়িবে ; নতুবা তাহার বামহস্ত অরক্ষিত থাকা-হেতু পুনরাক্রান্ত হইবে।

ষষ্ঠ পাঠ

"ষাণ্ডা", "বাহেরা", "মোড়া" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া যষ্টি দ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিতে হইবে (অথবা, ঈষৎ "অবনমন"-সহযোগে দক্ষিণ কফোণিতে আঘাত করিতে হইবে)। যথা একবিংশ চিত্রে :—



২১শ বিনোদ

অসিধারীর প্রতিকার :—

প্রতিকার-কল্পে অসিধারী তুরন্তে, (বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই) অর্দ্ধেক ঘুরিয়া পূর্ণমাত্রায় বামপদ সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া বাম হস্তে বিনোদ প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সবেগে আঘাত করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মস্তকে কিম্বা বাম পার্শ্বে অসিদ্বারা আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা দ্বাবিংশ চিত্রে :—

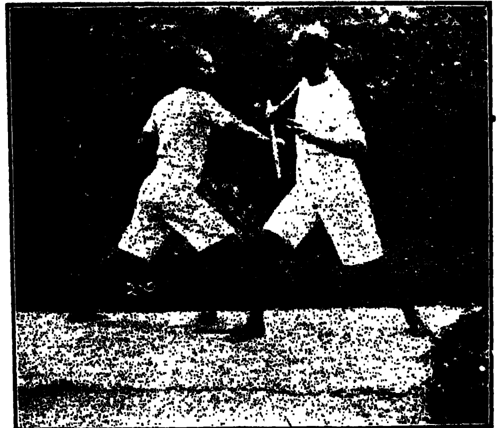


২২শ বিনোদ

প্রতি-প্রতিকার-কল্পে বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে একাদশ চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনার অনুরূপ প্রক্রিয়া করিবে।

সপ্তম পাঠ

"মোড়া" হইতে "কটীর" অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণপদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া যষ্টি নিম্নমুখ রাখিয়া তদ্দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিতে হইবে। যথা ত্রয়োবিংশ চিত্রে :—



২৩শ চিত্র

অসিধারীর প্রতিকার :—

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে

অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বাম পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোণিতে সবেগে আঘাত করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অসি দ্বারা তাহার মস্তকে কিম্বা বাম পার্শ্বে আঘাতের উপক্রম করিবে। যথা চতুর্ব্বিংশ চিত্রে ঃ—



২৪শ বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রতি-প্রতিকার ঃ—

প্রতিকার-কল্পে বিনোদ-প্রয়োগকারী তুরন্তে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ কফোণিতে (কনুইতে) সবেগে আঘাত করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যষ্টি দ্বারা কিম্বা যষ্টির পশ্চাৎ বিন্দু দ্বারা অসিধারীর অণ্ডকোষে কিম্বা বস্তিতে অথবা উদরস্থিত যে কোনও মর্ম্মে আঘাতের উপক্রম করিবে।

অব্যাহতির সূচনা-হেতু অসিধারীও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া দক্ষিণপদ সম্মুখে ও বামপদ পশ্চাতে বিক্ষেপ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ আক্রমণের উপক্রম করিবে। যথা পঞ্চবিংশ (ক) চিত্রে ঃ—



২৫শ (ক) বিনোদ

অবস্থাবিশেষে পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়া নিম্নাঙ্কিত পঞ্চবিংশ (খ) চিত্রের অনুরূপও হইতে পারে। যথা ঃ—



২৫শ (খ) বিনোদ

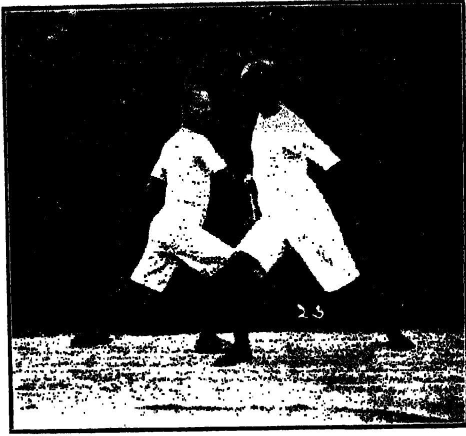
নিষ্কৃতি ঃ—

নিষ্কৃতি-হেতু অসিধারী পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়ার উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই তুরন্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে কিম্বা কফোণিতে (কনুইতে) সবেগে আঘাত করিয়া (অবস্থাবিশেষে দক্ষিণাবর্ত্তে কিম্বা বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পড়িবে।

অষ্টম পাঠ

"কটী" হইতে "চাপ্‌নি" অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলেও সপ্তম পাঠের বর্ণনানুরূপে অগ্রসর হইয়া অসিধারীর দক্ষিণ

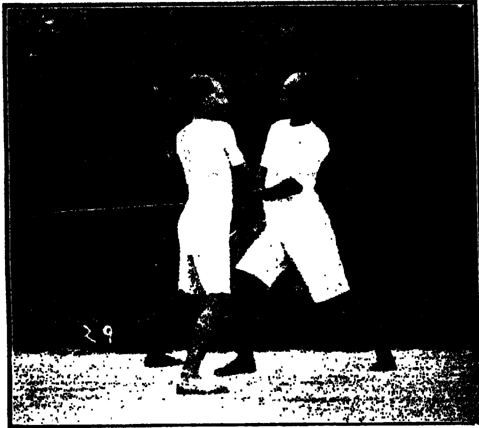
মণিবন্ধে যষ্টিদ্বারা সবেগে আঘাত করিতে হইবে। যথা ষড়বিংশ চিত্রে :—



২৬শ বিনোদ

অসিধারীর প্রতিকার :—

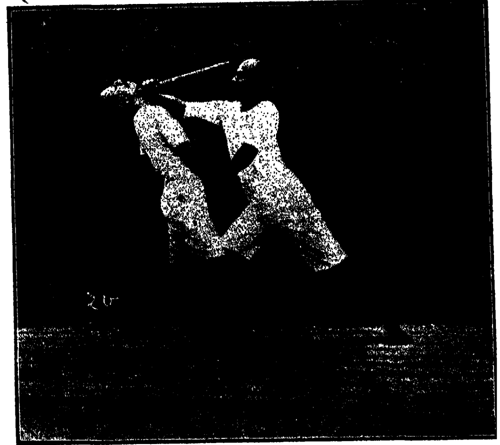
প্রতিকার-কল্পে অসিধারীও তুরন্তে দক্ষিণ পদ পশ্চাতে আনিয়া ও সঙ্গে-সঙ্গেই ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বাহু আক্রমণ করিয়া নিজ দক্ষিণ বাহু মুক্ত করিয়া লইবে। যথা সপ্তবিংশ চিত্রে :—



২৭শ বিনোদ

বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রতি-প্রতিকার :—

সম্ভবপর হইলে বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা প্রথমে অসিধারীর দক্ষিণ কফোনিতে (কনুইতে) ও পরে বাম মণিবন্ধে সবলে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা অসি-ধারীর দক্ষিণ হস্ত সবলে প্রতিরোধ করিয়া যষ্টির পশ্চাৎ বিন্দু দ্বারা অসিধারীর নিম্ন হনুর তলদেশে (চিবুকের পশ্চাতে, "জনর্দ্দনে") সবেগে আঘাত করিবে। যথা অষ্টবিংশ চিত্রে :—



২৮শ বিনোদ

অসিধারীর পুনঃ প্রতিকার :—

প্রতিকার হেতু বিনোদ প্রয়োগকারীর পূর্ব্ব বর্ণনানুরূপ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভের সঙ্গে-সঙ্গেই অসিধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্ত-পৃষ্ঠে সবেগে আঘাত করিয়া, বামপদ পশ্চাদ্দিকে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া অসিদ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীকে মস্তক প্রভৃতিতে আঘাত করিবার উপক্রম করিবে; যথা উনত্রিংশ চিত্রে :—



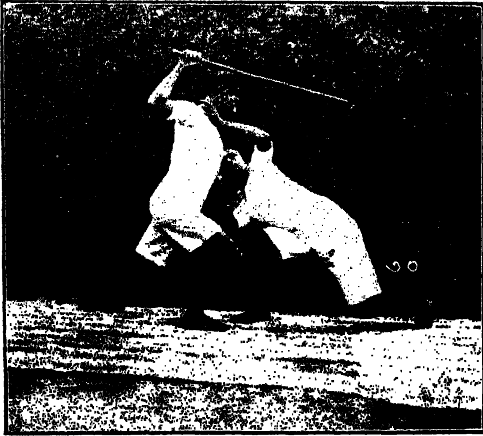
২৯শ বিনোদ

নিষ্কৃতি :—

নিষ্কৃতি-হেতু বিনোদ-প্রয়োগকারী নিজ বামহস্ত দ্বারা অসিধারীর বাম হস্তে সবেগে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে, এবং ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

নবম পাঠ

"আনী", "পঞ্জর", "অংসহুল" প্রভৃতির আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগকারী ঈষৎ অবনমন-সহ "দক্ষিণ বেতসী"তে "জানু-বিজানু" গতিসহ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া তুরন্তে বাম হস্তদ্বারা অসিধারীর গলদেশ আক্রমণ করিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই যষ্টির পশ্চাৎ বিন্দুদ্বারা, "স্তনমূল", "স্তনরোহিত" কিম্বা "হৃদয়"-মর্ম্মে আঘাত করিবে। যথা ত্রিংশ চিত্রে :—



৩০শ বিনোদ

প্রতিকার-হেতু অসিধারী তুরন্তে বামহস্ত দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগকারীর বাম মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে, এবং তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিবে।

নিষ্কৃতি-হেতু বিনোদ-প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া অসিধারীর সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

বেতসী=দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে ঈষৎ অবনত হইয়া শরীর দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, কিম্বা পশ্চাতে,—যে কোন দিকেই, বেতস লতার (বেত বৃক্ষের) ন্যায় হেলাইয়া যে অঙ্গ-চালনা, তাহারই নাম "বেতসী গতি"।

জানু-বিজানু=কোন জানুই ভূমি স্পর্শ করিবে না, অথচ উভয় বক্ষ (কুক্ষি) এবং উভয় জানুই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বক্র থাকিবে,—তদবস্থায় অঙ্গ চালনার নামই "জানু-বিজানু"।

"বিনোদ"-প্রয়োগ-হেতু যষ্টির পশ্চাৎ বিন্দু হইতে চারি অঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়াই হস্ততল দ্বারা যষ্টি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতে হয়।

"বিনোদের" কৌশল প্রয়োগ করিতে হইলেই প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতে হয়। এত অল্প দূরত্বে ক্ষুদ্র যষ্টির আঘাত যত কার্য্যকারী হয়, অসি কিম্বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-লাঠির আঘাত তত কার্য্যকারী হয় না; কারণ, তদবস্থায় অসি কিম্বা লাঠির চালনাতেও কিছু বাধা উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের দোলন-কেন্দ্রও প্রতিপক্ষের শরীরের বহির্দ্দেশে আসিয়া পড়ে, সেই হেতুই অধিকাংশ স্থলেই অসি-কৌশল অপেক্ষা "বিনোদ"-কৌশল সমধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ অসিধারিগণ অসিদ্বারাই "বিনোদের"-কৌশল প্রয়োগেও সুদক্ষ হইয়া থাকেন, এবং সংঘর্ষ-কালে কদাচ কোন বিষয়েই বিচলিত হন না।

যুযুৎসু

শুধু হস্তে প্রতিপক্ষের ও আততায়ীর সম্মুখীন হওয়ার, কিম্বা তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র সম্পন্ন হইলে,—তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়ার এবং তাহাদিগকে প্রতিহত করিবার বিভিন্ন কৌশলের সঙ্কেতক নামই "যুযুৎসু"।

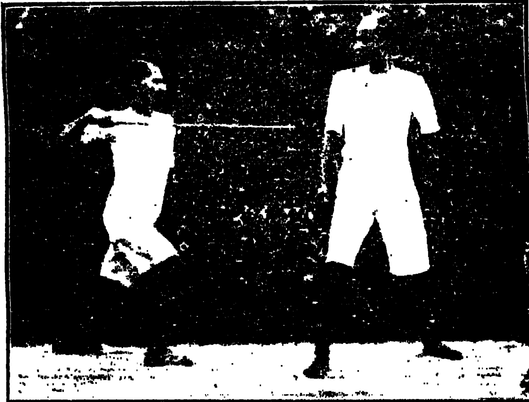
এই পদ্ধতির কৌশল-শিক্ষার প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীগণ তাহাদের আগ্রহাতিশয্য-হেতু সুযোগ পাইলেই কৌতূহলচ্ছলে ও শিক্ষিত কৌশল প্রয়োগ করিয়া কপট যুদ্ধ-কামনার ভাণ দেখাইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম "যুযুৎসু" হইয়াছে। "যুযুৎসু" অর্থ "যুদ্ধলিপ্সু"।

অসিসম্পর্কে "যুযুৎসুর" যে-যে কৌশল প্রয়োজ্য হইতে পারে, কেবলমাত্র তাহা হইতেই সহজ-সাধ্য পাঠ নিম্নে বর্ণিত হইল। প্রত্যক্ষ গুরু-উপদেশ, মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী-শক্তি-প্রভাবে শিক্ষার্থীগণ নিজ-নিজ উৎকর্ষ সাধন করিয়া লইবেন।

"ফুরৎ", "তুড়ৎ", "ঝুড়ৎ", অর্থাৎ মন, চক্ষু ও শরীর, এই তিনটির সমবেত ক্ষিপ্রকারিতা,—এবং "মুদ্", "স্থদ্" ও "যুদ্",—অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অঙ্গ-চালনার বিশুদ্ধতা ও স্থৈর্য্যের প্রভাবেই 'যুযুৎসু'র দক্ষতা-সম্পর্কে উৎকর্ষ জন্মিয়া থাকে। এবং "বিনোদ্"-সম্পর্কে সাধারণভাবে যে-যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, "যুযুৎসু"-সম্পর্কেও তাহা প্রায় সর্ব্বরূপেই প্রযোজ্য।

প্রথম পাঠ

"হুল"-প্রয়োগের উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বাম পদ সম্মুখে করিয়া,—অথবা তুরন্তে বামাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও ঈষৎ বামে অগ্রসর করাইয়া প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে লম্ফ প্রদানের উপক্রম করিবে। যথা প্রথম চিত্রে :—



১ম যুযুৎসু (ক)



১ম যুযুৎসু (খ)

এবং তদবস্থায়ই, প্রতিপক্ষ-কর্ত্তৃক "হুল"-প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গেই সতর্কতার সহিত অসির অগ্রবিন্দুর গতির লক্ষ্য হইতে শরীর বাম পার্শ্বে অপসৃত রাখিয়া চক্ষুর নিমিষে লম্ফ-প্রদানে "হুল"-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিতে হইবে। ধরিবার কালে নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সম্মুখে ও ঊর্দ্ধদিকে থাকিবে। যথা দ্বিতীয় চিত্রে :—



২য় যুযুৎসু (ক)



২য় যুযুৎসু (খ)

পুনঃ-পুনঃ অভ্যাস দ্বারাই এই কৌশলটির, তথা অন্যান্য কৌশলেরও বিশুদ্ধতা সাধন করিয়া লইতে হয়।

তৎপর "যুযুৎসু"-প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া "হুল"-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বাহুর সম্মুখ হইতে তাহার শরীর ও বাহুর মধ্য দিয়া নিজ বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া, নিজ বাম প্রকোষ্ঠের (অগ্রবাহুর) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকের অস্থি পার্শ্বোপরি "হুল" প্রয়োগকারীর দক্ষিণ কফোনি (কনুই) স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাহার মণিবন্ধ সবলে নিম্নের দিকে চাপিয়া ধরিবে। যথা তৃতীয় চিত্রে ঃ—



৩য় যুযুৎসু (ক)



৩য় যুযুৎসু (খ)

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এই কৌশল তুরন্তে প্রয়োগ করিতে পারিলে "হুল" প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে; এবং তদবস্থায় তাহার অসি কাড়িয়া লওয়া কিম্বা তাহাকে বন্দীভাবে চালনা করা সম্পূর্ণই সম্ভব হইবে।

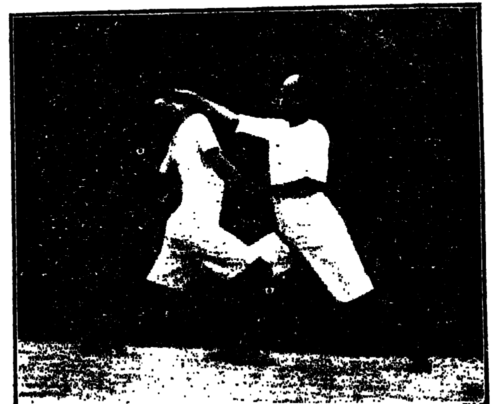
প্রথম চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনার প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া লম্ফ-প্রদানে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া পরে ২য় ও ৩য় চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার অনুসরণও সম্ভবপর হইতে পারে।

অসিধারীর প্রতিকার ও নিষ্কৃতি ঃ—

প্রতিকার-কল্পে "যুযুৎসু"-প্রয়োগকারীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অসিধারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া "হুলের" প্রয়োগ সংহরণ করিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবে,—কিম্বা যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তৎপূর্ব্বেই বাহু ধরিয়া ফেলিলে, তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা নিম্নে বর্ণিত "ব্যাঘ্র থাবা"-প্রয়োগে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর চক্ষু আক্রমণ করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে।

দ্বিতীয় পাঠ

"চিরের"-আক্রমণে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তুরন্তে দক্ষিণ পদ সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়া ঈষৎ লম্ফ-সহযোগে "চির"-প্রয়োগকারীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া ঐ হস্ত অবরোধ করিয়া রাখিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা "ব্যাঘ্র থাবার"-প্রয়োগে তাহার চক্ষু আক্রমণ করিবে। যথা চতুর্থ চিত্রে ঃ—



৪র্থ যুযুৎসু (ক)



৪র্থ যুযুৎসু (খ)

ব্যাঘ্রথাবা-প্রয়োগের প্রারম্ভে প্রথমতঃ মণিবন্ধ ভঙ্গভাবে ও অঙ্গুলীগুলির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখে থাকিবে, এবং বাহু উত্তোলিত করিয়া প্রয়োগের উপক্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই মণিবন্ধ হস্ত-পৃষ্ঠের দিকে বক্র হইতে থাকিবে, এবং সমগ্র কর-পল্লব ও অঙ্গুলীগুলি ক্রমে উর্দ্ধমুখ হইলে তীব্রগতিতে সমগ্র হস্ত অগ্রসর করিয়া তর্জ্জনী ও অনামিকাদ্বারা পরস্পরে আততায়ীর দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে সবেগে আঘাত করিতে হইবে; সঙ্গে-সঙ্গেই মধ্যমা ভ্রূ-মধ্যে, এবং হস্ততল নাসিকার অগ্রভাগে পতিত হইবে।

বাম হস্ত দ্বারা "ব্যাঘ্র থাবা"-প্রয়োগ-হেতু, পূর্ব্ব বর্ণনা-মধ্যে "বাম" স্থলে "দক্ষিণ" ও "দক্ষিণ" স্থলে "বাম" ধরিয়া লইলেই হইবে।

ব্যাঘ্রথাবার প্রতিকার-কল্পে নিজ করতলদ্বারা প্রয়োগকারীর "মণিবন্ধ পুরঃ"তে সবেগে আঘাত করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই ঈষৎ "অবনমন"-সহ অগ্রসর হইয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে; অথবা, সম্পূর্ণ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া পুনরায় প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ-সহ অগ্রসর হইতে হইবে।

"ব্যাঘ্রথাবা" দ্বারা আক্রান্ত হইলে কদাচ চক্ষু মুদ্রিত করিতে নাই, কিম্বা মুখ ফিরাইয়া সম্মুখ দৃষ্টি, সতর্কতা ও চিত্ত-স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে নাই। যতদূর সম্ভব তীব্রদৃষ্টিতে আক্রমণকারীর দৃষ্টি-প্রভাব বিহ্বল করিয়া দৃষ্টি-মধ্যদ্বারাই স্বকীয় মনের তেজসহ তাহার মন নিস্তেজ করিয়া দিতে হয়। তবে যাহার প্রভাব অধিক, তাহারই জয়লাভেরও সম্ভাবনা অধিক।

তৃতীয় পাঠ

"শির", "তামেচা" প্রভৃতির আক্রমণে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া অসিধারীর দক্ষিণ পদের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্তে অসিধারীর মুষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া ফেলিবে, এবং তাহার কফোণি (কনুই) ধরিবার উপক্রম করিবে। যথা পঞ্চম চিত্রে :—

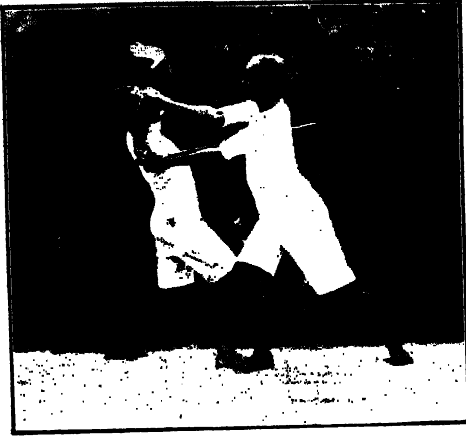


৫ম যুযুৎসু

তৎপর অপ্রতিহত গতিতে অঙ্গচালনা-সহ তুরন্তে দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে ও বাম হস্ত নিম্নের দিকে চালনা করিয়া অসিধারীর হস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে। যথা ষষ্ঠ চিত্রে :—

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এই কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলে অসিধারীর হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া পড়িবে, এবং সে নিজেও ভূমিতে পতিত হইবে।

প্রতিকার-কল্পে অসিধারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া মস্তক-পৃষ্ঠ আক্রমণ করিবে।



৬ষ্ঠ যুযুৎসু (ক)



৬ষ্ঠ যুযুৎসু (খ)

যুযুৎসু-প্রয়োগকারী অসিধারীর হস্ত ধরিয়া ফেলিলে অসিধারী তুরন্তে বাম হস্তে "ব্যাঘ্র থাবা" প্রয়োগ করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে।

চতুর্থ পাঠ

"ষাণ্ড্য," "বাহেরা" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর মুষ্টি-পৃষ্ঠে সবলে চাপিয়া ধরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া অসিধারীর দক্ষিণ প্রগণ্ডস্থ [স্কন্ধ হইতে কফোণি (কনুই) পর্য্যন্ত বাহুভাগস্থ] "উর্ব্বী"-মর্ম্মে দক্ষিণ হস্তের চারিটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা সবলে চাপিয়া ধরিতে হইবে। যথা সপ্তম চিত্রে :—



৭ম যুযুৎসু (ক)



৭ম যুযুৎসু (খ)

তৎপর তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া বামপদ সম্মুখে ও বামে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া অসিধারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া বাম হস্ত বাম গতিতে এবং দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ গতিতে সুকৌশলে সবলে চালনা করিলেই অসিধারীর হস্ত আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে, এবং সে ভূমিতে পতনোন্মুখ হইবে। তদবস্থায় উভয় হস্তে তাহার

দক্ষিণ মণিবন্ধ বামাবর্ত্তে সবলে মুচড়াইয়া অসি কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই সহজসাধ্য হইবে।

প্রতিকার-কল্পে প্রক্রিয়ার প্রথমাবস্থাতেই বাম হস্ত দ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইতে হইবে, এবং দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে।

বিলম্ব হইয়া পড়িলে "ব্যাঘ্র থাবার" প্রয়োগ দ্বারা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

পঞ্চম পাঠ

"মোড়া," "দে" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া উভয় হস্ত দ্বারা অসিধারীর মুষ্টি ধরিয়া ফেলিতে হইবে, যেন উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী অসিধারীর হস্ত-পৃষ্ঠে পতিত হয়; এবং বাম হস্ত অসিধারীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে ও দক্ষিণ হস্ত তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে থাকে; তৎপর প্রথমতঃ অসিধারীর মুষ্টিকে তাহার করতলের দিকে সবলে বক্র করিয়া তুরন্তে তাহার মণিবন্ধকে সবলে বামাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইয়া দিতে হইবে। যথা অষ্টম চিত্রে :—



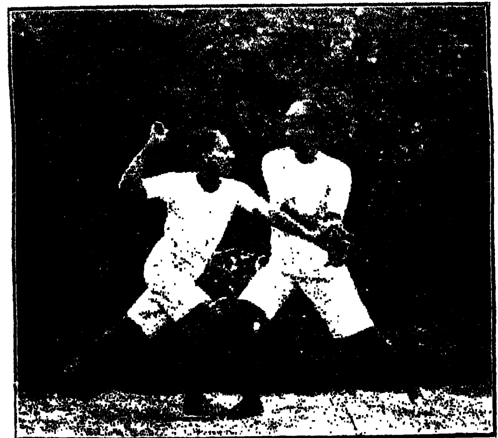
৮ম যুযুৎসু (ক)



৮ম যুযুৎসু (খ)

তৎপর অসিধারীর অসি কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই সহজ হইবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে অসিধারীর হস্ত সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, এবং সে নিজেও ভূমিতে পতনোন্মুখ হইবে।

প্রতিকার-হেতু অসিধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিবে, (প্রয়োজন হইলে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া পড়িবে), এবং লাঠি ঘুরাইয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে পুনরাক্রমণ করিবে। যথা নবম চিত্রে :—



৯ম যুযুৎসু

বিলম্ব হইয়া পড়িলে অসিধারী তুরন্তে "ব্যাঘ্র থাবার" প্রয়োগ করিবে।

অসিধারীর প্রতিকার ব্যর্থ করিতে হইলে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে তুরন্তে বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া হস্ত-চালনাদ্বারা অসিধারীর হস্ত-প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া পুনঃ-প্রতিকার-সহ অসিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

ষষ্ঠ পাঠ

"বাহেরা," "মোড়া" প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া অসিধারীর অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ করতল তাহার নিম্ন হনুতলে এবং বাম করতল তাহার মস্তক-শীর্ষে স্থাপন করিয়া অতি ক্ষিপ্রকারিতাসহ হস্ত-চালনায় অসিধারীর মস্তক বামাবর্ত্তে মুচড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া-কালে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর উভয় হস্তেরই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ অসিধারীর বাম দিক্ লক্ষ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যথা দশম চিত্রে :—



১০ম যুযুৎসু (ক)

এই প্রক্রিয়ার ফলে অসিধারীকে উত্তান (চিৎ)-ভাবে ভূতলশায়ী করা সম্ভবপর হয়।

প্রক্রিয়ার প্রারম্ভসহ সমগ্র দক্ষিণ উরুদেশ অসিধারীর উভয় উরুমধ্যে সম্যকরূপে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে, যথা ১০ম (ক) চিত্রে }, অসিধারীর তৎকালোচিত



১০ম যুযুৎসু (খ)

বিভিন্ন অঙ্গচেষ্টা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

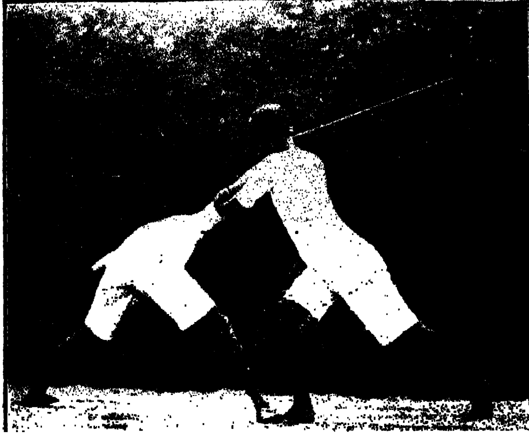
প্রতিকার হেতু অসিধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা "ব্যাঘ্র থাবার" প্রয়োগ করিবে ; অথবা, যুযুৎসু-প্রয়োগ-কারীর "মণিবন্ধ পুরঃ"তে সবেগে আঘাত করিয়া ঈষৎ "অবনমন"সহ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া তাহার "অণ্ডকোষ," "বস্তি" অথবা অন্য কোনও মর্ম্মে অসি-মুষ্টি দ্বারা সবেগে আঘাত করিবে।

প্রতি-প্রতিকার-হেতু যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে সম্পূর্ণ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

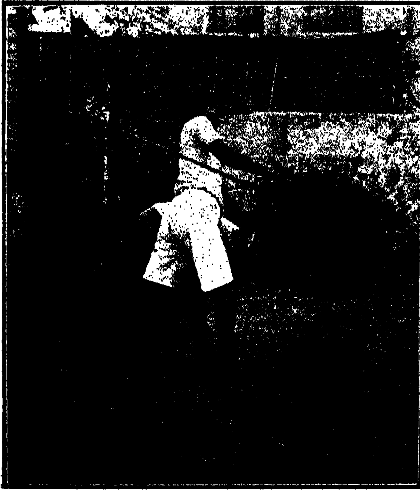
সপ্তম পাঠ

"কটী," "অঙ্ক্ দক্ষিণ" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে দক্ষিণপদ পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর করিয়া ক্ষিপ্রকারিতাসহ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অসিধারীর "মণিবন্ধ পুরঃ"তে ধরিতে হইবে এবং দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিবার উপক্রমসহ বামপদ সম্মুখে আনিতে-আনিতে বাম হস্ত দ্বারা অসি-ধারীর কফোণি-পৃষ্ঠে সবলে আঘাত করিতে হইবে ; এবং তৎসঙ্গেই হস্ত-চালনায় অসিধারীর মণিবন্ধ ঊর্দ্ধদিকে ও তাহার কফোণি নিম্নের দিকে সবলে চাপিয়া তাহাকে

বিহ্বল করিয়া ফেলিতে হইবে। যথা একাদশ চিত্রে :—



১১শ যুযুৎসু (ক)



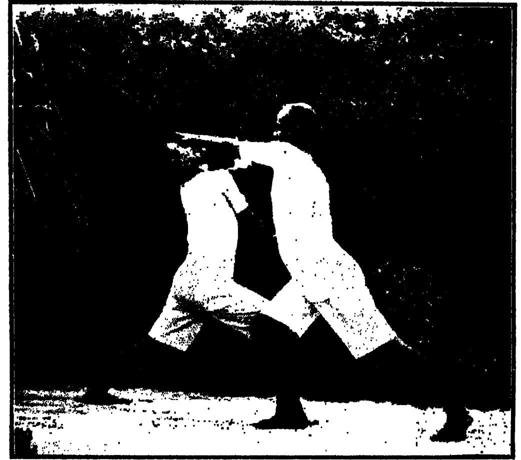
১১শ যুযুৎসু (খ)

তৎপর অষ্টম চিত্র-সম্পর্কিত বর্ণনানুরূপ প্রক্রিয়ায় অসি কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িবে।

প্রতিকারাদি ষষ্ঠপাঠের অনুরূপ। অথবা, ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিবার উপক্রমসহ তীব্র গতিতে অঙ্গ-চালনা-দ্বারা দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া ক্রমে উর্দ্ধ ও বাম দিক হইতে অসি-চালনা করিয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে।

অষ্টম পাঠ

"আসর দক্ষিণ," "চাপ্‌নি" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া, অসিধারীর অতিসন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাহার "মণিবন্ধ-পৃষ্ঠে" সবেগে আঘাত করিতে হইবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হস্তদ্বারা "ব্যাঘ্র থাবার" প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা দ্বাদশ চিত্রে :—



১২শ যুযুৎসু (ক)

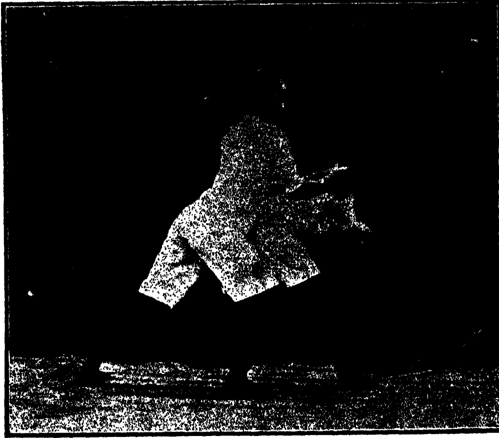


১২শ যুযুৎসু (খ)

প্রতিকার-হেতু অসিধারী তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর বাম মণিবন্ধে সবেগে আঘাত করিয়া লইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিবার উপক্রমসহ তীব্রবেগে নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া অসি চালনা করিয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিবে।

নবম পাঠ

"মন," "ভাণ্ডার" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে ও বামে অগ্রসর করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ ধরিতে হইবে; এবং বিদ্যুদ্বেগে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসিধারীর পশ্চাতে যাইয়া ও সঙ্গে-সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত তাহার পশ্চাতে লইয়া,—নিজ বাম হস্ত দ্বারা তাহার মণিবন্ধ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কফোনি (কনুই) ধরিয়া, তাহার প্রকোষ্ঠ (পুরোবাহু) সবলে উর্দ্ধদিকে বিপ্রকর্ষণ করিতে (ঠেলিয়া দিতে) হইবে। তুরন্তে এই কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলে অসিধারী অধোমুখে ভূপতিত হইবে। যথা ত্রয়োদশ চিত্রে ঃ—



১৩শ যুযুৎসু

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীকে তুরন্তে "অবনমন"সহ দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

দশম পাঠ

"সাকম উত্তর," "কড়ক" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ত্তে ঘুরিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণ মাত্রায় সম্মুখে ও বামে বিক্ষেপ করিয়া এবং সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অসিধারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ প্রতিরোধ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া অসিধারীর পশ্চাতে যাইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার গলদেশ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া প্রকোষ্ঠের (পুরোবাহুর) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের অস্থি-পার্শ্ব-দ্বারা তাহার কণ্ঠনালী সবলে চাপিয়া ধরিতে হইবে, এবং বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর বাম মণিবন্ধ কিম্বা বাম বাহু সবলে আকর্ষণ করিয়া (টানিয়া লইয়া) তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে ভূতলশায়ী করিবার উপক্রম করিতে হইবে। যথা চতুর্দ্দশ চিত্রে ঃ—



১৪শ যুযুৎসু (ক)



১৪শ যুযুৎসু (খ)

অথবা, পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়ানুরূপ পশ্চাতে যাইয়া বাম বাহুদ্বারা কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অসি-ধারীর অসি-মুষ্টি বামাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইয়া, তাহার অসি কাড়িয়া লইতে হইবে। যথা পঞ্চদশ চিত্রে ঃ—



১৫শ যুযুৎসু

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীও যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তুরন্তে ঈষৎ "অবনমন"সহ দক্ষিণা-বর্ত্তে ঘুরিয়া অসি-চালনা সহ যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম্মুখীন হইয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিবে।

একাদশ পাঠ

"আনী" প্রভৃতির আক্রমণে তুরন্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া বিদ্যুদ্বেগে "অবনমন"সহ "জানু-বিজানু"তে বসিয়া পড়িয়া দক্ষিণ ও বাম হস্ত দ্বারা পরস্পরে অসিধারীর বাম ও দক্ষিণ পদের গুল্‌ফ-সন্ধির সম্মুখ পার্শ্বে সবলে আঘাত করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মস্তক দ্বারা নিম্ন হইতে অণ্ডকোষে ও বস্তি-মর্ম্মে সবেগে আঘাত করিতে হইবে। যথা ষোড়শ চিত্রে ঃ—

অথবা, পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়ানুরূপ বসিয়া পড়িয়া তুরন্তে বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা পরস্পরে অসিধারীর দক্ষিণ ও বাম গুল্‌ফ-সন্ধিদ্বয়ের পশ্চাৎ-পার্শ্বে ধরিয়া সবলে সম্মুখে আকর্ষণ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ স্কন্ধদ্বারা



১৬শ যুযুৎসু (ক)



১৬শ যুযুৎসু (খ)

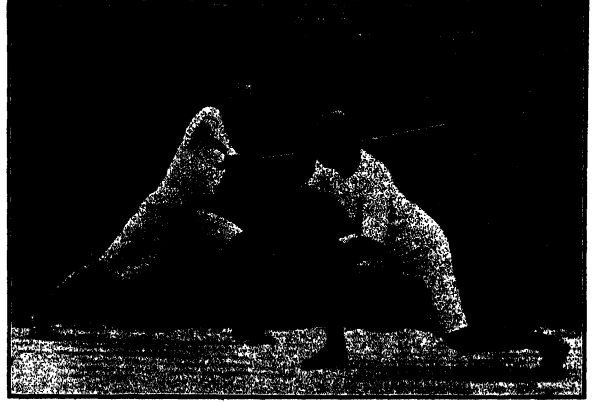
অসিধারীর দক্ষিণ জানু-সন্ধিতে সবেগে আঘাত করিতে হইবে। যথা সপ্তদশ চিত্রে ঃ—

শেষোক্ত প্রক্রিয়া বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে পারিলে অসিধারী উত্তান-ভাবে (চিৎ হইয়া) ভূপতিত হইবে।

প্রতিকার-কল্পে অসিধারীকে সমক্ষিপ্রকারিতাসহ তুরন্তে লম্ফ-সহযোগে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া সঙ্গে-



১৭শ যুযুৎস্থ



১৮শ যুযুৎস্থ

সঙ্গেই অসি চালনাদ্বারা যুযুৎস্থ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিতে হইবে। যথা অষ্টাদশ চিত্রে :—

প্রতি-প্রতিকার-কল্পে যুযুৎস্থ-প্রয়োগকারীকেও তুরন্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্দ্ধেক ঘুরিয়া পূর্ণ বিক্রমে অসিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে।

"বিনোদ" ও "যুযুৎস্থর" সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা-মধ্যেই দক্ষিণ হস্তের প্রাধান্য-কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে; বামহস্তের প্রাধান্য-কালে ঐ সমস্ত বর্ণনা-মধ্যে "দক্ষিণ" স্থলে "বাম" ও "বাম" স্থলে "দক্ষিণ" ধরিয়া লইলেই হইবে।

যাহারা অসি-চালনায় সুদক্ষ,তাহাদের প্রতি "বিনোদ" কিম্বা "যুযুৎস্থ"র কৌশল প্রয়োগ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়; কিন্তু যাহারা অসি-কৌশলের সঙ্গে "বিনোদ" ও "যুযুৎস্থ"র কৌশলেও সুদক্ষ, তাহারা অসি-যুদ্ধ-কালে সুযোগমতে "বিনোদ" ও "যুযুৎস্থর" কৌশল-প্রয়োগেও সমর্থ হন বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণতঃ তাহাদেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাই "পদচালনা," "বিনোদ" এবং "যুযুৎস্থ"র দক্ষতা অর্জ্জন-সহযোগেই অসি-শিক্ষার পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্ষত-প্রতিকার

অসি-শিক্ষাকালে প্রায়ই সামান্য-সামান্য আঘাত সহ্য করিতে হয়; সময়ে-সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে, এবং মস্তকাস্থির উপরিস্থিত চর্ম্মও ছিন্ন হইয়া যায়। ঘটনা স্থলে প্রায়ই উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য-লাভ সম্ভবপর হয় না বলিয়া ঐ সমস্তের প্রতিকার-হেতু কতিপয় সহজ-সাধ্য উপায়ও লিপিবদ্ধ হইল।

যথা :—

১। বেগুন-পাতা মর্দ্দন করিয়া ঐ বিশুদ্ধ রস ক্ষত-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অবশিষ্ট মর্দ্দিত পদার্থগুলি ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া বেগুন-পাতা দ্বারাই তাহা আবৃত করিয়া পরে বস্তি-বন্ধন (bandage) করিয়া দিতে হয়।

আহত স্থান হইতে রক্ত নির্গত না হইয়া যদি ঐ স্থান লাল বর্ণ কিম্বা কৃষ্ণাভ লাল বর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ বস্তি-বন্ধনে উপকার দর্শে।

২। মিষ্টি-কুমড়ার পাতা ও লতা, গেন্দাফুলের পাতা, বিশল্যকরণীর পাতা, কলার মোচা, কলার থোড় প্রভৃতির রস এবং অবশিষ্ট মর্দ্দিত পদার্থ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়।

৩। দূর্ব্বা ও চাউল একত্রে, কিম্বা শুধু দূর্ব্বা পেষণ করিয়া (অসুবিধা হইলে চর্ব্বন করিয়া) নির্গত রস ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট পিষ্ট কিম্বা চর্ব্বিত পদার্থসহ ক্ষতোপরি বস্তি-বন্ধন করিয়া দিলেও সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়।

৪। হরিদ্রা পিষিয়া কিঞ্চিৎ চূণের সহিত মিলাইয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া বস্তি-বন্ধন করিয়া দিলেও উপকার দর্শে।

অবশ্য রক্তবাহী কোন বিশেষ শিরা কিম্বা ধমণী ছিন্ন হইলে কিম্বা কোন মর্ম্মস্থল আহত হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়-সকলে বিশেষ ফল পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

৫। চক্ষু আহত হইলে তাড়াতাড়ি উষ্ণ মোহনভোগ-সহ চক্ষুতে বস্তি-বন্ধন করিয়া দিতে হয়; কিম্বা উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়।

৬। আঘাত-প্রাপ্তি-হেতু কোনও সন্ধিস্থল বেদনা-যুক্ত হইলে কিঞ্চিৎ লবন সংযুক্ত করিয়া সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতে হয়।

৭। আহত ব্যক্তিকে তাহার তৃপ্তি-অনুরূপ উষ্ণ মোহনভোগ সেবন করাইতে হয়।

সমাপ্ত

নাম-নির্ঘণ্ট।

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১। অংসহুল উত্তর।	ইয়কৃমা।		স্কন্ধদেশের এক নাম "অংস"। "অংস" মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় বলিয়া এই আঘাতের নাম "অংসহুল"।	৩৮
২। অংসহুল দক্ষিণ।	উল্টা ইয়কৃমা।			৫৪
৩। অগ্র, অগ্রাংশ	পোস্ত্, (সম্মুখ)।			৩৩
৪। অঙ্ক্; অঙ্ক্ দক্ষিণ।	আঙ্গ্।	বক্ষণ।	এই আঘাতে অসি দ্বারা "বক্ষণ" (কুঁচকি) ছিন্ন হইয়া যায় বলিয়া ইহার নাম "বক্ষণের" অপভ্রংশে "অঙ্ক্" হইয়াছে।	
৫। অঙ্ক্ উত্তর।	উল্টা আঙ্গ্।			৩৪
৬। অঙ্গুষ্ঠোপরি	ইরাকি দর্।			
৭। অধর; অধর উত্তর; উত্তরাধর।	উল্টালব্।		এই আঘাতে অধর কর্ত্তিত হয় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে।	৫৫
৮। অধর দক্ষিণ; দক্ষিণাধর।	লব্।			৫৩
৯। অধস্তল।	উল্টাপাগ্।		পাদতল-দেশে এই আঘাত প্রযুক্ত হয় বলিয়া, এবং আঘাতের বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত, বাম হইতে দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে যে আঘাত প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম "অধস্তল" এবং দক্ষিণ হইতে বাম দিক অভিমুখে যে আঘাত প্রযুক্ত হয় তাহার নাম "পাদতল" হইয়াছে।	৪৪, ৪৫
১০। অনুমোক্ষণ	ওয়াবন্দেশ		বন্ধনের পশ্চাৎ (অসি) মুক্ত করিয়া লওয়া অর্থে "অনুমোক্ষণ"।	

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১১। অন্তর; অন্তর দক্ষিণ	অন্তর		"অন্তর" অর্থ "মধ্যবর্ত্তী স্থান"; মস্তক ও গ্রীবার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই আঘাত প্রযুক্ত হয় বলিয়া, এবং এই আঘাতের প্রয়োগে গ্রীবা হইতে মস্তক অন্তরিত অর্থাৎ পৃথক্ কৃত হয় বলিয়া, ইহার নাম "অন্তর" হইয়াছে।	৩২
১২। অন্তর উত্তর; অন্তর বাম।	উল্টা অন্তর।			
১৩। অবনমন।	কাওয়াক, (নিম্নের দিকে)।		আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ হেতু নিম্নের দিকে উর্দ্ধাঙ্গের চালনা বুঝাইতে "অবনমন"।	
১৪। অবশেষ।	জের্।			
১৫। অভিবাদন।	সেলামী।			
১৬। অভিযান স্থিতি।	ঠাট্ট; ঠাট্ট কিল্লাবন্দী; ঠাট কেল্লাবন্দী।		আক্রমণ হেতু গমনোন্মুখ (প্রস্তুত) হইয়া অবস্থান,—এইরূপ অভিপ্রায় হইতেই "অভিযান স্থিতি" নাম হইয়াছে।	
১৭। অর্দ্ধপাদ।	উল্টা পোস্‌ৎ পা; উল্টা প্রপাদ।		পাদের (পদপল্লবের) প্রায় অর্দ্ধাংশ এই আঘাতে ছিন্ন হয় বলিয়া, এবং আঘাতের বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত, বাম হইতে দক্ষিণ দিকের আঘাতের নাম "অর্দ্ধপাদ" এবং দক্ষিণ হইতে বাম দিকের আঘাতের নাম "প্রপাদ" হইয়াছে।	৪১
১৮। অসম ঘাত; (বিষম ঘাত)।	মিলবাট		১৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৯। অসি।	তরাল; তরোয়াল; তলোয়ার।		অসির বিভিন্ন নাম যথা:—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাশদ, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মমাল, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, ঋষ্টি, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, করবাল, তরবার, তরবারি, তরবাল, ইত্যাদি।	
২০। আক্রমণ।	মা'র্, মাইর্।		সাধারণতঃ প্রথম প্রহার বুঝাইতে "আক্রমণ" শব্দ ব্যবহৃত হয়।	

২১। আচক্র বা।	চড়কা বা, চরকা বা।		আচক্র = প্রায় যেন চক্র (চক্রগতির প্রয়োগ) পর্য্যন্ত। বা — উপমা, অথবা সান্নিধ্য (সাদৃশ্য) প্রকাশার্থে।	
২২। আঘাত করা. (প্রহার করা)।	মারা			
২৩। আনী; (উত্তর আনী)।	আনি; (অত্রি আনী)।	অনি; অনী	"অনী" অর্থ শূল, অথবা সূচী, শলাকা প্রভৃতির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। এই আঘাতে অসির অগ্রবিন্দু বাম বক্ষোমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়; সেই হেতুই ইহার "আনী" নাম হইয়াছে।	৩০,৩১
২৪। আলীঢ়।	নেসাস্তা; (বসিয়া অর্থে)।		দক্ষিণ জঙ্ঘা সম্মুখে ভূমির উপরে লম্ব-রেখার সমসূত্রে এবং বাম জঙ্ঘা পশ্চাতে ভূমিতে বিন্যস্ত করিয়া উপবেশন।	৫০
২৫। আসর্; আসর্ দক্ষিণ।		আসর; আসুর;	"আসর" অর্থ রাক্ষস; "রাক্ষস" এবং "অসুর" গণ উরুদেশে অতি দক্ষতার সহিত আক্রমণ করিত, এইরূপ প্রবাদ হইতেই এই আঘাতের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।	২৮
২৬। আসর উত্তর।				
২৭। ইত্যাদি	ওয়াসয়রা।			
২৮। উগ্রা; উগ্রা উত্তর।	যিগর		এই আঘাতের ফল উগ্ররূপে অনুভূত হয়, এইরূপ কল্পনা হইতেই ইহার নাম "উগ্রা" হইয়াছে। স্তনচুচুক হইতে পার্শ্বের দিকে দুই অঙ্গুলী দূরে ও দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এই আঘাতের স্থান।	
২৯। উগ্রা দক্ষিণ	উল্টা যিগর			
৩০। উত্তর (বাম অর্থে);	চপ।		"উত্তর" অর্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী ক্রিয়া কিম্বা বিষয়; তাই সাধারণতঃ "দক্ষিণের" প্রাধান্য কল্পিত হয় বলিয়া, "বাম" পশ্চাদ্বর্ত্তী অর্থাৎ "উত্তর" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।	
৩০ (ক)। উত্তর	জবাব।		পশ্চাদ্বর্ত্তী ক্রিয়া, প্রতিবাক্য কিম্বা প্রতি-কার অর্থে ও "উত্তর" শব্দ ব্যবহৃত হয়।	
৩১। উত্তর একাঙ্গ স্থিতি ৩২। উত্তর গোমুখ স্থিতি ৩৩। উত্তর দ্ব্যঙ্গ স্থিতি ৩৪। উত্তর পাক্ষিক্ স্থিতি ৩৫। উত্তর রাবাস্তিক্ স্থিতি ৩৬। উত্তর স্থিতি			বাম পদ অগ্রে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে স্থাপন করিয়া কোনও বিশেষ স্থিতির অনুরূপে দাঁড়াইলে উহাই নামাত্মক "উত্তর স্থিতি"।	

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
৩৭। *উত্তর আনী; আনী।	আত্র আনি; আনি।	অণি; অণী।	অনী অর্থ শূল, অথবা সূচী, শলাকা প্রভৃতির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
৩৮। উদর।	সিকম্।		এই আঘাতের প্রয়োগ উদরোপরি হয় বলিয়া ইহার নাম "উদর" হইয়াছে।	৫২
৩৯। উপরি; উপরে।	বর্; দর্।			
৪০। উভয়ে (একত্রে)	হরদো।			
৪১। ঊর্দ্ধ ত্রাস			অসির অগ্রবিন্দু ঊর্দ্ধমুখ করিয়া "ত্রাসে" আঘাত করিয়া "হুল" "আনী" প্রভৃতির প্রতিকার হেতু যে প্রক্রিয়া, তাহার নাম "ঊর্দ্ধত্রাস"।	
৪২। ঊর্দ্ধবুক্ক	উল্টা সিকম্।	বুক্ক; বক্ষস্।	বক্ষঃ-অস্থির নিম্নপার্শ্বের মধ্যবিন্দু যেস্থলে উদরের ঊর্দ্ধাংশসহ মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম "বুক্ক"; "বুক্ক" অর্থাৎ উদর ও বক্ষের সংযোগস্থল হইতে ঊর্দ্ধদিক অভিমুখে এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার নাম "ঊর্দ্ধবুক্ক"।	
৪৩। একাঙ্গ			এস্থলে "এক" অর্থ "প্রথম" এবং "অঙ্গ" অর্থ "অবয়ব", "আকৃতি"; তাই বিভিন্ন "স্থিতির" প্রথম "আকৃতি" বুঝাইতে "একাঙ্গ" নাম হইয়াছে।	৯
৪৪। এবং (সহিতে)	বাও।			
৪৫। কক্ষ; কক্ষ উত্তর।	কাঁখ; ফাঁক।		কক্ষপুট মধ্যে (বগলে) এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া, ইহার নাম "কক্ষ" হইয়াছে; আবার, "কক্ষই", বক্ষপার্শ্ব এবং	৩২
৪৬। কক্ষ দক্ষিণ।	উল্টা ফাঁক		বাহুর মধ্যস্থ ভঙ্গ বলিয়া, "ভঙ্গ" হইতে সংক্ষেপে "ভাঁগ" ও অপভ্রংশে 'ফাঁক" হইয়াছে।	৩৫

৪৭। কটি; কটী।	কোমর; কমর্।		এই আঘাতে দক্ষিণ কটীপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র কটীদেশ কর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহার নাম "কটী" হইয়াছে।	১৯
৪৮। কটি ঘাত; কটী ঘাত।	কোমর্ কাট; কমর্ কাট।		পূর্ব্ববর্ণিত (৪৭ সংখ্যা) আঘাত হইতে এই আঘাতের ভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত ইহার নাম "কটীঘাত" হইয়াছে। দক্ষিণ কটীপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ুমূল অভিমুখে এই আঘাতের গতি।	৩২
৪৯। কড়ক্		ক্রোড় গুল্ফ।	গুল্ফের সন্নিকটে ভিন্ন ভিন্ন আঘাতের বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত এক এক আঘাতের এক এক নাম হইয়াছে। দক্ষিণ পদের গুল্ফের বামপার্শ্ব উভয় পদের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া, এবং এই আঘাতের প্রয়োগ সেই স্থানেই হয় বলিয়া, ইহার "ক্রোড়-গুল্ফ" ও অপভ্রংশে "কড়ক" হইয়াছে।	২৪
৫০। কণ্ঠা উত্তর।	উল্টা কণ্ঠা	কণ্ঠ।	কণ্ঠদেশের সম্মুখস্থ ঘুন্টিকাতে (গুটিকাবৎ উচ্চ অংশে) এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার নাম "কণ্ঠা" হইয়াছে।	৩৯
৫১। কণ্ঠা; কণ্ঠা দক্ষিণ।	কণ্ঠা			
৫২। কর্ত্তন।	কাটা, কাট্না, খণ্ডন।		প্রতিপক্ষের কোন "আঘাত" কিম্বা "কৌশল" ব্যর্থ করা অর্থে অনেক সময় "কর্ত্তন", "খণ্ডন" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।	
৫৩। কল্প; কল্প উত্তর।	কলপ।		এ স্থলে "কল্প" অর্থ "প্রলয়"; এই আঘাতের প্রয়োগে প্রাণ-স্পন্দনে (হৃদ্-স্পন্দনে) প্রলয় আনয়ন করে, এইরূপ কল্পনা হইতেই এই আঘাতের নাম "কল্প" হইয়াছে। স্তন চুচুক হইতে পার্শ্বের দিকে দুই অঙ্গুলি দূরে ও দুই অঙ্গুলি নিম্নে এই আঘাতের স্থান।	
৫৪। কল্প দক্ষিণ।	উল্টা কলপ্।			

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়দি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
৫৫। কূচ।	কুচ।	কূর্চ্চ।	এই আঘাতে গুল্‌ফস্থ "কূর্চ্চ মর্ম্ম" আহত হয় বলিয়া ইহার নাম "কূর্চ্চ" হইতে অপভ্রংশে "কূচ" হইয়াছে।	৩৭
৫৬। কূর্চ্চাধঃ।	ধুনিয়া কড়ক।		এই আঘাতে গুল্‌ফস্থ "কূর্চ্চমর্ম্মের" অধোভাগ আহত হয় বলিয়া ইহার নাম কূর্চ্চাধঃ হইয়াছে। (সন্নিকটস্থ বিভিন্ন আঘাতের বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে।)	
৫৭। ক্ষিপ্রা; (ঠোক্)			৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
৫৮। খণ্ডন, (কর্ত্তন)			৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	৫০
৫৯। খেলা	খেইল্; খেল্‌না।	খেলা; ক্রীড়া।	"খেল্" ধাতু+অ (ভাবে অঙ্)+আপ।	
৬০। গল আনী।	আনি দের্ (দর) গুলু (গলু)।		মস্তক ও গলদেশের সন্ধিস্থলে, সম্মুখস্থ বিন্দু মধ্যে "আনীর" ন্যায় এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার নাম "গল-আনী" হইয়াছে।	৫৪
৬১। গল বিন্দু; (জত্রু মধ্য)	পহেলু।		পূর্ব্বের (৬০ সংখ্যা) আঘাত হইতে এই আঘাতের ভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত, এবং গলদেশের সম্মুখস্থ সর্ব্ব নিম্ন বিন্দুমধ্যে এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া, এই ভিন্ন নাম হইয়াছে। আবার, স্কন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থিদ্বয়ের নাম "জত্রু"; ঐ অস্থিদ্বয়ের মধ্য-পথে এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার অপর নাম "জত্রুমধ্য" হইয়াছে।	
৬২। গহ্বর;	গোগার।		পর্ব্বতাদির সঙ্কীর্ণ গহ্বর মধ্যে পতিত হইলে যেরূপ বহুকষ্টে উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, বহু আততায়ী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেও	

			প্রায় তদনুরূপই সম্ভাবনা থাকে বলিয়া, সাদৃশ্য কল্পনায় এই পর্য্যায়ের নাম "গহ্বর" হইয়াছে	
৬৩। গুড়দিশ।	গরদেশ		এস্থলে বেষ্টন অর্থে ("গুণ্ঠ" =) "গুণ্ড" হইতে "গুড়" ; এবং "দিক্" অর্থে "দিশ"। এই গতিতে অসি করমুষ্টির সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া আইসে বলিয়া ইহার নাম "গুড়দিশ" হইয়াছে।	৫,
৬৪। গুরুবন্ধন।	গিরাবন্দী ; গিরা কর্‌দা।		এই প্রক্রিয়ায় প্রতিপক্ষের অসিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় বলিয়া, ইহার এই নাম অবলম্বিত হইয়াছে।	
৬৫। গুল্‌ফাধঃ।	ধুনিয়া পালট্।		গুল্‌ফের দক্ষিণ পার্শ্বের অধোভাগে এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার নাম "গুল্‌ফাধঃ" হইয়াছে।	২৯
৬৬। গোমুখ।			মুখ-ব্যাদানাবস্থায় গো-মুখের ঊর্দ্ধ-হনু ও অধোহনুর সঙ্গে,—এই "স্থিতি" কালে পাদ-দ্বয়ের অবস্থিতির কাল্পনিক সাদৃশ্য হেতু, এই "স্থিতির" নাম "গোমুখ" হইয়াছে।	
৬৭। গ্রীবাণ।		গ্রীবা-বাম।	গ্রীবামূলের বামপার্শ্ব হইতে এই আঘাতের প্রয়োগারম্ভ হয় বলিয়া, ইহার নাম "গ্রীবাবাম" হইতে অপভ্রংশে "গ্রীবাণ" হইয়াছে।	২৩
৬৮। ঘাটিকা উত্তর। ৬৯। ঘাটিকা ; ঘাটিকা দক্ষিণ।	উল্টা হাল্‌কুম্ ; হালকুম চপ। হালকুম্।		গ্রীবার পশ্চাৎপার্শ্ব অর্থে "ঘাট" ; ঘাট + স্বার্থে ইক্ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ = ঘাটিকা।	
৭০। ঘাত।	ঘাই ; ঘা।	ঘাত ; আঘাত।	প্রহার অর্থে "ঘাত"।	
৭১। ঘুরাইয়া।	গর্‌দিদা।			
৭২। চক্রিকা। চক্রিকা উত্তর। ৭৩। চক্রিকা দক্ষিণ।	সাকিকা।		এই আঘাতে মস্তকাংশ কর্ত্তিত হইলে, ঐ কর্ত্তিত বিভাগ স্থলের আকৃতি আংশিক চক্রাকৃতি হয় বলিয়া, ইহার নাম "চক্রিকা" হইয়াছে। চক্র + স্বার্থে ইক্ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ = চক্রিকা। একদিকের মস্তক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বের কর্ণমূল অভিমুখে এই আঘাতের গতি,	৫২ ৫৪

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
৭৪। চক্ষু।	চসম্।			
৭৫। চতুর্ম্মুখী।	চৌমুখী		দুই লাঠি ও দুই শৃঙ্গ, এই চারিটি একসঙ্গেই প্রযুক্ত হয় বলিয়া, এই পর্য্যায়ের নাম "চতুর্ম্মুখী" হইয়াছে।	
৭৬। চতুষ্কা।	ছাপকা।	চতুষ্ক।	এই আঘাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অপর চারিটি অঙ্গুলী আহত হয় বলিয়া ইহার নাম "চতুষ্কা" হইয়াছে! চতুর্—কৈ ধাতু+ড প্রত্যয়।	৩৯
৭৭। চাকি।		চক্রশীর্ষ; চক্র।	পুরাকালে অসিযোদ্ধাগণ, এবং অপরাপর অনেকেও বামকর্ণের উর্দ্ধাংশে "চক্র" নামক একপ্রকার অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিত; সেই চক্রের শীর্ষ লক্ষ্য করিয়া এই আঘাতের প্রয়োগ হইত বলিয়া, ইহার নাম "চক্র" হইতে অপভ্রংশে "চাকি" হইয়াছে।	২৯
৭৮। চাপ্নি।		উপজানু।	জানুর পার্শ্বদেশ হইতে এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার নাম "উপজানু" হইয়াছে; আবার জানু-পার্শ্বের ভঙ্গের সঙ্গে "চাপের" (ধনুকের) কাল্পনিক সাদৃশ্য হেতু, "চাপধারী" অর্থে "চাপিন্" হইতে অপভ্রংশে "চাপনি" নাম হইয়াছে।	২৯
৭৯। চীর্; চির্; চিড়্।	চির্।	চীর্ণ (চৄধাতু হইতে); ছিন্ন (ছিদ্ ধাতু হইতে)।	বিদারণ অর্থে "চৄ" ধাতু হইতে "চীর্" হইয়াছে; এবং "ছিদ্" ধাতু হইতে অপভ্রংশে "চির্" হইয়াছে; আবার, কাষ্ঠাদি বিদারণে "চিড়্, চিড়্" শব্দ হইতে বিদারণ অর্থে "চিড়্" হইয়াছে। এই আঘাতের প্রয়োগে অসি-পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পায়ুমূল হইতে উর্দ্ধদিক দেহকে বিদারণ করিতে হয়।	২২

৮০। চোট্।		চুট ; চোটঃ।	ছেদন অর্থে "চুট্" ধাতু হইতে (চুট+ভাবে অল্=চোটঃ) অপভ্রংশে "চোট্" হইয়াছে। আবার প্রেরণ (প্রবিষ্টকরণ) অর্থে নিজন্ত চুদ্ ধাতু (চোদি) হইতেও অপভ্রংশে "চোট হইয়াছে।	
৮১। ছিদ্র।			কোনরূপ দোষ কিম্বা ত্রুটী বুঝাইতে "ছিদ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।	
৮২। জঙ্ঘা।			এই আঘাতের প্রয়োগ জঙ্ঘা দেশে হয় বলিয়াই ইহার নাম "জঙ্ঘা" হইয়াছে।	৩০
৮৩। জড়বেশ।	জার্ব্ব।		কফোণি (কনুই) হইতে যে সমস্ত আঘাতের উৎপত্তি হয়, তাহাদের ফলে অসি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইতে অতি শীঘ্রই অসির বেগ জড় (নিস্তেজ) হইয়া পড়ে বলিয়া ঐ সমস্ত আঘাত "জড়বেশ" নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রবেশ অর্থে "বিশ" ধাতু। জড়—বিশ ধাতু+অন্=জড়বেশ। ৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
৮৪। জত্রু মধ্য ; (গলবিন্দু)।				
৮৫। জনার্দ্দন ; (হনুতল)।	জনকদান।		লোক-পীড়ক অর্থে "জনার্দ্দন" অধোহনুর তলদেশে এই আখাতের প্রয়োগ হয় ইহার অপর নাম "হনুতল"।	
৭৬। জানু বিজানু।	কাওয়াক্, কব্-বঙ্ক।		জানুদ্বয়ের বিভিন্ন ভঙ্গী বুঝাইতে "জানু-বিজানু"। ঈষৎ অর্থে "কুক" শব্দ স্থানে "কব" হয় ; বক্রভাব অর্থে "বঙ্ক"। কব+বঙ্ক=কববঙ্ক অপভ্রংশে "কাওয়াক্"।	৮৩
৮৭। ঝুড়ৎ।	জুরৎ।	ঝটিতি ; (ঝটপট) ঝটিত।	সংঘাত (শীঘ্র) অর্থে "ঝট" ঝট (শীঘ্র) +ইত (যুক্তার্থে)—ঝটিত। এক সঙ্গে ও অপ্রতিহত গতিতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্ম্মতৎপরতা বুঝাইতে "ঝটিত" ; এবং ক্রমিক অপভ্রংশে "ঝটিৎ"	

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
			হইতে "ঝুড়ং" হইয়াছে। অধিকন্তু, "ফুরং" ও "তুড়ং" সহযোগে নামোচ্চরণ করিতে উচ্চারণ-লাঘব হেতু ও "ঝুড়ং" শব্দ গৃহীত হইয়াছে।	
৮৮। ঠোক্; (ক্ষিপ্রা)।		ঠুক্ (শব্দমূলক)	শুষ্ক ও কঠিন বস্তুতে সামান্য আঘাত লাগিয়া যে "ঠুক" শব্দ হয়, তাহা হইতেই "ঠোক্" নাম কল্পিত হইয়াছে। এই আঘাতের প্রয়োগে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন অসিমুষ্টির উপরে আঘাতকারীর অসির আঘাত পতিত হওয়ায়, সামান্য "ঠুক্" শব্দ শ্রুত হয় বলিয়াই ইহার নাম "ঠোক্" হইয়াছে। আবার এই আঘাতে "ক্ষিপ্র-মর্ম্ম"আহত হয় বলিয়াই ইহার এক নাম "ক্ষিপ্রা"ও হইয়াছে।	৩৯
৮৯। ঢাল।		ফলক।	অসি কিম্বা লাঠি প্রভৃতির আঘাতের প্রতিরোধ হেতু চর্ম্ম, লৌহ কিম্বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পট্টবিশেষ। ললাটের অস্থির নাম "ফলক" তাহার সঙ্গে কাল্পনিক সাদৃশ্য থাকা হেতু, "ফলক"ই চলিত ভাষায় "ঢাল" হইয়াছে; অথবা "ঢালু" (ক্রমনিম্ন) শব্দ হইতে "ঢাল" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।	১১
৯০। তামেচা।			কর্ণ (এ স্থলে বাম কর্ণ) ব্যাপিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে মানব হত-চৈতন্য-প্রায় হইয়া অন্ধকার দেখিতে থাকে,—শব্দের অপভ্রংশে "তামেচা" হইয়াছে। তামিস্র= অন্ধকারময় নরক।	১৯

৯১। তুড়ৎ।		তড়িত্বৎ।	তড়িত্বৎ = তড়িত সম্পর্কিত তড়িতযুক্ত। বিশুদ্ধ দৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া তড়িত বেগে সম্পন্ন হয় বলিয়া, বিশুদ্ধ ও প্রখর দৃষ্টি বেগ বুঝাইতে "তড়িত্বৎ" শব্দ হইতে অপভ্রংশে "তুড়ৎ" নাম গৃহীত হইয়াছে।
৯২। তুরন্ত।	মান্।	তূর্ণ (= শীঘ্র); তূর্ণি (= অতি ত্বরা)	যে কাল আরম্ভ হইতে না হইতেই অতি ত্বরায় (তুরম্) শেষ (অন্ত) হইয়া যায়,— অর্থাৎ নিমেষকাল মাত্র বুঝাইতে "তুরন্ত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
৯৩। ত্রাস।	তরাস।		অসির যে সমস্ত গতি সবেগে স্কন্ধ দেশের সন্ধি হইতে আরব্ধ হয় তাহাদের "আকৃতি" দর্শনে সাধারণ লোকে ত্রাসান্বিত হয় বলিয়া অসির ঐ সমস্ত গতির নাম "ত্রাস" হইয়াছে।
৯৪। ত্রিত্রাস।			"গুড়দিশ" ও "জড়বেশ" এর সহযোগে "ত্রাস" গতি ত্রিগুণিত হয় বলিয়া, "ত্রাস" "জড়বেশ" ও গুড়দিশের" সংমিশ্রণে অসির যে গতি হয় তাহার নাম "ত্রিত্রাস" হইয়াছে।
৯৫। ত্রিধারা।	তেহারা।		"ছুরী শিক্ষাত্রয়" ঘাত পর্য্যায়ের ষোড়শ পাঠ মধ্যে এক যোগে তিনটি "ধারার"—এ স্থলে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের আঘাতের—প্রয়োগ হয় বলিয়া "ত্রিধারা" বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "ধারা" অর্থ "পদ্ধতি", "প্রকার" ইত্যাদি।
৯৬। ত্রিহর; ত্রিহরা।	তেহর; তেওয়র।		এই আঘাতে দক্ষিণ কর্ণাভ্যন্তর, দক্ষিণ চক্ষু এবং নাসিকা,—এই তিনটিকে হরণ করে (ছেদন করিয়া ফেলে) বলিয়া, ইহার নাম "ত্রিহর" হইয়াছে।
৯৭। দক্ষিণ।	রাস্ৎ।		

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
৯৮। দক্ষিণ আনী।	দক্ষিণ আনি।	অনী দক্ষিণ।	অনী অর্থে শূল, অথবা সূচী শলাকা প্রভৃতির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। অনী হইতে "আনী" হইয়াছে,—এবং এই আঘাতের প্রয়োগ দক্ষিণ বক্ষে হয় বলিয়া, ইহার নাম "দক্ষিণ আনি" হইয়াছে।	৩০
৯৯। দক্ষিণ চক্ষু।	চসম্; চসম রাস্ৎ।			
১০০। দক্ষিণ দিকে।	এ রাস্ৎ।			
১০১। দিক্ দিয়া।	বতরফ্।			
১০২। দে।		দেবঘাত।	"মনুঘাতের" প্রয়োগ বাম-বক্ষ-পার্শ্বে হয়; তাই এই আঘাতের প্রয়োগ তদ্বিপরীত দক্ষিণ-বক্ষ-পার্শ্বে হয় বলিয়া 'মনুঘাত" শব্দের তুলনায়, বিপরীত ভাব জ্ঞাপক "দেবাঘাত"শব্দ কল্পিত হইয়াছে। "দেবঘাত" শব্দই সংক্ষেপে "দে" হইয়াছে।	৩৩
১০৩। দ্বিগড়। (মর্ম্ম জানু)	দিগড়।	দ্বিগর্ত্ত।	এই আঘাতে জানু সন্ধির অভ্যন্তরস্থ অস্থি-সংযোগের দুইটি গর্ত্তাকৃতি অস্থিমুখ ছিন্ন হয় বলিয়া, ইহার নাম "দ্বিগর্ত্তের" অপভ্রংশে "দ্বিগড়" হইয়াছে। আবার ইহাতে "জানুমর্ম্ম" আহত হয় বলিয়া, ইহার অপর নাম "মর্ম্মজানু হইয়াছে।	৩১
১০৪। দ্বিসম্ভব।	দোহরি (স্ত্রীলিঙ্গে); দোহরা (পুংলিঙ্গে)।		শৃঙ্গ এবং অসি এই উভয় একত্রে মিলিত করিয়া আঘাত প্রয়োগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন হেতু, ঐ সমস্ত আঘাতের বিশেষণরূপে "দ্বিসম্ভব" শব্দ ব্যবহৃত হয়।	
১০৫। দ্ব্যঙ্গ্।	দোয়াঙ্গ্।		এ স্থলে "দ্বি" অর্থ "দ্বিতীয়", এবং"অঙ্গ" অর্থ "অবয়ব" "আকৃতি", তাই বিভিন্ন "স্থিতির" দ্বিতীয় "আকৃতি" বুঝাইতে "দ্ব্যঙ্গ্" নাম অবলম্বিত হইয়াছে।	

১০৬। ধাঁধা।	নেশান দাদা ; নিশান ধাঁধা ; ধোঁকা ; ধাপ্পা ; ধন্ধ ;	দ্বিধা ; দ্বন্দ ; অন্ধকার।	এই প্রক্রিয়ায় দুই (কিম্বা বহু) অনিশ্চিত ও সন্দেহজনক ধারণা জন্মায় বলিয়া "দ্বিধা" ও "দ্বন্দ্ব" শব্দের অপভ্রংশে ইহার ধাঁধা নাম হইয়াছে। আবার, এই প্রক্রিয়ায় সাময়িক ভাবে হতবুদ্ধিতা আনয়ন করে বলিয়া, রূপক ভাবে "হতবুদ্ধি" অর্থে "অন্ধকার" শব্দের অপভ্রংশে "আঁধার" শব্দ হইতে ইহার নাম "ধাঁধা" হইয়াছে।	৫১
১০৭। ধাতু।			রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সাতটি স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যগণের দেহকে ধারণ করে, এ কারণেই এই কয়টির নাম ধাতু ' বায়ু, পিত্ত, ও কফ এই তিনটিকেও পণ্ডিতগণ ধাতু বলিয়াছেন, যে হেতু ইহারাও শরীরকে ধারণ করে।	
১০৮। নিদিধ্যাসন।			অভিনিবেশ পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে কোন বিষয়ের চিন্তা ও নিরন্তর ধ্যান।	
১০৯। নিম্নে ; (নীচের দিকে)।	ধুনিয়া।			
১১০। নির্ঘাত।	ছুট।		নিঃশঙ্ক মনে, নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ভাবে এবং নিশ্চিত ও অমোঘ আঘাত প্রয়োগ অর্থে "নির্ঘাত"।	১৪,৫৭
১১১। নেত্রহুল উত্তর।	আনি বর্ চসম্ চপ।		চক্ষু মধ্যে "হুল" অথবা "আনী" বৎ আঘাত,	৫৩
১১২। নেত্রহুল দক্ষিণ।	আনি বর্ চসম্ ; রাস্‌ৎ।			৫১
১১৩। পঞ্জর উত্তর।	হঞ্জুর।		এই আঘাতে অসি অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া যায়,—তাই ইহার নাম "পঞ্জর" হইয়াছে।	৩৭
১১৪। পঞ্জর দক্ষিণ।	উল্টা হঞ্জুর।			
১১৫। -পদ চালনা।	পাদতাড়ি; পায়তারা ; পায় তারি ; পাইতারি ; পাইচারি।		বিশিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া পদবিক্ষেপ অর্থে "পদচালনা" নাম হইয়াছে। আবার, আঘাত ও পীড়ন অর্থে "তড়" ধাতু হইতে "তাড়ি" অর্থ "বারম্বার আঘাত";	

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
			পদচালনা কালে পদ ও পাদ দ্বারা ভূমিকে বারম্বার আঘাত ও পীড়ন (তাড়ন করিতে হয়,—এই ভাব হইতেই "পাদতাড়ি" নাম অবলম্বিত হইয়াছে। আবার,—পাদবিক্ষেপের ধারা অর্থাৎ রীতি বুঝাইতে "পাদধারা" হইতে অপভ্রংশে "পায়তারা" নাম হইয়াছে।	
১১৬। পাক্ষিক।	পাখরী।		এই "স্থিতিতে" বামপদ বিক্ষেপ সহ অতি দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, এরূপ কল্পিত হইয়াছে—"যেন পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে"—তাই এই স্থিতির নাম "পাক্ষিক" (=পক্ষী সম্পর্কিত) হইয়াছে।	
১১৭। পদ (পাদ)।	পরিদা; পর্হিদা।			
১১৮। পাঠ।			"পঠ" ধাতু কর্ম্মবাচ্যে "ঘঞ", =পাঠ, যাহা নিয়ম পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হইবে।	
১১৯। পাদতল।	পাগ।		পদতল দেশে এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া, এবং বিভিন্ন আঘাতের বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত, দক্ষিণ হইতে বাম দিক্ অভিমুখে যে আঘাত প্রযুক্ত হয় তাহার নাম "পাদতল" এবং বাম হইতে দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে যে আঘাতের প্রয়োগ হয়, তাহার নাম "অধস্তল" হইয়াছে।	৪৪
১২০। পার্শ্ব।	আজ্জের।			

১২১। পালট ; (বহিঃ গুল্‌ফ)।		প্লুত।	"প্লুত" অর্থ "লম্ফ"। এই আঘাতের ফলে আহত ব্যক্তিকে এক পায়ে লাফাইয়া চলিতে হয়,—এরূপ কল্পনা হইতেই এই আঘাতের নাম "প্লুত" হইতে অপভ্রংশে "পালট্" হইয়াছে।	২২
১২২। পিণ্ডি।		পিণ্ডি, পিণ্ডী।	এই আঘাতে জানুর নিম্নস্থ পিণ্ডীকৃত মাংস-পেশী-ময় স্থান কর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহার নাম "পিণ্ডি" হইয়াছে।	৩১
১২৩। পুরঃ।	পোস্‌ৎ।	পুরস্‌।	কিন্তু "মণিবন্ধ পুরঃ" কোন কোন স্থলে বিকৃতরূপে "হাতকাটি পোশ্‌" এবং 'মণিবন্ধপৃষ্ঠ' হাত কঠি পোস্‌ৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।	
১২৪। পৃষ্ঠ উত্তর।			এই আঘাত পৃষ্ঠোপরি পতিত হয় বলিয়া, ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে।	৩৪
১২৫। পৃষ্ঠ দক্ষিণ।				৩৩
১২৬। পেচ্‌।	কীলি।		"কৌশলে বন্ধন" অর্থে "পৃচ্‌" ধাতু হইতে উৎপন্ন "পর্চ্চ" শব্দের অপভ্রংশে "পেচ্‌", "পেঁচ্‌" প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—এবং "পরস্পর খণ্ডন" অর্থে "কূট কৌশল" বুঝাইতে "পিশ্‌" ধাতু হইতে উৎপন্ন "পেশ" শব্দের অপভ্রংশে ও "পেচ" শব্দ হইয়াছে। আবার "বন্ধন" অর্থে "কীল" ধাতু হইতে "কীলি" শব্দ হইয়াছে। "কৌশলে বন্ধন" এবং "কূট কৌশল", এই উভয় অর্থেই "পেচ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।	
১২৭। প্রকার ভেদ।	তস্‌রি ; রকম।			
১২৮। প্রতিকার ; প্রতিরোধ।	রোখা ; ঠেকান ; আট্‌কান ; কর্ত্তন ; কাট্‌না ; কাটা ; খণ্ডন।		প্রতিপক্ষের আঘাত খণ্ডন অর্থে "রক্ষণ" শব্দের অপভ্রংশে "রোখা" হইয়াছে।	

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১২৯। প্রত্যাক্রমণ।	জবাব ; উত্তর।		আক্রমণের উত্তরে যে আক্রমণ,—তাহাই প্রত্যাক্রমণ। ভাষান্তরে "উত্তরের" প্রতিশব্দই "জবাব"।	
১৩০। প্রত্যারম্ভ।	এয়াদা, বিপরীতারম্ভ।		ক্রীড়ারত ব্যক্তিদ্বয় মধ্যে একব্যক্তি প্রথম আঘাত করিয়া কোন একটি "পাঠক্রম" আরম্ভ করিলে পর, "পাঠটি" শেষ হইলেই, অপর ব্যক্তি প্রথম আঘাত করিয়া সেই "পাঠক্রমটির"ই পুনরাম্ভ বুঝাইতে "প্রত্যারম্ভ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।	
১৩১। প্রপাদ।	পোস্‌ৎপা।		পাদদেশের (পদপল্লবের) অগ্রভাগ (প্রায় অর্দ্ধাংশ) এই আঘাতে ছিন্ন হয় বলিয়া, এবং আঘাতের বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত, দক্ষিণ হইতে বাম দিকের আঘাতের নাম "প্রপাদ", এবং বাম হইতে দক্ষিণ দিকের আঘাতের নাম "অর্দ্ধপাদ" হইয়াছে।	৩৮
১৩২। প্রয়োগ।	মারা, মার।		নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করণ অর্থে "প্রয়োগ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।	
১৩৩। প্রহার করা ; (আঘাত করা)।	মারা।			
১৩৪। ফুরৎ।		স্ফূর্ত্তি ; স্ফুরৎ।	যাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং মনের ক্ষিপ্রকারিতা (দ্রুত মানসিক বিচার শক্তি) সতত বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের কদাচ কোন বিষয়ে বিচলিত হওয়ার কারণ না থাকা হেতুই, তাহাদের স্ফূর্ত্তি ও সততই স্থির ভাবে বিদ্যমান থাকে ;—এইরূপ কল্পনা হইতেই মনের ক্ষিপ্রকারিতা বুঝাইতে "স্ফুরৎ" এর অপভ্রংশে "ফুরৎ" শব্দ বর্ণনা মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।	

১৩৫। বসিয়া।	নেসন্তা।		স্ফুরৎ (স্ফুর্+শতৃ) =স্ফুর্ত্তিযুক্ত, শোভামান।	
১৩৬। বহিঃগুল্ফ; (পালর্ট)			১২১ সখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৩৭। বস্তি উত্তর। ১৩৮। বস্তি দক্ষিণ। ১৩৯। বস্তি মধ্য।	গুর্দ্দাচপ। গুর্দ্দা রাস্ৎ। গুর্দ্দা পেশ।		"বস্তিমর্ম্মে" এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া, ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। আবার এই আঘাত "বস্তি" হইতে আরম্ভ করিয়া "পায়ূমূল" অভিমুখে প্রযুক্ত হয় বলিয়া, "পায়ূ" অর্থে "গুদ্" শব্দের অপভ্রংশে ইহার নাম "গুর্দ্দা" হইয়াছে।	
১৪০। বাড়ি।		বারী।	"বারণ" (দমন) অর্থে, নিজন্ত "বৃ" ধাতু ণিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন "বারিন্" শব্দের একবচনে "বারী" শব্দের অপভ্রংশে "বাড়ি শব্দ হইয়াছে।	
১৪১। বাম; (উত্তর)।	চপ্।		৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৪২। বায়ু।			যে শক্তি দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এবং যাহা দ্বারা দেহোৎপাদক সামগ্রী সমূহ বিভাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন আকারে যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয় তাহাই "বায়ু"।	
১৪৩। বাহেরা।		বধির।	কর্ণে (এ স্থলে দক্ষিণ কর্ণে) গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে ও বধির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া, এই আঘাতের নাম "বধির" শব্দ হইতে অপভ্রংশে "বাহেরা" হইয়াছে।	২০
১৪৪। বিনোদ্।	বিনোট্।		এই পর্য্যায়ান্তর্গত কৌশল প্রয়োগের ফলে, দর্শকগণের (তথা প্রয়োগকারীরও) যথেষ্ট চিত্ত বিনোদন হয়,—এরূপ কল্পনা হইতেই "বিনোদ্" নাম গৃহীত হইয়াছে; অপভ্রংশে "বিনোট"।	৭২

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১৪৫। বিষম ঘাত ; (অসম ঘাত)।	মিল্‌বাট।		এই পর্য্যায়ে অসম (বিষম) ভাবে আঘাতের প্রয়োগ ও প্রতিকার করিতে হয় বলিয়া, ইহায় নাম "বিষমঘাত" ও ""অসম ঘাত হইয়াছে। আবার, এই পর্য্যায়ে আঘাত সমাবেশের বিভিন্ন আঘাতগুলি, ক্রীড়াকালে শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বণ্টন করিয়া মিলিত হয় বলিয়া, ইহার অপর এক নাম "মিলবাট" হইয়াছে।	১৪
১৪৬। বুক্ক মধ্য।	মাঝানি।	বুক্ক ; বক্ষস্।	বক্ষাস্থির নিম্ন পার্শ্বের মধ্য বিন্দু যথায় উদরের উর্দ্ধ পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম "বুক্ক"। এএ আঘাতের প্রয়োগ ঐস্থলে (বুক্ক মধ্যে) হয় বলিয়া ইহার নাম "বুক্ক মধ্য" হইয়াছে।	
১৪৭। বেতসী।	কাওয়াক্ ; (পার্শ্বের দিকে)।		বেতসলতা (বেতগাছ) যেরূপ মূলে স্থির থাকিয়া, উর্দ্ধাংশের বিভিন্ন গতি দ্বারা বায়ু-বেগের কোপ হইতে অব্যাহতি পায়,—তদনুরূপে, পাদ-স্থিতি স্থির রাখিয়া শরীরের উর্দ্ধাংশের সঞ্চালন দ্বারা আক্রমণবেগ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ভাব হইতেই "বেতসী" নাম অবলম্বিত হইয়াছে।	৮৩
১৪৮। ব্যাঘ্র থাবা।		ব্যাঘ্র স্থাপ্।	"স্থাপ" অর্থ "করতলাঘাত"। এই আঘাতে করতলও নখাগ্রসমূহ সমভাবে প্রযুক্ত হয় বলিয়া, ব্যাঘ্রের করতলাঘাতের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া, এই আঘাতের এই নাম (ব্যাঘ্রথাবা) অবলম্বিত হইয়াছে। "স্থাপ" শব্দের অপভ্রংশে "থাবা"।	৮৬

১৪৯। ভদ্রকান্তি।	কেল্লাবন্দী ; কিল্লাবন্দী।		এই কান্তিতে (পদ্ধতিতে, ভঙ্গীতে) অসি ধারণ করিলে, সর্ব্বদিকেই শুভ সম্ভাবনা থাকে, এরূপ কল্পনা হইতেই, এই পদ্ধতিতে অসি ধারণ করার নাম"ভদ্রকান্তি" হইয়াছে। "ভদ্র" অর্থ "শুভ" "মঙ্গলজনক" ; এবং "কান্তি" অর্থ আকৃতিগত শোভা"।	
১৫০। ভর্জ্জা।		ভ্রষ্ট।	দক্ষিণ বাহু বিনষ্ট হইলেই সাধারণতঃ লাঠি ও অসি সম্পর্কে ভ্রষ্ট (অধঃপতিত) হইতে হয়, এরূপ কল্পনা হইতেই এই আঘাতের নাম "ভ্রষ্ট" হইতে অপভ্রংশে "ভর্জ্জা" হইয়াছে। আবার, বাম বাহুতে অনুরূপ আঘাতের নাম "ভুজ" হওয়াতে, ভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্তও এই আঘাতের নাম "ভর্জ্জা" করা হইয়াছে।	৩৬
১৫১। ভাণ্ডার।			"ভাণ্ড" অর্থ "পাত্র, আধার",—এ স্থলে "অসিকোষ"। যথায় "ভাণ্ড" রক্ষিত হয় তাহাই "ভাণ্ডার" ; তাই, অসিকোষ বাম-কটী পার্শ্বে রক্ষিত হয় বলিয়া,তথায় আঘাতের নামও "ভাণ্ডার" হইয়াছে।	২২
১৫২। ভাণ্ডার ঘাত।	ভাণ্ডার কাট্।		পূর্ব্ব বর্ণিত (১৫১ সংখ্যা) আঘাত হবতে এই আঘাতের ভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত ইহার নাম "ভাণ্ডার ঘাত" হইয়াছে। এই আঘাত বাম কটী পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ুমূল অভিমুখে প্রযুক্ত হয়, এবং পূর্ব্বের আঘাত (১৫১ সংখ্যা) বাম কটী পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কটীপার্শ্ব অভিমুখে প্রযুক্ত হয়।	৩৩
১৫৩। ভুজ।			"ভুজ" অর্থ "বাহু"। বিভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত, দক্ষিণ বাহুতে আঘাতের নাম "ভর্জ্জা" এবং বাম বাহুতে আঘাতের নাম "ভুজ" হইয়াছে।	২৭

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১৫৪। ভ্রূকুটী উত্তর।	ভিৰ্কুট্।		"ভ্রূ" এবং "ভ্রূমধ্য" ব্যাপিয়া এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার এই নাম অবলম্বিত হইয়াছে।	৩৬
১৫৫। ভ্রূকুটী দক্ষিণ।				৩৫
১৫৬। মণিবন্ধ অধঃ।	হাতকাটি জের্।		মণিবন্ধের বিভিন্ন পার্শ্বের নাম অনুসারে তৎ তৎ স্থানীয় আঘাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে।	৪৯
১৫৭। মণিবন্ধ উর্দ্ধ; (মণিবন্ধ পূর্ব্ব)।	হাতকাটি বালা।			৫২
				৩৯
১৫৮। মণিবন্ধ পুরঃ।	হাতকাটি পেশ।			
১৫৯। মণিবন্ধ পৃষ্ঠ।	হাতকাটি পোস্‌ৎ।			
১৬০। মধ্যে।	দর্; দের্, বর্।			
১৬১। মন্।		মনুঘাত।	মানবের প্রাণস্পন্দন বাম বক্ষাভ্যন্তরেই হয় বলিয়া, এবং অসির এই আঘাতে বাম বক্ষাভ্যন্তর কর্ত্তিত হয় বলিয়া, ইহার "মনুঘাত" নাম কল্পিত হইয়াছে; সমগ্র মানবজাতি বুঝাইতেই "মনু" শব্দ। "মনুঘাতই" সংক্ষেপে "মন্" হইয়াছে!	২৮
১৬২। মর্ম্মজানু; (দ্বিগড়)।			১০৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৬৩। মর্ম্মস্থল।			শরীরের যে সমস্ত স্থান সামান্য রূপে আহত হইলেও শরীরে গুরুতর যাতনা উৎপন্ন হয়,—এমন কি মৃত্যু, কিম্বা অঙ্গ বৈকল্যও ঘটিতে পারে, তাহাই মারাত্মকত্ব হেতু "মর্ম্ম" নামে অভিহিত হয়।	৬০
১৬৪। মারা।			কোনও নির্দ্দিষ্ট আঘাত প্রয়োগ করা অর্থে "মারা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ("মৃ" ধাতু নিচ = মারিধাতুজ)।	
১৬৫। মিশ্রঘাত।			এই পর্য্যায় মধ্যে ঘাত, শ্যামঘাত, বিষমঘাত, চতুর্ম্মুখী, প্রভৃতি বিভিন্ন পর্য্যায়ের সংমিশ্রণ আছে বলিয়াই ইহার নাম "মিশ্রঘাত হইয়াছে।	১৪,৪৬

১৬৬। মুগুা উত্তর ; (মোড়া উত্তর)।			১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৬৭। মুগুা ; মুগুা দক্ষিণ ; মোড়া ; মোড়া দক্ষিণ।			১৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	১৭
১৬৮। মুদ্।			"হর্ষ" ও "প্রীতি" অর্থে "মুদ্" ও "মুদা"। প্রকৃতি মানসিক-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের হর্ষ ও প্রীতির ভাব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া, "মানসিক বলের" সাঙ্কেতিক নাম "মুদ্" পরিকল্পিত হইয়াছে।	
১৬৯। মোড়া উত্তর ; (মুগুা উত্তর)।	উন্টামোড়া।	কক্ষমুণ্ড।	স্কন্ধ-সন্ধির উর্দ্ধাংশের নাম "কক্ষমুণ্ড"; এই আঘাতের প্রয়োগ "কক্ষমুণ্ডে" হয় বলিয়া, ইহার নাম "কক্ষমুণ্ড" হইতে সংক্ষেপে "মুণ্ড" ও "মুণ্ডা" এবং অপভ্রংশে "মুণ্ডা" হইতে "মোড়" ও "মোড়া" হইয়াছে।	২৭
১৭০। মোড়া ; মোড়া দক্ষিণ ; (মুগুা) (মুগুা দক্ষিণ)	মোড়া।			
১৭১। যবেগা উত্তর।	উন্টা যবেগা।	যাবৎ গ্রীবা।	"সমগ্র" অর্থে "যাবৎ"; সমগ্র গ্রীবা-পার্শ্ব (গ্রীবা ও স্কন্ধের সন্ধি হইতে উর্দ্ধদিকে চারি অঙ্গুলী স্থান পর্য্যন্ত) এই আঘাতের স্থান বলিয়া, ইহার নাম "যাবৎগ্রীবা" হইতে অপভ্রংশে ও সংক্ষেপে "যবেগা" হইয়াছে।	৩৬
১৭২। যবেগা ; যবেগা দক্ষিণ।	যবেগা ; (জবেগা)			৩৫
১৭৩। যুদ্।	জুদ্।	যোধ।	"যুদ্ধকারী" অর্থে "যোধ"; অন্যান্য শক্তির প্রয়োজন থাকিলেও লোকবল-সমষ্টি-ভূত শারীরিক বল না থাকিলে প্রকৃত "যুদ্ধকারী" হওয়া অসম্ভব, এরূপ কল্পনা হইতেই শারীরিক বলও শক্তির সাঙ্কেতিক নাম "যোধ" হইতে অপভ্রংশে "যুদ্" ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।	

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
			[ব্যক্তিগত ভাবেও শারীরিক বল একেবারে না থাকিলে মানব কোনরূপ জীবন-যুদ্ধেই প্রকৃত জয়লাভ করিতে পারেনা, কিম্বা কৃতকার্য্যও হইতে পারে না। তবে কোন কোন স্থলে ধনীগণ অর্থ সাহায্যে অপরের শক্তি ও শারীরিক বল ক্রয় করিয়া সাময়িক ভাবে কথঞ্চিৎ লাভবান হইতে পারেন বটে।]	
১৭৪। যুযুৎসু।	যু; যুযু।		এই পদ্ধতির কৌশল শিক্ষার প্রথম ভাগে শিক্ষার্থিগণের আগ্রহাতিশয্য হেতু, সুযোগ পাইলেই কৌতূহল স্থলেও, শিক্ষিত কৌশল প্রয়োগ করিয়া কপট যুদ্ধকামনার ভাব দেখাইবার প্রবৃত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম, সনন্ত "যুধ" ধাতু হইতে "যুযুৎসু" কল্পিত হইয়াছে।	৮৫
১৭৫। রাবান্তিক।	রাউটী।		এ স্থলে "রাব" অর্থ "যুদ্ধ কোলাহল, এবং সান্নিধ্য অর্থে "অন্তিক"; যুদ্ধ কোলাহল মধ্যে এই "স্থিতি" প্রশস্ত বলিয়া, ইহার নাম "রাবান্তিক" কল্পিত হইয়াছে।	১০
১৭৬। লাঠি।	গৎকা; লড়ি; নরি; লাকুরি।	যষ্টি।	"যষ্টি" হইতে অপভ্রংশে "যট্টি" "যটি" হইকে "লটি" এবং "লটি" হইলে "লাঠি" হইয়াছে। লাঠি চর্ম্ম-মণ্ডিত হইলেই কোন কোন প্রদেশে তাহা "গৎকা" নামে অভিহিত হয়।	
১৭৭। শঙ্খ উত্তর। ১৭৮। শঙ্খ দক্ষিণ।			এই আঘাতের প্রয়োগ "শঙ্খমর্ম্মে" হয় বলিয়া ইহার নাম "শঙ্খ" হইয়াছে। ললাট-পার্শ্বস্থ অস্থির নাম শঙ্খ।	

১৭৯। শঙ্খাসুরী।	রস্তমখানী।	"শঙ্খ"নামক "অসুর" সম্পর্কিত অর্থে "শঙ্খাসুরী"। "শঙ্খ"নামক কোনও বিখ্যাত অসুর যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিত, তাহারই নাম "শঙ্খাসুরী"।	১৫
১৮০। শির ; শির উত্তর।	শির। উল্টাশির ;	এই আঘাত শিরোপরি পতিত হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে।	১৭ ২৬
১৮১। শির দক্ষিণ।	শির্‌রাস্‌ৎ।		
১৮২। শূরসেনী।	আলিমদ্।	শূরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সম্পর্কিত অর্থে "শূরসেনা"। কেবল মাত্র শূরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি গণ যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, তাহার নাম "শূরসেনী"।	১৫
১৮৩। শৃঙ্গবাহী।	শিফর্‌কা দাঁও।	"শৃঙ্গবহন করে যে", এই অর্থে "শৃঙ্গবাহী"। প্রধানতঃ, বাম হস্তের মণিবন্ধ হইতে কফোণি (কনুই) পর্য্যন্ত বাহুভাগ মধ্যে আঘাতের নাম "শৃঙ্গবাহী" হইয়াছে।	৩৮
১৮৪। শেষ।	আখের।		
১৮৫। শ্যামঘাত)। (সমঘাত)।		এই পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত উভয় ব্যক্তিকেই প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার সমান ভাবে পর্য্যায় ক্রমে করিয়া যাইতে হয় বলিয়া, ইহার নাম "সমঘাত" কল্পিত হইয়াছে ; আবার, বিপরীত গতিতে মেঘে মেঘের সংঘর্ষে যেরূপ বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ "শ্যামঘাত" পর্য্যায়ন্তর্গত পাঠের অভ্যাসকালে ও কখন কখন পরস্পরের লাঠির সংঘর্ষণে দ্রুত চালনায়) বিদ্যুৎ-বৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় বলিয়া এই পর্য্যায়ের নাম "শ্যামঘাত" কল্পিত হইয়াছে। মেঘের এক নাম "শ্যাম"।	১৪,৪০

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১৮৬। ষাণ্ড্য উত্তর।	উল্টাসাণ্ড।		মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রায় লম্বভাবে আঘাত প্রয়োগের উপক্রমকালে, ষণ্ড-বিক্রম সহ কাল্পনিক সাদৃশ্য থাকা হেতু, এই আঘাতের নাম "ষাণ্ড্য" হইয়াছে।	২৬
১৮৭। ষাণ্ড্য ; ষাণ্ড্য দক্ষিণ।	সাণ্ড।			২৪
১৮৮। সকৃথি যুগল উত্তর ; সাকম্ উত্তর ; সাকম্।	সাকেন্।		১৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৮৯। সকৃথি যুগল উত্তর ; সাকম্ দক্ষিণ।	উল্টাসাকেন্।		১৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	১৪,৪০
১৯০। সপ্তসাদি।			"স"—কার আদিতে আছে এরূপ নাম-যুক্ত সপ্ত বিষয়, যথা ;—১। সময়, ২। সুবিধা, ৩। সহিষ্ণুতা, ৪। সাহস, ৫। সতর্কতা, ৬। সৎসঙ্গ (সদ্বুদ্ধি) ও ৭। স্ফূর্ত্তি।	
১৯১। সমঘাত ; (শ্যামঘাত)।			১৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
১৯২। সম্মুখ।	পেশ।		কিন্তু "মণিবন্ধ পৃষ্ঠ" বুঝাইতে কোন কোন স্থলে বিকৃত ভাবে "হাতকাটি পেশ" বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।	
১৯৩। সহ (সহিতে)	মায়।			
১৯৪। সাকম্ ; সাকম উত্তর ; (সকৃথি যুগল উত্তর)।	সাকেন।		সহ—অক (বক্রভাবে গমন করা) অম্। এই আঘাতের ফলে একপদ (উরু) অন্য পদের সঙ্গে এক যোগে বক্রভাবে ছিন্ন হয় (অর্থাৎ গমন করে), এইরূপ ভাব কল্পনা হইতেই "সাকম্" নাম অবলম্বিত হইয়াছে।	২৬
৯৯৫। সাকম্ দক্ষিণ ; (সকৃথি যুগল দক্ষিণ)।			আবার, এই আঘাতে এক সঙ্গেই দুইটি সকৃথিই (পদই) ছিন্ন হয় বলিয়া, ইহার অপর নাম "সকৃথিযুগল" হইয়াছে।	৪১

১৯৬। সুদ্।		সুধী।	এ স্থলে বুদ্ধিবল অর্থে "সুধী" হইতে অপভ্রংশে "সুদ্" নাম হইয়াছে। সু = শোভন, শ্রেষ্ঠ। ধী = ধারণা, বিচার ও বোধ শক্তি। ১। শুশ্রূষা = নূতন বিষয় শুনিবার ও জানিবার আকাঙ্ক্ষা। inquisitiveness. ২। শ্রবণ = লোক পরম্পরায় বিভিন্ন নূতন বিষয় অবগত হওন। Various information from traditions and from all possible quarters. ৩। গ্রহণ = বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রাপ্তি। Education from different sources and all possible ways. ৪। ধারণ = জ্ঞাত, শ্রুত ও শিক্ষিত বিষয় সকল মনোমধ্যে সঞ্চয় করিয়া, রক্ষা করণ। Mental and intellectual conceptions, and retention of those. ৫। তর্ক = যুক্তি প্রদর্শন। Argument ; reasoning. ৬। বিতর্ক = বাদানুবাদ ; সত্যসন্ধান হেতু বিভিন্ন বিরুদ্ধ যুক্তির সমন্বয় সাধন Counter-argument ; discussion with reasoning and counter-reasoning. ৭। অর্থবোধ = প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হওন। Knowing real meaning and purport.

ব্যবহৃত কিম্বা সাঙ্কেতিক নাম ও শব্দ।	প্রাদেশিক, বৈদেশিক কিম্বা বিকৃত নাম।	মূল শব্দ।	শব্দগত অর্থ কিম্বা অভিপ্রায়াদি।	যে পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
১৯৬। স্থদ্			৮। তত্ত্বজ্ঞান=বিষয় সকলের মূলে উৎপত্তি, কারণ ও রহস্য অবগত হওন। Knowing of the origin, growth, cause and the underlying principles of subjects. এই অষ্ট প্রকার বুদ্ধিগুণের নাম "ধী"-শক্তি।	
১৯৭। স্থিতি।	স্থিৎ; ঠাট।		ক্রীড়াকালে অবস্থান পদ্ধতির সাঙ্কেতিক নাম "স্থিতি" হইতে সংক্ষেপে "স্থিৎ" ও অপভ্রংশে "ঠাট" হইয়াছে।	১০
১৯৮। স্বকীয়স্থ।	সিকস্তা।		এ স্থলে কোন ও নির্দ্দিষ্ট আঘাতের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানে ঐ আঘাতটির স্বকীয়ত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। তাই কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানে ধাঁধার প্রয়োগ করিয়া পুনরায় ঐ লক্ষ্য স্থানেই আঘাত প্রয়োগের অভিপ্রায় বুঝাইতে "স্বকীয়স্থ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।	
১৯৯। হনুতল। (জনার্দ্দন)	জনক্দান।		৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।	
২০০। হনুমন্তী।			এই পদ্ধতির "পদচালনায়" হনুমানের ন্যায় অত্যধিক লম্ফ জম্ফ করিতে হয় বলিয়া, ইহার নাম "হনুমন্তী" কল্পিত হইয়াছে।	১৫
২০১। হনুমূল; হনুমূল উত্তর।	রোক্সার।		কর্ণ পৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধ ও নিম্ন হনুর সন্ধি-স্থলে (মূল) এই আঘাতের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে।	৫৫
২০২। হনুমূল দক্ষিণ।	উল্টা রোক্সার।			
২০৩। হাতকাটি।		হস্ত কর্ত্তন।	এই আঘাত "হস্ত" (পুরোবাহু) কর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। "হস্তের" অপভ্রংশে "হাত" এবং "কর্ত্তনের" অপভ্রংশে "কাটন" হইতে "কাটি" হইয়াছে।	২১

২০৪। হাতকোড়া।			"কবর" হইতে অপভ্রংশে "কোড়া"। "কবর" অর্থ "কেশপাশ"। কেশপাশ বৎ হস্তদ্বারা জড়াইয়া আচ্ছন্ন করা, এইরূপ অভিপ্রায় বুঝাইতে "হাতকোড়া" শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার "কোট;" অর্থ "দুর্গ"; তাই, "হস্ত দুর্গে আবদ্ধ করা" এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা হেতু "হস্তকোট;" শব্দের অপভ্রংশে "হাত কোড়া" নাম হইয়াছে।	
২০৫। হীনায়ন্।	হিমাএল্।		দক্ষিণ গলপার্শ্বের মূলদেশ হইতে পায়ুমূল কিম্বা বাম কটি পার্শ্ব অভিমুখে এই আঘাতের গতি। এই আঘাতের প্রয়োগে আহত ব্যক্তিকে হীনগতি প্রাপ্ত হইতে হয়, এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করিয়াই ইহার "হীনায়ন" নাম অবলম্বিত হইয়াছে।	২৮
২০৬। হুল্।		অল।	সূচী প্রভৃতির সূক্ষ্ম অগ্রভাগের নাম "অল"; "অলের" অপভ্রংশে "হুল" নাম হইয়াছে। এই আঘাতে অসির অগ্রবিন্দু শরীর মধ্যে (নাভিমূলে) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়।	২৫

☞ মুসলমান রাজত্বের মধ্যভাগে দেশ বিদেশগত শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার সুবিধা হেতু, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ বিদেশের সাঙ্কেতিক শব্দ এবং বাক্য ব্যবহৃত হইত; এবং অবস্থা বিশেষে ঐ সমস্ত শিক্ষার্থিগণের মধ্য হইতেও কেহ কেহ শিক্ষক রূপে শিক্ষাপ্রদান কালে, পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত মূল শব্দের পরিবর্ত্তে "রামাশী" ("ঠগ"গণের সাঙ্কেতিক গুপ্ত ভাষা) কিম্বা বিভিন্ন দেশ বিদেশের সাঙ্কেতিক ও বিকৃত নাম এবং শব্দাদিও ব্যবহার করিত।

কখনও কোন আগন্তুক অসিধারীর সঙ্গে অসি সম্পর্কে বাক্যালাপে যদি ঐ সমস্ত বিকৃত কিম্বা প্রাদেশিক ও বৈদেশিক শব্দাদি ব্যবহৃত হয়, তবে ঐ সমস্তের অর্থ-বোধ হেতু কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়াই, ঐ রূপ নাম, শব্দ ও বাক্য প্রভৃতি কিছু কিছু যাহা সংগ্রহ করিতে পারা গেল, তাহাও এই নির্ঘণ্ট মধ্যে দেওয়া হইল; এবং "ছুরি ও বাঁক শিক্ষা" মধ্যে ব্যবহৃত অতিরিক্ত সাঙ্কেতিক শব্দ ও নাম কয়টি ও এই নির্ঘণ্ট মধ্যে দেওয়া হইল।

যে সমস্ত সাঙ্কেতিক নাম মূল শব্দের সঙ্গে অভিন্ন, তাহাদের সম্পর্কে মূল শব্দের "ঘরে" আর ভিন্ন নাম দেওয়া হইল না। নিষ্প্রয়োজন বোধে অনেক স্থলে শব্দগত অভিপ্রায়াদিও দেওয়া হইল না।

আঘাত সম্পর্কিত সাঙ্কেতিক নামগুলি, বর্ণনামধ্যে,—বিশেষতঃ "বিনোদ" ও "যুযুৎসুর" বর্ণনা মধ্যে,— কখন কখন আঘাতের স্থান ও লক্ষ্য বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে